HON'BLE

JUSTICE DWARKA NATH MITTER.

বিচারপতি

দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত প্রণীত।

জীবন চরিত ব্যক্তি বিশেষের ইতিহাস। ইহা পাঠ দ্বারা উৎসাহ, উপদেশ এবং শিক্ষা এই ত্রিবিধ ফল লাভ হয়।—প্রভাতচিন্তা।

শ্রীপুলিন চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

১২৯৯

THE LIFE

OF

JUSTICE DWARKA NATH MITTER

BY

KALI PRASANNA DUTT.

"Biography is by nature the most universally profitable, universally pleasant of all things; especially biography of distinguished individuals."—*Thomas Carlyle.*

PUBLISHED BY

PULIN CHANDRA RAY.

"The Reliance Press,"

CALCUTTA.

1892.

Lives of great men all remind us
  We can make our lives sublime ;
And, departing, leave behind us
  Footprints on the sands of time ;—

Footprints, that perhaps another,
  Sailing o'er life's solemn main,
A forlorn and ship-wrecked brother,
  Seeing, shall take heart again.

Longfellow.

To

MONMOHON GHOSE, ESQ.,

A DISTINGUISHED MEMBER

OF THE

HIGH COURT BAR,

AND AN

Illustrious Representative of the educated Native Community,

THIS LITTLE VOLUME

IS INSCRIBED

With sentiments of esteem and admiration

By the Author.

বিজ্ঞাপন।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তিন ব্যক্তি তাঁহার জীবন চরিত লিখিতে প্রয়াস পান। প্রথম, তাঁহার পজিটিভিষ্ট বন্ধু সিবিলিয়ান গেডিস সাহেব; দ্বিতীয় ব্যক্তি, হুগলী কলেজের (ভূতপূর্ব্ব) অধ্যাপক, বিখ্যাত রেঃ লালবিহারী দে; তৃতীয়, দ্বারকানাথের অপর এক বন্ধু, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু সান্যাল। বলা বাহুল্য, ইহাঁরা তিন জনেই ইংরাজীতে ইহা লিখিতে চেষ্টা করেন। তন্মধ্যে, গেডিস সাহেব, দ্বারকানাথের জীবনের সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত না থাকা প্রযুক্ত লিখিতে অক্ষম হওয়ায়, রেঃ দে মহাশয়কে লিখিতে অনুরোধ করেন। ইনি দ্বারকানাথ সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র সংগ্রহ করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে পর, বাবু দীনবন্ধু সান্যাল তাঁহার লিখিত জীবন বৃত্তান্ত খানি প্রচার করেন। প্রায় সমুদায় কাগজ পত্র রেঃ দে মহাশয়ের নিকট থাকায় এই জীবনী যতটা সম্পূর্ণ ভাবে হওয়া উচিত, ঠিক সেরূপ ভাবে হইল না, অনেক প্রয়োজনীয় ঘটনা বাদ পড়িল। এদিকে দে সাহেব যে স্বতন্ত্র জীবনী লিখিতেছিলেন, দীনবন্ধু বাবুর পুস্তক দৃষ্টে তিনিও তাহা লিখিতে নিরস্ত হইলেন। যাহা হউক, বাঙ্গালীর মধ্যে দ্বারকানাথ যে যথার্থ একজন যশস্বী পুরুষ ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই, নহিলে তিন জন অতি উপযুক্ত ব্যক্তি তাঁহার বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত কেন হইবেন?

১৮৮৩ সালে দীনবন্ধু বাবুর লিখিত জীবনচরিত প্রচারিত হয়। ইহা প্রচার কালে, অসম্পূর্ণ ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত বলিয়া

অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেন, ও যাহাতে বাঙ্গালী দ্বারকানাথের জীবন বৃত্তান্ত তাঁহার স্বদেশীয় সাধারণ বঙ্গবাসীর জন্য বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয়, তজ্জন্যও অনেকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু, এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপ না করায়, ও আমাদের দেশে এখনও ইংরাজী পাঠকের সংখ্যা অতি যৎসামান্য, বিশেষত, দ্বারকানাথের জীবনে শিখিবার বিষয় এত আছে যে, সকল শ্রেণীস্থ লোকেই তাঁহার জীবনী হইতে কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারেন বিবেচনায় ও যাহাতে আমাদের স্বদেশীয় এতাদৃশ এক জন বিখ্যাত মহাত্মা লোকের জীবনের ঘটনাবলী আমাদের জাতীয় ভাষায় রক্ষিত হয়, অনুপযুক্ত হইলেও তৎপক্ষে আমার এই চেষ্টা নিন্দনীয় নহে, এই সকল ভাবিয়া আমার ন্যায় সামান্য ও অযোগ্য ব্যক্তি অবশেষে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল।

ইংরাজীতে যে রূপ প্রণালীতে জীবন চরিত লিখিত হয়, সেই প্রণালী অনুসারে দ্বারকানাথের বাঙ্গালা জীবনী প্রচার করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা ও কাগজ পত্র সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু, দীর্ঘকাল অতীত হওয়ায়, তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু দিগের সমস্ত ঘটনা স্মরণ না থাকায় ও কাগজ পত্র সমস্ত নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, অগত্যা এই ভাবেই ইহা প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম।

কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনের কেবল ঘটনা গুলি উল্লেখ মাত্র যদি জীবন চরিতের উদ্দেশ্য না হয়, দোষ গুণ উভয়েরই উল্লেখ সহিত সাধারণকে শিক্ষা দান যদি জীবন চরিতের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে

মিত্র মহাশয়ের কতিপয় সম্ভ্রান্ত বন্ধু এবং অপরাপর ভদ্রলোকের অনুরোধ ক্রমে ইংরাজীতে The Great Rent Case নামক কবিতাটি এবং দুইটি প্রসিদ্ধ ইংরাজী Judgment প্রদত্ত হইল। কবিতাটি অতি সুললিত রসময়ী ভাষায় লিখিত, ইহা পাঠে উক্ত বিখ্যাত মোকদ্দমার বিচার কার্য্য কি ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহার অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়। Judgment দুইটিতে বিচারপতি মিত্রের বিচার দক্ষতার প্রমাণ জাজ্বল্যমান।

পরিশেষে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, দ্বারকানাথের কতিপয় বিশেষ বন্ধু ও আত্মীয় তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ বিষয়ে আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা আমার প্রতি এই প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দ্বারকানাথের বাল্যবন্ধু, চব্বিশ পরগণার সব জজ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সোম, ভূতপূর্ব্ব প্রধান সব জজ শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্র নাথ বসু, চন্দন নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ বাহাদুর, চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল সোম, হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺মহেশ চন্দ্র চৌধুরী ও কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হাইকোর্টের অনুবাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, খিদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, এম এ বি এল, ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথের খুল্লতাত পুত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ও আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছেন। ইহাঁদিগের নিকট আমি অভেদ্য কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। এতদ্ভিন্ন আমার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক বাবু দীনবন্ধু

সান্যাল মহাশয়ের ইংরাজী পুস্তক হইতে বিস্তর সাহায্য পাইয়াছি। পরিশেষে আর এক মহাত্মার নামোল্লেখ করা যাইতেছে, যিনি আমার এই কার্য্যে প্রধান উৎসাহদাতা, যাঁহার উৎসাহ ব্যতীত আমি কখন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতাম না। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য সেবক শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে প্রথম হইতে এই কার্য্যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছেন, এবং একমাত্র তাঁহার উৎসাহে আমি ইহা জন সমাজে প্রচার করিতে সাহসী হইলাম।

কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ ইহা প্রচারে যৎপরোনাস্তি বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা বিশেষ লজ্জিত আছি, আশা করি, যাঁহারা পূর্ব্বে গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। উক্ত কারণে কয়েকটী ফর্ম্মা বিশেষ তাড়াতাড়ি করিয়া ছাপাইতে হইয়াছে, তজ্জন্য পুস্তক মধ্যে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতির ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইবে; পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন। আর এই পুস্তকে দ্বারকানাথের একটী প্রতিকৃতি দিবার কথা ছিল, কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার ফটোগ্রাফ বা অবিকল প্রতিকৃতি না পাওয়ায় তাহা দিতে পারিলাম না।

কলিকাতা,
বৈশাখ, ১২৯৯

শ্রীকালী প্রসন্ন দত্ত।

মুখবন্ধ।

"Education is received not only from books, but from life."

মহানুভব ব্যক্তিদিগের জীবন বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই জগতে মহৎ বা খ্যাতিমান বলিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি গুণে সেই খ্যাতি লাভ করিলেন, তাহা জানিতে স্বভাবতই মনে অভিলাষ জন্মিয়া থাকে। আমাদিগের দেশে মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত বিরল না হইলেও রীতিমত সংগ্রহের অভাবে, এ পর্য্যন্ত অতি স্বল্প সংখ্যক মহাত্মারই জীবনের ঘটনাবলী সাধারণের দৃষ্টি পথে নিপতিত হয়। এজন্য, মহানুভব বা আদর্শ চরিত পাঠের ইচ্ছা হইলে, আমাদিগকে ইংলণ্ড বা আমেরিকার দিকে নেত্রপাত করিতে হয়। এই অভাব পূরণের জন্য দ্বারকানাথের জীবনী লিখিত হইল।

দীর্ঘকাল অতীত হইল, জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আজিও লোকে তাঁহাকে ভুলে নাই, আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম, তাঁহার গুণ কীর্ত্তন, অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সুনাম বড় দুর্ল্লভ পদার্থ। এই দুঃখময় জগতে বড় লোকে অপযশ ও দুর্নামের ভাগই বেশী—হেষ্টিংস, কালাপাহাড় ও লিটন দলের সংখ্যাই অধিক; নিরবচ্ছিন্ন সুনাম অতি অল্প বড় লোকের ভাগ্যেই লাভ হইয়া থাকে,—মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া সাধারণের প্রশংসা লাভ করা অল্প সৌভাগ্যের কথা

নহে। বাঙ্গালীর মধ্যে দ্বারকানাথ এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস,—দ্বারকানাথে নিন্দা ও দুর্নামের অংশ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। এ পর্য্যন্ত, বঙ্গভূমে অনেক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ ক্ষমতা বলে সাধারণের নিকট খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গত হইয়াছেন বটে, কিন্তু, তাঁহাদিগের কয়জনের ভাগ্যে এতাদৃশ নির্জ্জল সুনাম লাভ হইয়াছে, বলিতে পারিনা। এই কারণে, জীবন চরিত লিখিবার পক্ষে—সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিবার পক্ষে, দ্বারকানাথ অতি উপযুক্ত পাত্র। দ্বারকানাথের বন্ধু এবং পরিচিত মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন, দ্বারকানাথ মিত্র একজন ক্ষণজন্মা ও অসাধারণ মহানুভব লোক ছিলেন, তাঁহার ন্যায় লোক এ পৃথিবীতে অতি বিরল,—জগতে সচারাচর জন্মে না। এই কারণে দ্বারকানাথের জীবনী সাধারণের সম্মুখে ধরিতে সাহস করা গেল।

গ্রন্থকারস্য

সূচী পত্র।

উপক্রমণিকা।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী প্রকাশিত হইতেছে,—ভাবিলে যুগপৎ হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হয়। বাঙ্গালি বালককাল হইতে আপনাদের কথা শিখিতে পায় না, আপনাদের ভাবনা ভাবিতে পায় না, অতি শৈশব হইতে বিদেশীয় ব্যক্তি বর্গের জীবন চরিত নাড়া চাড়া করে, দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী ভাল হউক মন্দ হউক ইহা দ্বারা যে বাঙ্গালি আপনাদের মধ্যে এক জনের কথা কথঞ্চিৎ অনুশীলন করিবার যৎকিঞ্চিৎও সুযোগ পাইবে, ইহাই আহ্লাদের কারণ। আর দ্বারকানাথের বহুতর বিজ্ঞ বিদ্বান সহপাঠী, সহযোগী, সম-ব্যবসায়ী বন্ধু বান্ধব থাকিতে দ্বারকানাথের সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন অল্প বয়স্ক যুবক কর্ত্তৃক তাঁহার জীবনী লিখিত হইল,—ইহাই বিষাদের কারণ; তবে এই বিষাদের মধ্যেও আবার আহ্লাদের কথা আছে—দ্বারি বাবুর বন্ধু বান্ধবেরা প্রায় সকলেই এই জীবনী সংগ্রহে কালীপ্রসন্ন বাবুকে আশাতীত আনুকূল্য করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন বাবুও যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করেন নাই। কোন একটি সামান্য বিষয় পরিষ্কার করিবার জন্য যদি দশজনের কাছে ক্রমাগত দশমাস হাঁটাহাঁটি করিতে হয়, কালীপ্রসন্ন বাবু অকাতরে তাহাই করিয়াছেন। এমন আশা করা যায় যে চারি পাঁচ বৎসরের এতটা যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হইবে।

অনেকেই অবশ্য জানেন, দ্বারকানাথ মিত্র একজন অসাধারণ

ব্যক্তি ছিলেন—কিন্তু সেই অসাধারণতা কিরূপ তাহা বুঝা বড় কঠিন।

অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিতেছেন, এমন কথা বলিতে পারিনা ; তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোতে পড়িয়া নাকানি চোবানি খাইতে খাইতে খানিকটা পাশ্চাত্য শিক্ষা অনেকের উদরস্থ হইতেছে বটে। প্রথম বয়সে দ্বারকানাথেরও এই রূপ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরে ধীরে সুস্থে দাঁড়াইয়া তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান সেবন করেন, ক্রমে তাহা পরিপাক করেন এবং ক্রমে তাহাতেই তাঁহার স্বাভাবিক মনস্বিতার পরিবর্দ্ধন ও পরিপোষণ হইতে থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষার এই রূপ অসাধারণ পরিপাকই দ্বারকানাথের অসাধারণতা। ইহাতেই তিনি বড় বিদ্বান, মহা বাগ্মী উকীল, সূক্ষ্ম বিচারক, গোঁড়া কম্‌টিষ্ট, তেজস্বী পুরুষ, বড় চাকুরে, আর সঙ্গে সঙ্গে অকৃত্রিম দেশ হিতৈষী।

আজি কালি, পাশ্চাত্য জ্ঞান, পাশ্চাত্য নীতি, পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের প্রাচীন সনাতন ধর্ম্ম লোপ করিবার নিমিত্ত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, এমন দিনে স্বধর্ম্মনিরত ভারতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্য জ্ঞান সেবন করিয়া, আত্মপোষণের চেষ্টা একটি মহা বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং দ্বারকানাথের জীবন আমাদের আদর্শস্থলীয় নহে। তবে তদীয় অসাধারণ জীবনবৃত্ত হইতে যে আমরা অতি গুরুতর শিক্ষালাভ করিতে পারি তাহা নিশ্চয়।

সদাচার ধর্ম্মের একটি মূল, সদাচার ধর্ম্মের একটি লক্ষণ, সাদাচার ধর্ম্মের জ্ঞান, আমাদের সনাতন ধর্ম্ম শাস্ত্রে ইহা পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে।

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং—
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনাস্তুষ্টিরেব চ ॥ মনুঃ ২।৬ *

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥
মনুঃ ২।১২ †

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তোনিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ॥
আচারাদ্বি চ্যুতোবিপ্রো ন বেদ ফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ ॥
এবমাচারতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়ো গতিং।
সর্ব্বস্য তপসোমূলমাচারং জগৃহুঃ পরং ॥
মনুঃ ১।১০৮ ১১০ ‡

পাশ্চাত্য ধর্ম্মনীতির সদাচারের সহিত এরূপ কোন সম্বন্ধ নাই। পাশ্চাত্য নীতি স্পষ্টাক্ষরে বলে, যে তোমার নিজের

---

* অখিল বেদ, বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি ও শীল, সাধুগণের আচার ও আত্ম-তুষ্টি এই সমুদয় ধর্ম্মের মূল। মনু ২।৬

† বেদ স্মৃতি, শিষ্টাচার ও আত্মতুষ্টি এই চারিটি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রমাণ বলিয়া (ঋষিগণ) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনু ২।১২

‡ শ্রুতি স্মৃতি বিহিত আচার পরম ধর্ম্ম। অতএব আত্মবান্ দ্বিজ এই আচারের অনুষ্ঠানে সতত যত্নবান্ থাকিবেন।

আচারভ্রষ্ট বিপ্র বেদের ফলভাগী হয়েন না; আচারযুক্ত হইলেই বেদের সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়েন।

এই রূপে ঋষিগণ আচার দ্বারা ধর্ম্মের প্রাপ্তি অবগত হইয়া আচারকেই সকল তপস্যার প্রধান মূল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মনু ১।১০৮-১১০

কোন ক্ষতি না করিয়া, তোমার প্রতিবেশীদের সুখস্বচ্ছন্দতার কোন রূপ বিঘ্ন বিপত্তি না ঘটাইয়া, তুমি স্বেচ্ছাচারী হইতে পার। তুমি যে তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি বুঝিতে পার না, সুখস্বচ্ছন্দতা যে কি তোমার প্রতিবেশীরা তাহা বুঝিতে অক্ষম, অহঙ্কার-সহচর পাশ্চাত্য জ্ঞান সে কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। স্ব-স্ব-প্রধানত্ব সদাচারের, শিষ্টাচারের মূলে নিয়তই কুঠারাঘাত করিতেছে। সদাচার তিষ্টিতেই পারেনা।

পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত সাধু সদাচারের এইরূপ বিরোধ ভাব, দ্বারকানাথের জীবনে সুন্দর রূপে বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং তদীয় জীবনী হইতে আমরা সুন্দর শিক্ষা লাভ করিতে পারি। দ্বারকানাথ বড় মাতৃ ভক্ত ছিলেন; তাঁহার কোন কোন আচরণে মাতৃদেবী যে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাহাও তিনি জানিতেন, কিন্তু তথাপি তিনি সেই সকল আচরণ হইতে বিরত হন নাই; পাশ্চাত্য শিক্ষার সার,—স্বস্ব-প্রাধান্য আমাদিগের অনেককেই নিয়ত এইরূপ বিড়ম্বিত করিতেছে। যদি দ্বারকানাথ মিত্রের এই জীবনী দশজন যুবককেও এইরূপ জ্ঞানবিড়ম্বনা হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলেও বুঝিব কালী প্রসন্ন বাবুর শ্রম সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার।

দ্বারকানাথ মিত্র সম্বন্ধে

সাধারণ মতামত।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে, ইংলণ্ড হইতে জেমস্ রুট্‌লেজ* নামক জনৈক ভদ্রলোক, এদেশে আসিয়া "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" নামক বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। ইনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া, এ দেশ সম্বন্ধীয় নানা বৃত্তান্ত সম্বলিত "ENGLISH RULE AND NATIVE OPINION IN INDIA" নামক যে পুস্তক প্রচার করেন, তাহার এক স্থলে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—

"We have many stories of English lads who have made their way, against all odds, to honor and usefulness. Here is a story of a Hindu lad—the late Mr. Justice Mitter, Judge of the High Court. He was born in a little Hindoo village, and his parents were but poor. He received his education,

* ইনি এক্ষণে লণ্ডন স্পেক্‌টেটর নামক বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক এবং একজন চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়া পরিচিত আছেন।

I know not where, but he came to Calcutta, as many a young man has gone to London, to carve his way to fortune; only in his case, there was contention against a dominant race. He held his own, however, through good report, and evil report, till the time when the poor Hindoo lad became a Judge of the High Court. He worked splendidly, subdued self, sat in modest dignity (I speak from knowledge, for I have seen him) on the bench of the High Court, deciding intricate cases as a Judge and a gentleman. At last he was seized with a fatal disease. He asked to be taken to a sanitarium, and he was obeyed. Time went on, but he only became worse. It was death, the doctors mournfully said. Then he had but one request. He had sat on the judicial bench, had been a marked man at the *levees* and drawing-rooms, at public gatherings for institutions which sought distinguished names. Englishmen of the first position—notably Sir Barnes Peacock—did themselves honor by claiming him as their friend. Now had come the grand issue of all, and the dying Judge begged to be taken to the village, and, I suppose, the house, in which he was born. In this way the two ends of life came to

gether—simply as in the play of children and grandly as in an epic poem. There, where the trees which he had loved in childhood, waved before his eyes, the pure and noble Judge died. He had lived to make his countrymen proud of the Hindoo name, and he died in a path of duty which India, if it is wise, will not readily forget."

দ্বারকানাথের মৃত্যুতে জন সাধারণ কিরূপ শোক সন্তপ্ত হইয়াছিল ও তাঁহার প্রতি সাধারণের কিরূপ অভিপ্রায় ছিল, তাহার পরিচয় দিবার জন্য, তাঁহার মৃত্যুতে কয়েক খানি প্রধান প্রধান ইংরাজী এবং দেশীয় সংবাদ পত্রে যে শোকবার্ত্তা প্রচারিত হয়, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল।

" * * * * * *

Such was the man whose loss the nation mourns to-day. He was unrivalled in his department; indeed there is no other native in the whole Indian Peninsula, who can adequately fill his place."

Hindoo Patriot, 2nd March 1874.

" Bengal has lost one of her most noted sons. Never within our recollection has she suffered a loss equal in extent and magnitude to the one sustained by the death of the Hon'ble Dwarkanath Mitter.

Every section of the community, we make bold to say, will take the mournful event in the light of a grave calamity. To his own immediate circle of relatives, friends and admirers, his death will be an irreparable loss; the educated community has lost a brilliant ornament; the High Court one of its most distinguished Judges; and the country an able and eminent representative."

Indian Mirror, 1st March 1874.

"For the fourth time and with unfeigned regret, we have to chronicle the death of a Native Judge of the High Court. * * * In Baboo Dwarka Nath Mitter, the High Court has lost a Judge of great natural ability and of very considerable legal acquirements, and it will be no easy matter for the Viceroy to fill satisfactorily the vacancy thus caused."

Englishman, 2nd March 1874.

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু প্রণীত "বিবিধ প্রবন্ধ" নামক পুস্তকের ১৬০ পৃষ্ঠায় দ্বারকানাথ সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা লিখিত আছে;—

"পরলোকগত দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতি

ছিলেন। ইহাঁর ন্যায় প্রখর বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অতি বিরল। ইহাঁর বিচার দক্ষতা দেখিয়া ইংরাজগণ চমৎকৃত হইতেন।”

“আজি আবার আর এক হৃদয়বিদারক সংবাদ লইয়া পাঠকগণের নিকট উপস্থিত হইতেছি। জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র আর এ জগতে নাই। কেহ হয়ত বলিবেন আর কোথায়ও নাই। আমরা বলি—আমাদের হৃদয় বলিতেছে, তিনি মানবের অভীষ্ট, অদৃশ্য পরকালবাসী হইয়াছেন। একজন সুদক্ষ নট নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া অপসৃত হইলে, যেমন তাঁহার কথা ও কার্য্য গুলি হৃদয়ে পড়িয়া থাকে, সেইরূপ দ্বারি বাবু আমাদের এই মর্ত্ত্য রঙ্গভূমিকে কিছু দিনের জন্য আন্দোলিত করিয়া—উজ্জ্বল করিয়া—সুশোভিত করিয়া নয়নের অন্তরাল হইলেন। তাঁহার নাম, চরিত্র ও কার্য্যাদি আমাদের হৃদয়ে পড়িয়া রহিল। দ্বারি বাবুর জীবনের দৃষ্টান্ত অমূল্য। নিজের বুদ্ধি বিদ্যা ও দক্ষতার বলে তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নততম পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা একজন সামান্য মোক্তার ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, পঠদ্দশাতে তাঁহাকে অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রথমে হুগলী কলেজে, পরে হিন্দু কলেজে পাঠ করেন। পাঠ্যাবস্থা অবধিই তিনি প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিয়া আসিয়াছিলেন। কলেজে থাকিতে সে সময়ের বৃত্তি প্রভৃতি সমুদায় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া কিছু দিন অন্যান্য কর্ম্ম

করেন; পরে পরীক্ষা দিয়া হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। প্রতিভা বড় আশ্চর্য্য পদার্থ। যেমন অগ্নি বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে না, সেইরূপ প্রতিভাও অচিরে আপনাকে প্রকাশ করে। দ্বারি বাবু কিছুদিন হাইকোর্টে থাকিতে না থাকিতে, তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যা দক্ষতার সৌরভ চারিদিকে প্রবাহিত হইল। বিচারপতিরা এবং বিচারপ্রার্থীরা সকলেই তাঁহার উপর শ্রদ্ধাবান হইতে লাগিলেন। এমন কি শেষে তাঁহার আহার নিদ্রা করিবারও সময় থাকিত না। শুনিতে পাওয়া যায়, ওকালতীর অবস্থায় তাঁহার এত লাভ হইত যে জজ পদে আসীন হইয়া মাসিক চারি হাজার টাকা বেতনেও তাঁহার ক্ষতি বোধ হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ রেণ্ট কেস্ সম্বন্ধে তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত ওকালতী করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া দেশশুদ্ধ লোক চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সেই কারণেই তাঁহার অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ থাকিতেও তাঁহাকে জজের পদে উন্নত করা হইয়াছিল। সেই উচ্চ আসনে বসিয়া তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছিলেন তাহা সকলেরই বিদিত আছে। দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার দক্ষতার সমগ্র পরিচয় দেওয়া না হইতে হইতে—সমুচিত গৌরব ও সম্মান লাভ না করিতে করিতে, মৃত্যু অকালে তাঁহাকে হরণ করিল।”

সোম প্রকাশ, ১৯ শে ফাল্গুন, ১২৮০ সাল।

“বাঙ্গালার শিরোভূষণ হইতে একটি অমূল্য রত্ন খসিয়া পড়িয়াছে। অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্র মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। দুই মাস কাল নিদারুণ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া

তিনি চির শান্তি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিরহে শুদ্ধ তাঁহার দুঃখিনী বৃদ্ধা মাতা, তাঁহার পূর্ণ বয়স্কা স্ত্রী, তাঁহার অপোগণ্ড শিশুগণ শোকে বিকল হন নাই, দেশ শুদ্ধ লোকে হাহাকার করিতেছে। দুঃখিনী বাঙ্গালা তাঁহাকে লইয়া অহঙ্কার করিত, মুমূর্ষ হিন্দু সমাজ তাঁহাকে লইয়া গৌরব করিত। মহাকালের নিকট বাঙ্গালা কি অপরাধ করিয়াছে যে তিনি এই এক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার ক্রোড় হইতে এক একটি করিয়া উজ্জ্বল মণি অপহরণ করিলেন? কাল স্বরূপ ১২৮০ সাল দেশে অনাবৃষ্টি, অন্নকষ্ট অবতারণার সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীচাঁদ, মধুসূদন, দীনবন্ধু ও শেষ দ্বারকানাথকে হরণ করিয়া লইল। বঙ্গভূমি ক্ষুধার্ত্তের চীৎকারে, শোকার্ত্তের হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল।

অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্র এক চল্লিশ বৎসর বয়ক্রমে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি হুগলী জেলান্তর্গত আমতার সন্নিহিত আগুনসী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হরচন্দ্র মিত্র হুগলিতে মোক্তারী করিতেন। দ্বারকানাথ পিতার সঙ্গে থাকিয়া হুগলী কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করেন। হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিয়া তিনি যে বুদ্ধিমত্তা ও স্বাধীনভাব দেখাইয়া সমাদরণীয় হন, এই প্রতিভা ও স্বাধীনতার অঙ্কুর সকল তাঁহার বাল্য প্রকৃতিতে লক্ষিত হয়। তিনি হিন্দুকলেজে আসিয়া আইনের পরীক্ষা দেন। কিছু কাল তিনি কলিকাতা পুলিসের ক্লার্কের কাজ করেন। তিনি ইংরাজী ১৮৫৬ সালের মার্চ্চ মাসে সদর দেওয়ানী আদালতে উকীল হইয়া প্রবেশ করেন। প্রাচীন উকীলদের মধ্যে মৃত বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত অল্পবয়স্ক দ্বারকানাথের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে যথোচিত আদর করেন।

কালক্রমে দ্বারকানাথ হাইকোর্টের প্রধানতম উকীল হইয়া উঠিলেন। ঠাকুরাণী দাসীর কর সম্বন্ধীয় বড় মোকদ্দমায় পনর জন জজের পূর্ণ অধিবেশন সমক্ষে তিনি যে একাদিক্রমে সপ্তাহকাল অসাধারণ বাগ্মীতা, নৈয়ায়িকতা ও ব্যবস্থাশাস্ত্রের পারদর্শিতা দেখান, তাহা এতদ্দেশীয় উকীল শ্রেণীর একটি চির গৌরবের কারণ হইয়া থাকিবে। আইনানুসারে দশ বৎসর কাল হাইকোর্টে ওকালতী না করিলে কোন উকীল জজ হইতে পারেন না। অনরেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিতের যখন মৃত্যু হয়, দ্বারিক বাবুর ওকালতীর ঠিক সেই সময় দশ বৎসর পূর্ণ হয়। ভূত পূর্ব্ব প্রধানতম বিচারপতি স্যার বার্ণেস পিকক দ্বারি বাবুর গুণগ্রাহী ছিলেন। দ্বারিক বাবু জজিয়তি পাইবার প্রার্থনা করেন নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পিকক সাহেবের অভিমতে তাঁহাকে উচ্চতম আদালতের বিচারাসন প্রদান করেন। তিনি ১৮৬৭ সাল হইতে সাত বৎসর কাল পর্য্যন্ত বিচারাসনে বসিয়া বিচার কার্য্যে যে অসামান্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এদেশের কেন, ইউরোপের বিচারপতি মণ্ডলের শ্রদ্ধার আস্পদ হইয়া রহিয়াছে। দ্বারিক বাবু দেশের রাজনৈতিক কি সামাজিক কোন সাধারণ বিষয়ে মিশ্রিত হন নাই বটে, কিন্তু তিনি উচ্চতম বিচার মন্দিরে অধিরূঢ় থাকিয়া হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পরিচয় দিয়া যে কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, হিন্দু সমাজ সেই কীর্ত্তি লইয়া চিরকাল গৌরব করিবে।"

অমৃতবাজার পত্রিকা, ২২ শে ফাল্গুন, ১২৮০ সাল।

"ইন্দ্রজিতের পতন হইলে সে সংবাদ কেহই লঙ্কেশ্বরকে প্রদান করিতে অগ্রসর হয় নাই, কেন—কেবল রাবণের ভয়েই কি কেহ যায় নাই? শুধু তাহাই নহে। শোকের সংবাদ বহন করা সহজেই যে কত কষ্টকর, যাহার কখন কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়াছে এবং সেই সমাচার মৃত ব্যক্তির অপর কোন আত্মীয়কে বলিতে হইয়াছে, শোকের সম্বাদ বহন করা যে কত কষ্টকর, তাহা সেই জানে। লঙ্কার ভগ্নদূতগণ ভাবিয়াছিল, ইন্দ্রজিত পতনের সম্বাদ শুনিলে, সিংহাসনাধিষ্ঠিত দশাননের দশমুণ্ড দশদিকে ঘুরিয়া যাইবে, তিনি পতিত হইবেন, সে দৃষ্টি সহ্য করা বড় সহজ নহে; এই রূপ বিবেচনা করিয়া লঙ্কেশ্বরের সমীপে কেহই ভগ্নদৌত্যে অগ্রসর হয় নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই আমরা বঙ্গবাসিগণের সমীপে ভগ্নদৌত্যে গত সপ্তাহে অগ্রসর হই নাই।

বাঙ্গালার ইন্দ্রজিতের পতন হইয়াছে,—দ্বারকানাথ মিত্র আর নাই। সোণার লঙ্কা অন্ধকার। যে এক পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অভাগিনী বাঙ্গালা কিঞ্চিৎ আশ্বাসান্বিত হইয়াছিল, সেই পুত্র তাহার কোল শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

১২৮০ সালের মত দুর্ব্বৎসর কখন হয় নাই। দেশে অন্নকষ্ট ও জলকষ্টের হাহাকার রব চারি দিকে শব্দিত হইতেছে, বাঙ্গালার সোণার চাঁদ সকল, দীনবন্ধু, মাইকেল প্রভৃতি একে একে খসিয়া পড়িতেছে;—এমন সময়ে দ্বারকানাথের মৃত্যু। এমন দুর্ব্বৎসর আর কখন হবে না। পোড়া বৎসরের এখন আরও এক মাস আছে, ইহার মধ্যে আমাদের কপালে আরও কত ভোগ আছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব।

এই ভারতে বর্ণবৈষম্যের প্রাবল্য চির কালই আছে। এখনও আছে। চিরকালই ইহা দ্বারা অনিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণে একাধিপত্য করিত, এখন ইংরাজে একাধিপত্য করিতেছে। দ্বারকানাথ শূদ্র, কায়স্থ, ব্রাহ্মণের মধ্যবর্ত্তী; চিরকাল যে ব্রাহ্মণ পদ দলন করিয়া আসিয়াছে, দ্বারকানাথকে দেখাইয়া আমরা তাহার সম্মুখে স্পর্দ্ধা করিতাম; নিন্দুক ইংরাজ আমাদিগকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া, অযোগ্য বলিয়া, নিন্দা করিলে, আমরা তৎক্ষণাৎ দ্বারকানাথকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিতাম, এখনও তোমার নিন্দা করিতে সাহস হয়? এখন আর কাহাকে দেখাইব? কি দেখাইয়া স্পর্দ্ধা করিব? মহাকাল কায়স্থকুল নির্ম্মূল করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে; বাঙ্গালার কৃতকর্ম্মা কৃতবিদ্যগণকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।”

সাধারণী।

দ্বারকানাথের অকাল মৃত্যু হেতু সে সময়ে সংবাদ পত্রাদিতে শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ অনেক কবিতা ও সংগীতাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, স্থানাভাব বশত আমরা সে সকল প্রকাশিত করিতে পারিলাম না।

বিচারপতি

দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী।

"There is something in the life of a great man which deserves to be studied beyond the mere sequence of events."

K. D. Pal—A study.

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্ব পরিচয়—হরচন্দ্র মিত্র।

বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, গত পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে বাঙ্গালীর মধ্যে এক দল, স্বদেশের ও স্বজাতির মুখোজ্জ্বলকারী যোগ্য লোক জন্ম গ্রহণ করেন। আবার ইহাঁদিগের মধ্যে তিন জন অতি বিখ্যাত ক্ষমতাশালী বড় লোক, প্রায় এক সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি সদ্গুণে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ইহাঁরা তিন জনই আপনাপন কার্য্য ও ক্ষমতায় অতুলনীয়, দৈব শক্তি বিশিষ্ট। বাঙ্গালীর ভাগ্যে আবার কখন এই তিন জনের সমকক্ষ লোক মিলিবে কি

না, তাহা বলা যায় না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বঙ্গবাসী আপনাদের মুখোজ্জ্বলকারী এই তিন জন ভ্রাতাকেই অকালে হারাইয়াছেন; এই তিন জন,—দ্বারকানাথ, হরিশ্চন্দ্র এবং কেশবচন্দ্র। বাঙ্গালীর মধ্যে রাজনীতির আলোচনায় হরিশ্চন্দ্র অদ্বিতীয়, বাগ্মিতায় এবং বিবিধ সদ্গুণে কেশবচন্দ্র অসাধারণ, আর ব্যবহার-বিজ্ঞান ও বিচার পটুতায় দ্বারকানাথ অতুলনীয়। বঙ্গে সুদক্ষ আইনজ্ঞ এবং সুবিচারক অনেক মিলিতে পারে, অনেক মিলিবে, কিন্তু দ্বারকানাথ আর মিলিল না, আর কখন মিলিবে কি না সন্দেহ। বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য যেন দ্বারকানাথ ঈশ্বর প্রেরিত ক্ষণজন্মা হইয়া জন্মিয়াছিলেন। বাঙ্গালার কোন চিন্তাশীল লেখক একবার কোন সংবাদ পত্রে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে এই রূপ মত প্রকাশ করেন,—"স্যর বার্ণেস পীকক এক জন অসাধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট লোক—একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের প্রধান বিচার পতির আসনে বসিয়া তাহা যেরূপ উজ্জ্বলীকৃত করিয়া গিয়াছেন, সেই জ্যোতি রক্ষা করা অপরের পক্ষে বড় দুরূহ ব্যাপার। দ্বারকানাথের মত লোক এক রক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু সেরূপ লোক সচরাচর মিলে কি? কি কৌচ, কি গার্থের, সার বার্ণেসের আসনে বসিয়া যশোলাভ করা সুবিধা হইয়া উঠে নাই।" এতাদৃশ অসাধারণ ক্ষমতাশালী মহাত্মা কিরূপে এই অগণ্য বঙ্গবাসীর মধ্যে অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ ক্ষমতার পরিচয় দানে যশস্বী হইয়া, সাধারণের আদর্শ স্বরূপ হইলেন, তাহা ক্রমে দেখান যাইবে; এক্ষণে জীবন চরিতের প্রথা মত সংক্ষেপে তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

স্বনাম-খ্যাত বড় লোকদিগের মধ্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকে অতি সামান্য অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দ্বারকানাথের ভাগ্যেও অনেকটা সেই রূপই ঘটিয়াছিল। দ্বারকানাথ কায়স্থকুলে মিত্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। এই মিত্র পরিবারের পূর্ব্বনিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাইয়ের নিকটস্থ কলাছড়া নামক গ্রাম। এখনও এই গ্রামে ইহাঁদিগের অনেক ঘর কুটুম্ব বাস করিতেছেন, ইহাঁদিগের পৈতৃক বিগ্রহ এবং ভদ্রাসন তথায় বর্ত্তমান আছে। দ্বারকানাথের প্রপিতামহ ৺ হরেকৃষ্ণ মিত্র বর্দ্ধমান রাজসংসারে কাজ করিতেন। তাঁহাকে কর্ম্মোপলক্ষে সর্ব্বদা দক্ষিণ অঞ্চলে আসিয়া থাকিতে হইত বলিয়া, তিনি আমতার নিকট আগুন্সীতে নূতন বাস প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অবধি ইহাঁরা আগুন্সীতে বাস করিয়া আসিতেছেন। এই আগুন্সী দ্বারকানাথের জন্ম স্থান। আগুন্সী অতি ক্ষুদ্র যৎসামান্য গ্রাম, অধিবাসীদিগের মধ্যে ভদ্র পরিবারের সংখ্যাও অতি অল্প।

হরেকৃষ্ণের মনোহর নামে এক মাত্র পুত্র সন্তান হয়। হরেকৃষ্ণ মৃত্যুকালে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান, কিন্তু ইহাঁর মৃত্যুর পর বর্দ্ধমানরাজ ইহাঁদিগের বিস্তর নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়ায়, ইহাঁদিগের অবস্থা কিছু মন্দ হইয়া পড়ে।

মনোহরের দুই পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠের নাম অনন্তরাম এবং কনিষ্ঠের নাম কালীপ্রসাদ। অনন্তরাম পঞ্চকোটের রাজসংসারে কাজ করিতেন, কালীপ্রসাদ কিছুই করিতেন না। কালীপ্রসাদের দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ হরচন্দ্র মিত্র ও কনিষ্ঠ পীতাম্বর মিত্র। ইহাঁদিগের বয়স যখন চারি পাঁচ বৎসর, তখন কালী-

প্রসাদের মৃত্যু হয়; কালীপ্রসাদের সহধর্ম্মিণী এই বালক দ্বয়কে রাখিয়া তাঁহার সহিত সহমৃতা হয়েন।

পিতৃ মাতৃ হীন অবস্থায় ইহাঁরা দুই জনে জ্যেষ্ঠতাত অনন্ত-রামের নিকট প্রতিপালিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ হরচন্দ্র হুগলীর জজকোর্টে মোক্তারী ব্যবসায় এবং কনিষ্ঠ পীতাম্বর মুন্সেফ আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন।

হরচন্দ্রের চারি পুত্র ও চারি কন্যা হয়। দ্বারকানাথ ইহাঁ-দিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। পীতাম্বরের পাঁচ পুত্র জন্মে, তাঁহারা সকলেই বর্ত্তমান আছেন।

এক্ষণে আমরা দ্বারকানাথের পিতা হরচন্দ্রের বিষয় কিছু বলিয়া, দ্বারকানাথের কথা আরম্ভ করিব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হরচন্দ্র হুগলীতে মোক্তারী করিতেন। বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা তখনকার মোক্তারদিগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল ও অনেকে পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। হরচন্দ্র পারসী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হুগলীতে তাঁহার বিলক্ষণ মান সম্ভ্রম ও পসার ছিল; অনেক বড়লোক তাঁহার মোয়াক্কেল ছিলেন। হরচন্দ্রের মাসিক দুইশতাধিক টাকা আয় ছিল।

মাসিক আয় যথেষ্ট হইলেও তাঁহার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। যে দিন যেরূপ উপার্জ্জন করিতেন, সেদিন সেইরূপ ব্যয় করিতেন বলিয়া, তিনি কখন অবস্থার উন্নতি বা কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। অধিক কি, তাঁহার এই অমিতব্যয়ের জন্য, মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাসাখরচ চলা দুর্ঘট হইয়া পড়িত। তবে একালের বিলাসপ্রিয়

নব্য সম্প্রদায়ের অমিতব্যয়িতার সহিত, সে কালের লোকের অমিতব্যয়িতার কিছু প্রভেদ ছিল; হরচন্দ্রের দুই একটি কার্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা পাঠকগণ তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

দীনদুঃখী ও আশ্রিত আত্মীয় কুটুম্বদিগকে অন্ন দান করিতে হরচন্দ্র কখনই কাতর ছিলেন না। কি বাসায়, কি বাটিতে, অন্নের নিমিত্ত আসিয়া কাহাকেও তাঁহার নিকট বঞ্চিত হইতে হইত না। হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা প্রযুক্ত, হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে তাঁহার বিস্তর ব্যয় হইত। তাহার পর, হরচন্দ্রের দয়ালু প্রকৃতি ও উদার স্বভাবও অনেক সময়ে তাঁহার আর্থিক কষ্টের কারণ হইয়া পড়িত। স্বয়ং অতি সামান্য ভাবে থাকিতেন, পরিচ্ছদের কোন পারিপাট্য তাঁহাতে দেখা যাইত না, সচরাচর একখানি গামছা তাঁহার স্কন্ধে থাকিত মাত্র। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র* বলেন, এইরূপ অবস্থায় হঠাৎ কোন দরিদ্র তাঁহার নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করিলে, তিনি সেই গামছা খানি পরিয়া কাপড়খানি ছাড়িয়া দিতেন।

উপজীবিকা মোক্তারী হইলেও হরচন্দ্র বড় ধর্ম্ম ভীরু ও সত্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন বলিয়া গুরুর প্রতি তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। নিম্ন লিখিত ঘটনায় পাঠকগণ এ বিষয়ের সুন্দর পরিচয় পাইবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হরচন্দ্রের পরদুঃখ কাতরতা ও মুক্ত হস্ততা হেতু অনেক সময় তাঁহাকে অর্থ কষ্টে পড়িতে হইত। তাঁহার এইরূপ এক সময়ে, কন্যাদায়-গ্রস্ত হইয়া, একদিন তাঁহার গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে দিন তাঁহার হাতে কিছুই নাই, এমন কি বাসায়

---

* বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র।

হাঁড়ি চড়া ভার। গুরুদেবকে দেখিয়া ও তাঁহার দায়ের কথা শুনিয়া হরচন্দ্রত ভাবিয়াই আকুল। গুরুদেবও অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। হরচন্দ্র গুরুদেবের বিষণ্ণভাব দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন এবং সেদিন গুরুদেবকে বাসায় অবস্থান করিতে বলিয়া বলিলেন, আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে আজ যাহা কিছু পাইব, সমস্তই আপনার কন্যার বিবাহে অর্পণ করিব। ঘটনাক্রমে সেই দিন এক জনের নিকট পাওনা তিন শত টাকা তাঁহার হস্তে আইসে, তিনি নিজ অনাটনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সন্ধ্যার সময় সমস্ত গুলি লইয়া গুরুর হস্তে অর্পণ করিলেন। গুরুদেবও ভাল লোক ছিলেন; হরচন্দ্র নিজের জন্য কিছু রাখিলেন না দেখিয়া, তিনি তাঁহার গুরু ভক্তি ও সত্য নিষ্ঠায় বড় প্রীত হইলেন ও নিজের প্রয়োজন মত এক শত টাকা মাত্র লইয়া, অনেক পীড়া পীড়ি করিয়া, অবশিষ্ট টাকা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। অপরের সাহায্য করিতে যাইয়া অনেক সময় তিনি এরূপ মুক্তহস্ত হইতেন যে, তাঁহার সেই সামান্য আয়ে কুলাইত না, অধিকন্তু কখন কখন তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইত। এই জন্য মৃত্যু কালে পুত্রের জন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বরং কিছু ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন ও সেই জন্য পিতার মৃত্যুর পর দ্বারকানাথকে কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

" Active doer, noble liver,
Strong to labour, sure to conquer."

——— Browning.

" The career of the boy usually foreshadows that of the man."

——— Boyhood of Great men.

বাল্যকাল।

তুলনা— বাল্য প্রকৃতি ও চাপল্য—পিতার আশা—পাঠশালার শিক্ষা—হুগলী ব্রাঞ্চস্কুল—প্রতিভার প্রথম পরিচয়—ক্লাস উঠার ঘটনা—জুনিয়র এবং সীনিয়র স্কলারসিপ্ লাভ—প্রশংসালাভ—লাইব্রেরী-মেডেল—গণিতে পাণ্ডিত্য—ইংরাজী ভাষা জ্ঞান—স্যর লুই জ্যাকসনের অভিপ্রায়—সেকালের ও একালের শিক্ষার অবস্থা—সুন্দর আবৃত্তি—স্মরণশক্তি—দ্রুতপাঠশক্তি—গুণগ্রাহিতা—বক্তৃতাপুস্তক পাঠানুরাগ—প্রকৃত মহত্ত্ব—বৃথা অভিমান—বন্ধুর প্রতি ব্যবহার—পাঠের সময়—ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—উপমা ও আক্ষেপ।

১২৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আগুনসী গ্রামে, দ্বারকানাথ জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমেই দেখান হইয়াছে পরিচয় দিবার উপযুক্ত কোন বিখ্যাত লোক দ্বারকানাথের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই। মহা যশস্বী দ্বারকানাথ নিজেই নিজ বংশের প্রথম পরিচয় স্থল। আর গুণ সম্বন্ধে স্বদেশের, বিদেশের কাহার সহিতই বা দ্বারকানাথের তুলনা দিব? পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত

যে কয়েক জন বিশেষ বিখ্যাত লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই আপন আপন কার্য্য, ক্ষমতা, গুণ ও দক্ষতা সম্বন্ধে নিজেই নিজের তুলনাস্থল—অপরের সহিত অতুলনীয়। একের সহিত অপরের কার্য্যের, ক্ষমতার ঠিক ঐক্য কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? এজন্য ইচ্ছাসত্বেও আমরা অপর কাহারও সহিত দ্বারকানাথের তুলনা করিলাম না। তাই বলি, কার্য্য, ক্ষমতা ও গুণে দ্বারকানাথ নিজেই নিজের তুলনা স্থল ছিলেন। দ্বারকানাথ স্বভাবতই উচ্চাভিলাষী, কার্য্যদক্ষ, মেধাবী, সত্যানুরাগী, নিরহঙ্কার, অনাথের বন্ধু ও আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন ছিলেন; এক কথায়, সামান্য অবস্থা হইতে বড় লোক হইতে হইলে যে সকল সদ্গুণ থাকা আবশ্যক, দ্বারকানাথের তাহার কোনটিরও অভাব ছিল না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাতে এই সকল সদ্গুণের বিকাশ হইয়াছিল, পাঠকগণ ক্রমে তাহার পরিচয় পাইবেন।

অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক লোক বাল্যকালে দুরন্তপ্রকৃতি থাকিয়া পরে বয়স্থ হইলে আপনা আপনি ভাল লোক হইয়া দাঁড়ান। অনেক বিখ্যাত ও মহাত্মা লোকের জীবনে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার অনেক লোক বাল্যকালে অতি সৎ, অতি নিরীহ থাকিয়া পরিণত বয়সে দুর্দ্দান্ত অসৎ প্রকৃতির লোক হইয়া পড়েন। দ্বারকানাথে এই পরিবর্ত্তন সুন্দররূপ লক্ষিত হয়। বাল্যকালে দ্বারকানাথ ভয়ানক দুরন্ত স্বভাবের বালক ছিলেন। গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে একজন 'ভয়ানক দুষ্ট ছেলে' বলিয়া জানিত, সেই দুষ্ট বালক যে, ভবিষ্যতে বাঙ্গালার গৌরবস্বরূপ হইবেন, দ্বারকানাথের বাল্য স্বভাব দেখিয়া কেহই তাহা স্বপ্নেও মনে করে নাই। অতি

শৈশবাবস্থায় দ্বারকানাথ বড় 'আবদারে ছেলে' ছিলেন। যখন যাহা করিবার বা লইবার জন্য জেদ্ ধরিতেন, তখন তাহার একশেষ না করিয়া ছাড়িতেন না, ইহাঁর আবদারের জন্য ইহাঁর পিতা মাতা প্রভৃতিকে সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইত। আবার স্ত্রীলোকদিগের নিকট এই দুষ্টামির কিছু বাড়াবাড়ি হইত। কিছু বড় হইলে ইহাঁর ভয়ে ইহাঁদের বাটীতে কেহ কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিতে সাহস করিত না। বিক্রয়ার্থ কেহ কোন দ্রব্য লইয়া ইহাঁদের বাটীতে আসিলে, ইনি তাহা কাড়িয়া হয় পুকুরের পাড়ে, না হয় গাছের উপর লুকাইয়া রাখিতেন, আর খাদ্যদ্রব্য হইলে তাহা উদরসাৎ করিয়া ফেলিতেন। দুরন্ত স্বভাবের জন্য পাড়াশুদ্ধ লোক, বিশেষত স্ত্রীলোকেরা ইহাঁকে অত্যন্ত ভয় করিত ও ইহাঁর দুষ্টামির হাত হইতে এড়াইবার নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্যাদির উত্তম অংশ ইহাঁকে প্রদান করিত। বড় হইয়া দ্বারকানাথ সাঁতার দেওয়া, গুলি-দাণ্ডা, কপাটি প্রভৃতি খেলায় নিপুণ হওয়ায় গ্রামের বালক দলের অগ্রগণ্য বা সর্দ্দার হইয়াছিলেন। হুগলী কলেজে পাঠ কালেও দ্বারকানাথের অনেক দুষ্টামির পরিচয় পাওয়া যায়, পরে তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

দ্বারকানাথের পিতার পূর্ব্বেই কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি সামান্য অবস্থার গৃহস্থ ছিলেন; মোক্তারি করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহাতে একপ্রকার সংসার নির্ব্বাহ হইলেও দ্বারকানাথ হরচন্দ্রের বড় আশাস্থল ছিলেন। বড় হইলে দ্বারকানাথ হইতে তাঁহার সংসারের সকল অভাব দূর হইবে, হরচন্দ্র অনেক সময় এই কথা বলিতেন ও এই জন্য যত্নের সহিত দ্বারকানাথকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার ভাগ্যে

এ সুখ ঘটিয়া উঠে নাই। প্রতি বৎসর তাঁহাদের বাটীতে শারদীয় উৎসব হইত। এক বৎসর পূজার সময় তাঁহারা হুগলী হইতে নৌকাযোগে বাটী আসিতেছিলেন। নৌকায় হরচন্দ্রের সহিত দ্বারকানাথ, দ্বারকানাথের আর দুই ভ্রাতা, দুই ভগিনী এবং ইহাঁর খুড়ার এক পুত্র ছিলেন। অমাবস্যার রাত্রিতে, মাজিদের অসাবধানতায় বাণের মুখে পড়িয়া কলিকাতার হাটখোলার ঘাটের নিকট নৌকা ডুবি হয়। হরচন্দ্র, দ্বারকানাথও তাঁহার পিতৃব্য পুত্র বহু কষ্টে প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হয়েন। তদ্ব্যতীত আর সকলেই মারা যান। এই শোচনীয় ঘটনায় হরচন্দ্র দারুণ শোকে অল্পদিন মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন, সুতরাং পুত্রের সৌভাগ্য দর্শন তাঁহার ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠিল না। পিতার মৃত্যুকালে দ্বারকানাথের বয়স ষোল সতর বৎসর হইয়াছিল।

কিছু দুরন্ত স্বভাবের বালক হইলেও পড়া শুনায় দ্বারকানাথ কখন অবহেলা করিতেন না। চারি বৎসর বয়সের সময় দ্বারকানাথ বেশ পড়িতে পারিতেন, এই বয়সেই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যে সকল পাঠ অন্যান্য বালকেরা অভ্যাস করিতে পারিত না, দ্বারকানাথ অল্প সময় মধ্যে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন। শুভঙ্করের অঙ্ক প্রভৃতি যাহা ইহাঁকে একবার বুঝাইয়া দেওয়া হইত, ইনি আর তাহা ভুলিতেন না। নামতা হইতে আরম্ভ করিয়া, মাস মাহিনা, বৎসর মাহিনা, সের কষা, মন কষা, সুদ কষা, কাঠাকালি, নৌকাকালি, পত্রাদি লিখিবার প্রণালী এবং জমিদারী সেরেস্তার কাগজ প্রভৃতি গুরু মহাশয়ের নিকট যাহা কিছু শিখিতে হয়, তৎসমুদায়ে দ্বারকানাথ বিশেষ পারদর্শী হইয়া ছিলেন। চারি

বৎসর বয়সে পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া সাঁত বৎসর বয়সের মধ্যে দ্বারকানাথ বাঙ্গালায় একজন পাকা মুহুরির ন্যায় হইয়া পড়েন। এখনকার বালকদিগের মধ্যে হস্ত লিপির প্রতি অনেকের বড় মনোযোগ কম; হাতের লেখা সুন্দর করিবার পক্ষে ইহাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। লেখা বেশ পরিষ্কার হইত।

এই বার আমরা দ্বারকানাথের প্রতিভা ও স্মরণ শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

সাত বৎসর সময়ে, পাঠশালা ছাড়াইয়া, হরচন্দ্র নিজ কর্ম্মস্থল হুগলীতে, দ্বারকানাথকে লইয়া গিয়া, প্রথমে তথাকার ব্রাঞ্চ স্কুলে, ভর্ত্তি করিয়া দেন। প্রথম বৎসর কয়েক ব্রাঞ্চস্কুলে পড়িয়া দ্বারকানাথ পরে কলেজিয়েট স্কুলে আসিয়া প্রবিষ্ট হয়েন। দ্বারকানাথ এরূপ মেধাবী বালক ছিলেন যে ছয় বৎসরের মধ্যে, স্কুলের নিম্নশ্রেণীর সমস্ত পাঠ শেষ করিয়া, তের বৎসর বয়সের সময়, হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। এইস্থলে দ্বারকানাথের পাঠ্যাবস্থার দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাউক।

হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে পাঠ কালে, দ্বারকানাথ এত শীঘ্র শীঘ্র ক্লাস উঠিতে লাগিলেন যে, তের বৎসর বয়সের সময় যখন ইহাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠাইয়া দেওয়া হয়, সেই সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক গ্রেব্‌স সাহেব অন্যান্য ছাত্রকে উঠাইয়া দিয়া, এই বলিয়া ইহাঁকে নিরস্ত করিলেন যে "তোমার অত্যন্ত অল্প বয়স, তুমি এত অল্প বয়সে এত উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করিতে সক্ষম হইবে না।" এই বাক্যে হতাশ হওয়ায় ক্রোধ ও অপমানে দ্বারকানাথের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু শিক্ষকের

আস্তার প্রতিবাদ করা নিষ্ফল বুঝিয়া, দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলেন। সুবিখ্যাত কাপ্তেন রিচার্ডসন এই সময় হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি দূর হইতে এই ঘটনা দেখিয়া দ্বারকানাথকে উঠাইয়া দিলেন।

· চৌদ্দ বৎসর বয়ক্রমে জুনিয়র স্কলারসিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বারকানাথ দুইবৎসরের নিমিত্ত মাসিক আট টাকা করিয়া বৃত্তি লাভ করেন ও কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ সালে দ্বারকানাথ কলেজের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাণী কাত্যায়নী প্রদত্ত মাসিক আঠার টাকার এক বৃত্তি লাভ করেন ও ইহার পর বৎসর সীনিয়র স্কলারসিপ্ পরীক্ষায় (এই পরীক্ষা এক্ষণকার ফাষ্ট আর্টস্ পরীক্ষার সমতুল্য) উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করিয়া মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই রূপে তিনি ক্রমান্বয়ে কয়েকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনবার বৃত্তি লাভ করেন।

১৮৫১ সালে দ্বারকানাথ পরীক্ষায় বাঙ্গালার সমুদায় কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করিয়া উচ্চতম ছাত্র বৃত্তি (মাসিক চল্লিশ টাকা) লাভ করেন। এই পরীক্ষায় দ্বারকানাথ এরূপ যোগ্যতার পরিচয় দেন যে, তৎকালিক হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেব এবং অধ্যাপক রবার্ট থোয়েট্স্, ইহাঁর বিশেষ প্রশংসা করেন বিশেষত অধ্যাপক থোয়েট্স্ দ্বারকানাথের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তির এতদূর পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, যে প্রশংসা কালে ইহাঁকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'দলের মধ্যে ক্ষুদ্র হইলেও যোগ্যতায় তুমি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' দ্বারকানাথ বয়সে যেরূপ সকলের অপেক্ষা ছোট ছিলেন, দেখিতেও সেইরূপ সকলের অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় ছিলেন।

১৮৫২ সালে দ্বারকানাথ কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। ১৮৫৩ সালের পরীক্ষায় দ্বারকানাথ পুনরায় চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এই পরীক্ষায় ইহাঁর ইতিহাস ও রচনার উত্তর সকল এরূপ সারগর্ভ ও অকাট্য যুক্তি পূর্ণ ছিল ও ইহাঁর ইংরাজী এরূপ সুন্দর এবং পরিশুদ্ধ হইয়াছিল যে, অন্যান্য কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের কাগজের সহিত ইহাঁর ও পরীক্ষার কাগজ ছাপাইয়া প্রচার করা হয়। এই পরীক্ষায় দ্বারকানাথ মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি ভিন্ন উৎকৃষ্ট ইংরাজী রচনার নিমিত্ত হুগলীর কলেক্টর ডেবিড মণির স্বর্ণ পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পর বৎসর (১৮৫৪ সালে) দ্বারকানাথ পুনরায় চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভের অপর এক পরীক্ষা প্রদান করেন। এই পরীক্ষাতে ও প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় বিবি মণি প্রদত্ত অপর এক স্বর্ণ পদক লাভ করেন। এই রূপে ক্রমাগত বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করায়, এই সময় দ্বারকানাথের যশে হুগলী কলেজ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। কিন্তু ইহাতেও দ্বারকানাথ পরিতৃপ্ত না হইয়া লাইব্রেরী মেডেল লাভের নিমিত্ত পুনরায় পরীক্ষা-দান করেন। এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে দ্বারকানাথ সকলের অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু পরীক্ষায় সকলের উচ্চ স্থান লাভ করেন। ইহাঁর পরীক্ষার কাগজ সকল সকলের অপেক্ষা ভাল হইয়াছিল বলিয়া ১৮৫৪-৫৫ সালের শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক বিজ্ঞাপনীতে শিক্ষা সমিতি (Education Council) কর্ত্তৃক তাহা প্রকাশ করা হয়। এতদ্ভিন্ন তৎকালিক হিন্দু কলেজের অধ্যাপক বিখ্যাত পণ্ডিত কাপ্তেন রিচার্ডসন, ইহাঁর ইতিহাস ও রচনার কাগজ তাঁহার

সম্পাদিত লিটররী গেজেট নামক পত্রিকায় ছাপাইয়া যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

সাহিত্য বিষয়ে দ্বারকানাথ যেরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন, গণিতবিদ্যায়ও ইনি সেই রূপ পারদর্শী ছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইঁহার ন্যায়, গণিতানুরাগী ও গণিতে সুপণ্ডিত অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। হুগলী কলেজের অধ্যাপক থোয়েট্‌স্ সাহেব দ্বারকানাথের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন, "আমি দেখ্‌ছি বাঙ্গালীর মধ্যে কেবল একমাত্র তোমার মৌলিকতা (originality) আছে।" কলেজের অন্যান্য ছাত্রদিগের ন্যায় দ্বারকানাথ অপরের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অবলম্বন না করিয়া, নিজ উদ্ভাবিত কষিবার নূতন প্রণালীতে অঙ্ক কষিতেন বলিয়া থোয়েট্‌স্ এই কথা বলিয়াছিলেন।

অঙ্কশাস্ত্রে দ্বারকানাথের এতদূর অনুরাগ ছিল যে, বিচার পতি হইয়া ইনি কথায় কথায় জনৈক সাহিত্য ব্যবসায়ী ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, 'আমাদের আর এখন কাব্য অলঙ্কার ইত্যাদির চর্চ্চায় কিছু হবে না, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য কিছু দিন ধরে কেবল গণিতের কঠিন প্রস্তরে (Hard rock of Mathematics) মুখ ঘষ্‌ড়াতে হবে।

অল্প বয়সেই ইংরাজী ভাষায় দ্বারকানাথের বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছিল; এজন্য ইংরাজী রচনায় অধ্যাপকদিগের নিকট খুব প্রশংসা লাভ করিতেন। আজকাল স্কুল কলেজ হইতে রচনা লেখার নিয়ম এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়, কিন্তু পূর্ব্বে রচনা লেখার প্রতি শিক্ষকদিগের এরূপ অনাদর ছিল না। রচনা লেখা দ্বারা যে চিন্তা শক্তি প্রখর

হয়, বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হয়, মনের একাগ্রতা জন্মে ও এই সকলের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা এবং ব্যাকরণে উত্তম রূপ ব্যুৎপত্তি লাভ হয়, এক্ষণকার অনেক শিক্ষক মুখে এই সকল স্বীকার করিয়াও, কার্য্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। দ্বারকানাথ, বাল্যকাল হইতে রচনা লেখায় অনুরাগ থাকা প্রযুক্ত, ইংরাজী ভাষায় ও সুন্দর যুক্তি প্রদর্শনে, এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে, কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেব শত মুখে এই জন্য ইঁহার প্রশংসা করিতেন। উত্তরকালে দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর বিখ্যাত বাঙ্গালী নিন্দুক, বাঙ্গালী বিদ্বেষী ও মূর্ত্তিমান অহঙ্কাররূপী জজ স্যর লুই জ্যাকসনও দ্বারকানাথের ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞতার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী জাতির কেমন অদৃষ্টের দোষ, অধিকাংশ ইংরাজই বাঙ্গালী জাতিকে বিষ নয়নে—বিদ্বেষ চক্ষে দৃষ্টি করিয়া থাকেন; বাঙ্গালীর প্রত্যেক কার্য্যেই ইঁহারা একটা না একটা দোষ দেখিতে পান। এ অধম জাতি যে কোন প্রকার গুণ-সম্পন্ন হইতে পারে, এই সকল মহাপুরুষেরা তাহা স্বীকার করিতে বড় কুণ্ঠিত। ইঁহাদিগেরই অনুগ্রহে "Baboo English" কথাটার সৃষ্টি; বাঙ্গালীর কলম হইতে যে নিখুঁত ইংরাজী বাহির হইতে পারে, এ কথাটা স্বীকার করিতে ইঁহাদিগের প্রাণে বড় কষ্ট বোধ হয়। বিচারপতি লুই জ্যাকসন এক জন এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ইনি স্পষ্টতই বাঙ্গালীদিগকে বিদ্বেষ চক্ষে দেখিতেন ও সুবিধা পাইলেই নিন্দা করিতে ছাড়িতেন না। তাহার উপর ইঁহার মেজাজটা কিছু গরম এবং আপনাকে বিশেষ গুণালঙ্কৃত জানিতেন বলিয়া অহঙ্কারটা কিছু অধিক মাত্রায় ছিল। কিন্তু এ হেন অশেষ

গুণ সম্পন্ন স্যর লুই জ্যাকসনকেও দ্বারকানাথের ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞতার সুখ্যাতি করিয়া বলিতে হইয়াছিল "Amongst his more brilliant qualities, was his surprising command of the English language; the readiness, precision and force with which he used that language, are not common even among those who speak it as their mother tongue, and were the theme of constant admiration."*

এরূপ একজন মহাপুরুষের মুখ হইতে এতাদৃশ উচ্চ প্রশংসাটা বাহির হওয়া বড় সামান্য গৌরবের কথা নহে।

কিন্তু প্রশংসাটা অন্যায় বা অতিরিক্ত হয় নাই।

দ্বারকানাথ সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন। তাঁহার বাল্যকালের কয়েকটি রচনা, পজিটিবিজম্ সম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় সম্বলিত কয়েকখানি পত্রাকারে প্রবন্ধ এবং হাইকোর্টের বিচারের কতকগুলি রায়, এই সকল দ্বারা তাঁহার ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা সহজ ও পরিষ্কার, এবং লেখা সসার ও যুক্তি পূর্ণ ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষোত্তীর্ণ এই উভয় দলের মধ্যে, পূর্ব্ববর্ত্তীগণ ইংরাজীতে যে সমধিক ব্যুৎপন্ন হইতেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে অলঙ্কৃত, তাঁহাদিগের মধ্যে শতকরা দুই জনও বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিতে পারেন কিনা সন্দেহের বিষয়। দুই ছত্র নির্দ্দোষ ইংরাজী

* *Englishman*, 3rd March 1874.

লিখিতে হইলে, ইহাঁরা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন। দুই ছত্র লিখিতে গিয়া বিশ ছত্র কাটিয়া বসেন। কিন্তু এজন্য ইহাঁদিগকে নিতান্ত দোষী বলা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী এবং শিক্ষক মহাশয়গণও এই সঙ্গে কতকটা দোষী বলিয়া বোধ হয়। সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম—বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর দোষ সম্বন্ধে আমরা নিজে কিছু না বলিয়া নেসন্ পত্রের সম্পাদক বিখ্যাত চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ঘোষ তাঁহার "Kristo Dass Pal—A Study" নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল;—"The Calcutta University has not produced any men who, in point of literary or historical knowledge or powers of writing, could be compared to the best products of the old system. Not *thoroughness* but *shallowness* is the word inscribed on the portals of our University; and it is a matter for national congratulation that men like Kristo Dass Pal and Dwarka Nath Mitter had never any occasion to enter those portals." নগেন্দ্রবাবু নিজে একজন শিক্ষা বিভাগ সংস্পৃষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow); সুতরাং ইহাঁর এই কথার মূলে যে যথেষ্ট সত্য আছে তাহার সন্দেহ নাই, এবং ইহার উপর আর আমাদিগের এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যক করে না।

বস্তুত পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ছাত্রদিগকে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা অতি বিশদ ভাবে, সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া হইত। এক্ষণে ঠিক ইহার বিপরীত ভাব দাঁড়াইয়াছে। রাশিকৃত পুস্তক মুখস্থ করাইয়া কোনরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিতে পারিলেই, এক্ষণকার শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ আপনাদিগের কর্ত্তব্য পালন হইল বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বে এই অদ্ভুত নিয়মে শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইত না। পূর্ব্বে উপযুক্ত কৃতবিদ্য ছাত্র প্রস্তুত করাই শিক্ষা সমাজের কার্য্য ছিল; প্রাচীন হিন্দু কলেজ প্রভৃতির অনেক বিখ্যাত ছাত্র তাহার সাক্ষ্য স্থল। কিন্তু এক্ষণকার ভাসা ভাসা (shallow) শিক্ষা দানের ফল স্বরূপ প্রতি বৎসর যে অসংখ্য ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়োত্তীর্ণ হইতেছেন, ইহাঁদিগের মধ্যে কয়জন পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সহিত প্রতিযোগীতায় দাঁড়াইতে সক্ষম হয়েন, আর পূর্ব্বের ন্যায় কয়জন বা নামোল্লেখোপযোগী দৃষ্ট হয়? বস্তুত পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের তুলনায় ইহাঁদিগের শিক্ষা অনেকাংশে হীন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর পর শিক্ষাদাতাগণও কিঞ্চিৎ দোষী। শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তনের সহিত শিক্ষকদিগেরও ভাবের কতকটা পরিবর্ত্তন দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বকার শিক্ষকেরা ছাত্রদিগের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন, ছাত্রদিগের সুশিক্ষার নিমিত্ত নিঃস্বার্থভাবে সবিশেষ যত্ন করিতেন ও তাহাদিগকে বিলক্ষণ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু এক্ষণে ঠিক ইহার বিপরীত ভাব দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে ছাত্র এবং শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে এরূপ একটা ব্যবধান দাঁড়াইয়াছে যাহার ফল স্বরূপ এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে আর পূর্ব্বকার সে

সদ্ভাব, সহানুভূতি বড় দৃষ্টিগোচর হয় না। এক্ষণকার প্রায় সকল শিক্ষকই তাঁহাদিগের ছাত্রদিগকে যাহা কিছু শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা যেন নিতান্ত কর্ত্তব্যের অনুরোধে—না করিলে নয় বলিয়া। আবার ইংরাজ শিক্ষকদিগের মধ্যে অনেকের মেজাজটা সিবিলিয়ানদিগের মত,—ছাত্রদিগকে বিলক্ষণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ চক্ষে দেখিয়া থাকেন, অনেকে আপন ছাত্রদিগের নাম পর্য্যন্ত জানেন না, মুখ পর্য্যন্তও চিনেন না। এরূপ অবস্থায় তিনি ছাত্রদিগের সুশিক্ষার নিমিত্ত কত দূর যত্নবান হইতে পারেন, তাহা সকলে বুঝিয়া লউন। সে কালের কাপ্তেন রিচার্ডসন, হারম্যান জেফ্রয়, কার ও থোয়েট্‌স আর একালে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক যুবা বাঙ্গালী শিক্ষকেরও আজ কাল এই সাহেবী রোগ দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দোষী এক্ষণকার ছাত্রগণ। এ দেশের ছাত্রদিগের সহিত ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ছাত্রদিগের প্রভেদ এই যে, ইহাদিগের যে সময়ে শিক্ষা সমাপ্ত হয় তাহাদিগের সেই সময়ে প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর গৃহে স্বেচ্ছানুক্রমে বিবিধ সুপাঠ্য গ্রন্থের অনুশীলনই তাহাদিগের বিদ্যোন্নতির মূল। কিন্তু আমাদিগের দেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির সহিত বিদ্যাচর্চ্চা এক প্রকার শেষ হয়; তবে যাঁহাদিগের বিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ, তাঁহারাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক কদাচিৎ দুই চারি খান পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত অনুশীলন (study) করিয়া থাকেন এরূপ লোকের সংখ্যা বড় কম।

অনুশীলন ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে সম্যক পাণ্ডিত্য লাভে সক্ষম হওয়া যায় না। কোন ভাষাতে সুশিক্ষিত হইতে হইলে,

বিশুদ্ধরূপে সেই ভাষা ব্যবহার করিতে হইলে, গৃহে তাহার রীতিমত আলোচনা আবশ্যক। ইংলণ্ড প্রত্যাগতদিগের কথা পরিত্যাগ করিয়া, এ দেশের যাঁহারা ইংরাজীতে প্রকৃত কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, যাঁহারা বিশুদ্ধ ইংরাজী লেখা ও বিশুদ্ধ ভাবে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার জন্য বিখ্যাত, অনুসন্ধান করিলে অনেকেই জানিতে পারিবেন, তাঁহারা সকলে বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব ত্যাগের পর, বিশেষ যত্নের সহিত গৃহে ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছেন ও সেই জন্য তাঁহারা ইংরাজীতে সবিশেষ পাণ্ডিত্য লাভে সক্ষম হইয়াছেন। পরিচয় স্বরূপ রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেঃ লালবিহারী দে, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান কয়েক-জনের নামোল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

দ্বারকানাথের পাঠানুরাগ কীদৃশ ছিল পাঠকগণ পরে তাহার পরিচয় পাইবেন, এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি, তাঁহার ন্যায় পাঠানুরাগী লোক অতি বিরল, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার এই অনুরাগ জন্মায়। এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বকার শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইলেও আত্মোন্নতির জন্য যাহা কিছু প্রশংসা তাহা দ্বারকানাথের নিজের প্রাপ্য এবং তাহা এই অনুরাগের ফল। দ্বারকানাথ যে বয়সে সিনিয়র স্কলরসিপ্ পরীক্ষা প্রদান করেন, আজ কাল কেহ কেহ সেই বয়সে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন বটে, কিন্তু তাহা কেবল মুখস্থ বিদ্যার বলে; ইহাঁদিগের মধ্যে কয়জন এ বয়সে তাঁহার ন্যায় সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারেন?

হস্তাক্ষর সুন্দর করিতে চেষ্টা করা ও ভালরূপ রচনা লিখিতে অভ্যাস করা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের যেরূপ কর্ত্তব্য, সুস্পষ্টরূপে ও ভাবযুক্ত আবৃত্তির সহিত পাঠ করিতে শিক্ষা করা ইহাঁদিগের সেইরূপ আবশ্যক। অনেক ছাত্রকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের উচ্চারণ অতি কদর্য্য ও অস্পষ্ট, দুই ছত্র পরিষ্কাররূপে আবৃত্তি করিয়া পড়িতে হইলে তাহারা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া পড়ে। অন্যান্য স্বাভাবিক সদ্‌গুণের সহিত দ্বারকানাথের পাঠকালে আবৃত্তিওবড় সুন্দর হইত। একবার শিক্ষা সমিতির সভাপতি স্যার ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব হুগলী কলেজ পরিদর্শন করিতে যাইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া দ্বারকানাথের এই আবৃত্তি শুনিয়াছিলেন। হুগলী কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ক্লিন্ট সাহেবও একবার দ্বারকানাথের পাঠ শুনিয়া প্রশংসা ও ইহাঁর সম্বন্ধে খুব উচ্চ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বড়লোক হইতে হইলে বা কাজের লোক হইতে হইলে মনুষ্যের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, স্মরণশক্তি তাহার মধ্যে একটি সর্ব্বপ্রধান। শঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীহর্ষ হইতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, লর্ড মেকলে এবং দ্বারকানাথ পর্য্যন্ত যাঁহারা জগতে প্রতিভাশালী বলিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই স্মরণ শক্তি বিশেষ প্রখর ছিল। দ্বারকানাথ কিরূপ আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তি বিশিষ্ট ছিলেন এস্থলে তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। ছাত্রাবস্থায় দ্বারকানাথ ইতিহাস পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন; তৎকাল প্রচলিত সমস্ত ইতিহাস ইনি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। এই সময় কলেজের লাইব্রেরীতে

এলিসন কৃত ইউরোপের ইতিহাস * এক সেট্ আনান হয়। দ্বারকানাথ লাইব্রেরীয়ান যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট হইতে প্রত্যহ এক খণ্ড করিয়া ইতিহাস চাহিয়া লইয়া পর দিবস ফিরাইয়া দিতেন। এই রূপে পনর দিনের মধ্যে সমস্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়া ফেলেন। এক দিন জনৈক সহপাঠী, পুস্তক ফিরাইয়া দিবার সময়, পরিহাস করিয়া বলেন, "তুমি বই পড়, না কেবল লোক দেখাবার জন্য প্রত্যহ এক'খান করিয়া লইয়া যাও।" দ্বারকানাথ এই পরিহাস বাক্যে বন্ধুকে যদৃচ্ছাক্রমে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করায় যজ্ঞেশ্বর বাবু একে একে প্রত্যেক খণ্ড হইতে বাছিয়া বাছিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; আর দ্বারকানাথ প্রত্যেক প্রশ্নের কেবল উত্তর দান করিলেন এমন নহে, পুস্তকের যে অংশটি যেরূপ পড়িয়াছিলেন, অবিকল সেই রূপ মুখস্থ বলিতে লাগিলেন। আর একবার একদিন প্রাতঃকালে বসিয়া দ্বারকানাথ গিবন কৃত রোমরাজ্য পতনের ইতিহাস † একখণ্ড হস্তে লইয়া দ্রুতগতিতে পাতা উল্‌টাইয়া পড়িতেছিলেন; নিকটে আর একজন সহপাঠী বন্ধু বসিয়া পাঠ অভ্যাস করিতে ছিলেন। তিনি ক্রমাগত পুস্তকের পাত উল্‌টাইতে দেখিয়া দ্বারকানাথ পড়িতেছেন, না কেবল পাতা উল্‌টাইয়া যাইতেছেন

**Alison's History of Europe*, 12 vols.; Continuation volumes 8. Each volume contains about 350 pages. The whole work contains 4470+3174=7644 pages.

† *Gibbon's Decline and Fall of Roman Empire*, 7 vols. Each vol. consisting of 550 pages. The total pages numbering 3787.

জিজ্ঞাসা করায়, দ্বারকানাথ সহাস্য বদনে বন্ধুর হস্তে পুস্তক খানি অর্পণ করিয়া, তাঁহাকে যে কোন স্থান হইতে প্রশ্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। বন্ধু কঠিন কঠিন অংশ প্রশ্ন করিয়া দেখিলেন, দ্বারকানাথ জ্ঞাতব্য সকল অংশ উত্তম রূপ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন।

দ্বারকানাথের স্মরণ শক্তি সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনিতে পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে এস্থলে ইহাঁর জনৈক আত্মীয় মহিলার কথিত একটি বিবরণ দেওয়া গেল। এক বৎসর পূজার চণ্ডী পাঠের সময় দ্বারকানাথ বসিয়া আগা গোড়া পাঠ শুনিতেছিলেন, পাঠ সমাপ্ত হইলে পর বাটির ভিতর যাইয়া তথায় স্ত্রীলোকদিগের নিকট সেই পাঠ আগা গোড়া মুখস্থ বলিয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন। রাজা দিগম্বর মিত্রের সহিত দ্বারকানাথের যখন প্রথম আলাপ হয়, তখন তিনি দ্বারকানাথের সহিত কথা বার্ত্তায় ইহাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, ইহাকে দ্বিতীয় গিবন বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের অন্যান্য সদ্গুণের মধ্যে, গুণশালী ব্যক্তি-দিগের (কি মৃত কি জীবিত) প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এক জন স্বনামখ্যাত অসাধারণ লোক ছিলেন বলিয়া ইনি তাঁহার প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। দ্বারকানাথ শতমুখে নেপোলিয়নের প্রতিভার প্রশংসা করিতেন,— নেপো-লিয়নের কথা উঠিলে দ্বারকানাথের মুখে তাঁহার প্রশংসা ধরিত না। দ্বারকানাথ নেপোলিয়নকে এত দূর সম্মান করিতেন

যে তাঁহার সৌভাগ্যের অবস্থায় নেপোলিয়নের এক খানি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়া নিজ পাঠ গৃহে রাখিয়া দিয়াছিলেন। কবিদিগের মধ্যে দ্বারকানাথ শেলি এবং স্কচ কবি রবার্ট বরণের বড় অনুরাগী ছিলেন। ইহাঁদিগের লিখিত কবিতা সকল ইহাঁর এতদূর প্রিয় ছিল যে, সে গুলি প্রায় সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র, কাশীদাস প্রভৃতি দেশীয় কবিদিগের লিখিত পুস্তক সকল, যাহা বটতলার পুস্তক বলিয়া ইংরাজীনবীসগণ স্পর্শ করিতে অপমান বোধ করিয়া থাকেন, মহামতি দ্বারকানাথ সে সকলের প্রতিও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতেন না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় আমাদের ইংরাজী শিক্ষিতগণের বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করা দূরে থাকুক, তাহা স্পর্শ করাও লজ্জার কথা ছিল, সুতরাং এরূপ অবস্থায় দ্বারকানাথের ইংরাজীতে সবিশেষ কৃতবিদ্য হইয়া বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ একটা সাহস ও মহত্ত্বের পরিচয় সন্দেহ নাই।

দ্বারকানাথ সেক্সপিয়রের বড় গুণগ্রাহী ছিলেন, তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন; তাঁহার সমস্ত নাটক গুলিই অত্যন্ত যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ বড় একটা গল্প প্রিয় না হইলেও স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস, গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতেন। সকলের অপেক্ষা দ্বারকানাথের বেশী অনুরাগ ছিল বক্তৃতা পুস্তক পাঠে। বক্তৃতা পুস্তক পাঠ করিতে দ্বারকানাথ সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহাঁর সময় পর্য্যন্ত যত প্রকার ইংরাজী বক্তৃতা পুস্তক বাহির হইয়াছিল, ইনি

তাহার প্রায় সকল গুলিই পাঠ করিয়াছিলেন। ওকালতী কালে হাইকোর্টে দ্বারকানাথ যে অসাধারণ বাগ্মীতা শক্তির পরিচয় প্রদান করেন, সিসিরো, ডিমস্থিনিস্, বর্ক প্রভৃতি শত শত সুবক্তা গণের প্রদত্ত বক্তৃতাপাঠ তাহার অন্যতম কারণ।

বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে, যে কোন কারণেই হউক শারীরিক শক্তি যে পরিমাণে হ্রাস হইতেছে, মানসিক দুর্ব্বলতাও সেই পরিমাণে বাড়িতেছে। দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে যাইলে অনেকে বিরক্ত হইতে পারেন, এজন্য তাহা দেখাইব না। কিন্তু এই শারীরিক শক্তির অভাবে বাঙ্গালী জাতি এক দিকে দিন দিন যেরূপ শান্ত শিষ্ট নিরীহ বলিয়া পরিচিত হইতেছে, অপরদিকে মানসিক দুর্ব্বলতার ফলে ইহাদিগের মনের স্বাধীন তেজস্বী ভাব-টুকু লোপ পাইয়া যাইতেছে, এইজন্য অনেক বাঙ্গালার মন অভিমান ও ক্রোধ পূর্ণ হইলেও আত্মসম্মান বোধ রহিত। দ্বারকানাথ বালস্বভাব সুলভ কিছু দুরন্ত প্রকৃতি হইলেও স্বাভাবিক দুষ্ট বালক ছিলেন না, কিছু অভিমানী হইলেও ইহাঁর মন বড় সরল স্বাধীন ভাবাপন্ন ছিল। এই অভিমানের ভিতর আত্মমর্য্যাদার জ্বলন্ত পরিচয় পাওয়া যাইত, আর আত্ম-মর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই সেরূপ অভিমানী হইয়া থাকেন ও হওয়া সম্ভব। বাল্যকাল হইতে দ্বারকানাথ স্বাধীন প্রকৃতির অভিমানী বালক ছিলেন বলিয়া, কিছু স্পষ্টবক্তা হইয়া পড়িয়া ছিলেন। হুগলী কলেজে ব্রেন্যাণ্ট নামক একজন সাহেব শিক্ষক ছিলেন, তিনি যে যে শ্রেণীতে পড়াইতেন, সেই সেই শ্রেণীতে তাঁহার কতক গুলি করিয়া আদরের ছাত্র (pet boy) ছিল।

সাহেব ক্লাসে পড়াইতে আসিয়া অপর সকল ছাত্রকে কিছু বলুন বা না বলুন তাঁহার সেই কয়েকটি প্রিয় ছাত্রের প্রতি তিনি বিলক্ষণ তর্জ্জন গর্জ্জন ও তাহাদিগকে সর্ব্বদা তিরস্কার করিতেন। দ্বারকানাথ ব্রেন্যাণ্টের এই প্রকার একজন প্রিয় বালক ছিলেন । একদিন সাহেব ইহাঁকে ক্ষেত্রতত্ত্বের কোন প্রতিজ্ঞা কষিতে দেওয়ায়, ইনি দুই এক স্থলে পুস্তকের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া, নিজের কথায় তাহা বুঝাইতে লাগিলেন। নিজের কথা দ্বারা প্রতিজ্ঞা বুঝাইতে যাওয়ায় সাহেব বিরক্ত হইয়া পুস্তকের কথায় ইহাঁকে বুঝাইতে আজ্ঞা করেন। দ্বারকানাথ, তাঁহার আজ্ঞায় কর্ণপাত না করিয়া, পুনরায় নিজ মতানুযায়ী বুঝাইতে লাগিলেন। ব্রেন্যাণ্ট্ দ্বারকানাথের এই অবাধ্যতা দর্শনে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলে, ইনি তাঁহার ব্যবহারে অপমান বোধ করিয়া, উচিত প্রত্যুত্তরের সহিত, হস্তস্থিত খড়ি ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সদর্পে নিজ স্থানে গিয়া বসিলেন। ব্রেন্যাণ্ট দ্বারকানাথের এই সতেজ ব্যবহারে নির্ব্বাক ও বিস্মিত হইয়া রহিলেন। আমরা বলিয়াছি দ্বারকানাথ এই প্রকার অভিমানী হইলেও অন্যান্য বালকদিগের ন্যায় দুষ্ট প্রকৃতি ছিলেন না। কিয়ৎ ক্ষণ পরে নিজ অবাধ্যতার জন্য দুঃখিত হইয়া শিক্ষকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সাহেবও প্রসন্নমনে ক্ষমা করিলেন। আমরা পরে দ্বারকানাথের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের আরও দুই একটি পরিচয় দিব। এই সঙ্গে বলা উচিত, প্রায় অনেক শিক্ষকেরই এই ভয়ানক রোগ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা কোন প্রকার মুখস্থ পাঠে ছাত্রদিগের মুখ হইতে

অবিকল পুস্তকের কথা গুলি না শুনিতে পাইলে ব্রেন্যান্টের ন্যায় একবারে চটিয়া উঠেন, ইহা তাঁহাদিগের অসহ্য বোধ হয়! কিন্তু তাঁহারা দেখেন না যে, তাঁহাদের এই প্রকার শিক্ষার দোষে কত বালকের স্ফুটনোন্মুখ বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত না হইয়া চিরকালের মত নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

সচরাচর মনুষ্য সমাজে এই দুই শ্রেণীর লোকের সহিত অনেক সময় অনেককে মিশিতে হয়। এক শ্রেণী, সামাজিক লোক। ইহাঁরা মুখে বিলক্ষণ অমায়িক ও শিষ্টাচারী, সৌজন্যের আদর্শ স্বরূপ। ইহাঁদের সহিত কেহ কোন প্রয়োজনে আলাপ করিতে গেলে, ইহাঁরা তাহাকে সৌজন্যে মহা আপ্যায়িত করেন। দুঃখের বিষয়, এই সকল সামাজিক মহাত্মাদিগের অনেক সময় মুখের সহিত অন্তরের মিল থাকে না। প্রকৃত সরলতা কাহাকে বলে, ইহাঁরা তাহা হয় ত জানেন না, বাহ্য আড়ম্বর প্রায়ই ইহাঁদের জীবন সর্ব্বস্ব। ইংরাজদিগের কৃত্রিম শিষ্টাচারের (etiquette) অনুকরণে এই কপট ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষত, এক্ষণকার সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ বাঙ্গালীদের মধ্যে এরূপ লোক অতি বিরল যাঁহাদিগের মধ্যে এই দুর্নীতি প্রশ্রয় না পাইতেছে। ইহাঁদিগকে এক কথায় "দ্বিভাঁজ" স্বভাবের (duplicate character) লোক বলা যাইতে পারে। যদি ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করা না হইত, তাহা হইলে এই শ্রেণীর অন্তর্গত অনেক বিশিষ্ট গণ্য মান্য লোককে ধরিয়া দেওয়া যাইতে পারিত।

অপর শ্রেণী। ইহাঁদিগের শিষ্টাচারের বাহ্য পারিপাট্য তত জমকাল না হইলেও ইহাঁদিগের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দৃষ্ট

হয়, ইহাঁরা বাহ্য আড়ম্বরের তত ভক্ত নহেন। প্রথম শ্রেণীর লোকগণ মুখে দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার প্রভৃতি নিস্বার্থতার অনেক পরিচয় দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কাজের সময় তাঁহাদিগকে বড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকগণ মুখে এই প্রকার সহৃদয়তার পরিচয় দান না করিলেও অন্তরের সহিত তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন। দ্বারকানাথ এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। ইহাঁর বাহ্য ভাব সকল তত সুমার্জ্জিত না থাকিলেও, ইহাঁর অন্তর দয়া ও সরলতায় পূর্ণ ছিল। ইনি স্পষ্টই বলিতেন, লোক ভুলান শিষ্টাচার কখন সরলতার সহিত মিশ খাইতে পারে না। বস্তুত, যাঁহারা দ্বারকানাথকে ভালরূপ জানিতেন, তাঁহারাই ইহাঁর এই আড়ম্বর শূন্য সদ্গুণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। দ্বারকানাথ যখন হুগলি কলেজে পড়িতেন, সেই সময় এক রাত্রে প্রতাপপুরের এক দরিদ্রের গৃহে আগুণ লাগে। দ্বারকানাথ বাসা হইতে আগুণ লাগার গোলমাল শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং এক কলসী কাঁধে লইয়া নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে শীঘ্র শীঘ্র জল আনিয়া আগুণ নিবাইতে লাগিলেন। দ্বারকানাথ এরূপ আগ্রহের সহিত আগুণ নিবাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন যে সে সময় তাঁহার নিজ জীবনের প্রতি বিন্দু মাত্র লক্ষ্য রাখেন নাই। সে সময় যাহারা আগুণ লাগার মজা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারাও এই ভদ্র সন্তানের নিস্বার্থভাব দেখিয়া আর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, শীঘ্রই ইহাঁর দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া অগ্নি নিবাইয়া ফেলিল। এই সময় দ্বারকানাথ

অল্পবয়স্ক বালক মাত্র। পরদিন কলেজের অধ্যাপক কার সাহেব ইহাঁর এই সাহস পূর্ণ দয়ার কথা শুনিয়া প্রশংসা করিয়া বলিলেন "তুমি ঠিক এক জন ভদ্র ইংরাজের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ"।

আর একবার পূজার সময় (এ সময় দ্বারকানাথ হাইকোর্টে ওকালতী করেন) ইহাঁর বাটির নিকটস্থ এক নীচ জাতীয় লোকের গৃহে আগুণ লাগে, তখন দিবা দ্বিপ্রহরে সকলে পূজার আমোদে উন্মত্ত। দ্বারকানাথ এমন সময় সেই আগুণ দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি আগুণ নিবাইতে ছুটিয়া ছিলেন। বলা বাহুল্য, সে সময় দ্বারকানাথ হুগলী কলেজের বালক ছাত্র না হইয়া এক জন পদস্থ উকীল হইলেও ইহাঁর বালক কালের সেই সহৃদয়তার হ্রাস হয় নাই। বস্তুত, আত্ম সম্মানের (self-respect) প্রতি দ্বারকানাথের যেরূপ লক্ষ্য ছিল, বৃথা অভিমানের (pride) দ্বারকনাথ সেইরূপ বিরোধী ছিলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের অনেকেই এই উভয়ের পার্থক্য বুঝেন না, বা বুঝিতে ইচ্ছা করেন না। অনেকেই বৃথা অভিমানকে আত্মসম্মান-জ্ঞান মনে করিয়া অনেক সময় হয় হাস্যাস্পদ হয়েন, না হয় বৃথা অভিমান দ্বারা অপরের মনে অকারণ কষ্ট দিয়া থাকেন; আর যে স্থলে আত্মসম্মান রক্ষার প্রয়োজন, সে স্থলে তাহার বিপরীত ব্যবহার দ্বারা কাপুরুষের ন্যায় অশ্রদ্ধার পাত্র হন।

স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে একটা বলবৎ সংস্কার দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা অভিমান বশতঃ নিম্ন শ্রেণীর বালক দিগের সহিত প্রায় আলাপ করে না; সচরাচর উচ্চশ্রেণীর ছাত্র নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রের সহিত স্কুলে সমভাবে মিশিতে কিছু অপমান বোধ

করিয়া থাকে,—তাহাদিগকে একটু অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে। দ্বারকানাথ এই অকারণ অভিমানের বশবর্ত্তী ছিলেন না; এই সংস্কার অতিক্রম করিয়া ইনি স্বচ্ছন্দে স্বয়ং উপযাচক হইয়া সকলের সহিত মিশিতেন। দ্বারকানাথের এই সৌজন্যে ইহাঁর নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা, বিশেষত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা, ইহাঁর যথেষ্ট অনুগত হইয়াছিল। ইনি তাহাদিগের সহিত লেখা পড়া সম্বন্ধে সহপাঠীর ন্যায় সমভাবে তর্ক বিতর্ক করিতেন, তাহাদিগের পাঠের ভুল দেখাইয়া, ভ্রম সংশোধন করিয়া ও পড়া বলিয়া দিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতেন। আবার যাহারা আপনার অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে অনেক নিকৃষ্ট, তাহাদিগকে উন্নত করিবার নিমিত্ত, ইনি সর্ব্বদা পরিশ্রম ও সদুপদেশ প্রদান করিতেন। তাহারা যে কোন সময় ইহাঁর নিকট পড়া শুনায় সাহায্য প্রার্থনা করিত, ইনি অক্ষুণ্ণচিত্তে সেই সময়েই তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। হুগলী কলেজে যাঁহাদিগের সহিত দ্বারকানাথের বন্ধুতা জন্মে, তাঁহাদিগের মধ্যে বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ও বাবু প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ প্রধান। দ্বারকানাথ নিজ উন্নত অবস্থাতেও ইহাঁদের সহিত সেই বাল্যকালের বন্ধুতা সমভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। দেবনাথ নামে একটি নিম্ন শ্রেণীর ক্ষুদ্র বালককে দ্বারকানাথ তাহার স্বাভাবিক নম্রতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তির নিমিত্ত এত স্নেহ করিতেন যে কিছু দিন পরে যখন দেবনাথ পীড়িত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়, সেই সময় দ্বারকানাথ দিবারাত্র তাহার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া অবিশ্রান্তে তাহার সেবা শুশ্রূষায় কাটাইয়াছিলেন; অনেক রাত্রি এই সময় নিদ্রা যান নাই।

হুগলী কলেজে দ্বারকানাথের সহপাঠী বন্ধুগণ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেন না যে দ্বারকানাথ বয়াটের ন্যায় সমস্ত দিন আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া, কিরূপে এত ভাল পড়া করিত। বস্তুত দ্বারকানাথ দিবসে সকলের সাক্ষাতে আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া আপন সহপাঠীদিগের চক্ষে ধূলা দিয়া গভীর রজনীতে সকলের অগোচরে নিজ কার্য্য সাধন করিতেন। গভীর নিশীথে যখন সকলে নিদ্রায় মৃতপ্রায় অচেতন, সেই সময় নিস্তব্ধে, নির্জ্জনে বসিয়া, দ্বারকানাথ পাঠ অভ্যাস করিতেন। অনেক সময়, রীক্ষার এক মাস পূর্ব্বে, দ্বারকানাথ রাত্রিতে দুই ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইতেন। নিশীথের নির্জ্জন ও নিস্তব্ধতাই বালক দ্বারকানাথের পাঠের প্রধান উপযোগী ছিল। গ্রীষ্মকালের চন্দ্রালোক পূর্ণ রজনীতে প্রায় দেখা যাইত, সেই অল্পবয়স্ক বালক একাকী কলেজের সম্মুখস্থ ভাগীরথী তীরে বসিয়া নির্জ্জনে এক-মনে পাঠ অভ্যাস করিতেছে, আর পদতল দিয়া জাহ্নবীবারি কলকল রবে প্রবাহিতহইতেছে। সমস্ত রাত্রি এইরূপে অতি-বাহিত হইলে, শেষ রাত্রিতে যখন চন্দ্রমা অস্তাচলগামী হইতেন সেই সময় দুই এক ঘণ্টা কাল মাত্র পুস্তক মস্তকে রাখিয়া সেই কলেজের ঘাটের সিঁড়িতেই মৃত্তিকা শয্যায় শয়ন করিয়া কাটা-ইতেন। সেই সময় চুঁচুড়ার ঘাটে যাঁহারা অতি প্রত্যূষে স্নান করিতে যাইতেন তাঁহারা প্রায় এই সুষুপ্ত বালককে দেখিতে পাইতেন। এস্থলে বলা উচিত, দ্বারকানাথ বিলক্ষণ সুস্থ ও সবলকায় বালক ছিলেন। এইরূপে দ্বারকানাথের পাঠাভ্যাস হইত, আর ইহাঁর সহপাঠিরা মনে করিতেন দ্বারকানাথ দৈববলে ভাল পড়া বলিতে পারে ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

একদিন সায়ং কালে দ্বারকানাথ এক বন্ধুর সহিত কলেজের ঘাটে বসিয়া সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে করিতে ভাগীরথীর শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন। সম্মুখ দিয়া কতক গুলি কাষ্ঠ ফলক ভাগীরথীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল; দ্বারকানাথ এক দৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিলেন ও মনে মনে কি ভাবিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় পার্শ্বস্থ বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, এই সকল কাষ্ঠ ফলকের মধ্যে অতি অল্পই সমুদ্র গর্ভে নীত হইবে, অধিকাংশই যাইতে যাইতে পথে চড়ায়—কিনারায় আটকাইয়া তথায় রহিয়া যাইবে ও সেই স্থানেই তাহাদের শেষ হইবে।" বালক যথার্থই বলিয়াছিলেন। এই যে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য প্রত্যহ জগতে জন্মগ্রহণ করিতেছে, ইহাদিগের মধ্যে কয় জন প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে ও জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গমন করিতে সক্ষম হয়? অধিকাংশই কোন না কোন জাগতিক তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে হাবুডুবু খাইয়া পিছাইয়া পড়িবে, কেহ সংসার সাগরের চড়ায় ঠেকিয়া প্রাণ হারাইবে, কেহ বা সংসার সাগরের অতল জলে ডুবিয়া মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিবে, কেবল দুইদশ জন মাত্র শেষ সীমায় যাইতে সক্ষম হইবে। নদীজলে ভাসমান কাষ্ঠফলক আর সংসার সাগরে ভাসমান মনুষ্য উভয়েরই এক গতি।

এই স্থলে দ্বারকানাথের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলে পাঠকালে যে সকল শিক্ষক দ্বারকানাথের শিক্ষার জন্য সবিশেষ যত্ন করিতেন, দ্বারকানাথকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, দ্বারকানাথ ভবিষ্যৎ জীবনে যাঁহাদিগের

নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভবানীপুর নিবাসী বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রধান। দ্বারকানাথ নিজ উন্নত সময়ে মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেন, আমার যাহা কিছু শিক্ষা, যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রনাথ বাবুর যত্নের ফল, তিনি আমার সুশিক্ষার জন্য যতদূর পরিশ্রম, যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, আর কেহ এরূপ করেন নাই; বস্তুত, বাঙ্গালীর মধ্যে ক্ষেত্রনাথ বাবুর মত শিক্ষক এবং ইংরাজের মধ্যে থোয়েটস্ সাহেবের মত অধ্যাপক, আজ কাল বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে ইহাঁদিগকে আদর্শ বলিলে ইহাঁদিগের অধিক প্রশংসা করা হয় না, যথার্থ কথা বলা হয়। আর আজ কালকার চোগা চাপকান ধারী হাকিমী মেজাজের রুটিং মত ডিউটি বজায়কারী শিক্ষকদিগের সহিত ইহাঁদিগেরত তুলনাই হইতে পারে না। ক্ষেত্র নাথ বাবু আপন ছাত্রদিগকে যেরূপ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাহাদের শিক্ষার জন্য সেইরূপ যত্ন পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার ছাত্রদিগের নিকট তিনি দ্বিতীয় ডেবিড হেয়ার স্বরূপ ছিলেন।

দ্বারকানাথের বাল্যাবস্থায় তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায়, পিতা পুত্রের সৌভাগ্য দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর দ্বারকানাথ কষ্টে পড়িলেন, সংসারের সকল ভার এখন তাঁহার নিজের উপর পড়িল। হরচন্দ্র সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন, মোক্তারী করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহার সমস্তই সংসারে ব্যয় হইত বলিয়া মৃত্যুকালে এমন কিছু বিষয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, যাহাতে নির্ভর করিয়া দ্বারকানাথ আরও কিছু দিন স্বচ্ছন্দে শিক্ষালাভ করিতে পারেন। প্রথম

কিছু দিন কলেজের বৃত্তি দ্বারা দ্বারকানাথ লেখা পড়া ও সংসারের ব্যয় চালাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বৃত্তি কিছু চিরকাল পাওয়া যায় না, সুতরাং পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকার ইহাঁকে লেখা পড়ার আশা ছাড়িয়া চাকরির চেষ্টায় বাহির হইতে হইল। কলেজ পরিত্যাগের কিছু পূর্ব্বে কমিসরি জেনারেল কর্ণেল রামসের আফিসে কতক গুলি অল্প বেতনের কেরানীর কাজ খালি ছিল। দ্বারকানাথ এবং ইহাঁর বন্ধু পূর্ণচন্দ্র এই কাজ পাইবার চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়া কমিসরি আফিসের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র, আফিসের এক জন দরোয়ান সদর্প গম্ভীর ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারকানাথ তাহাকে আগমনের অভিপ্রায় জানাইলে পর সে গম্ভীর ভাবে, ব্যঙ্গস্বরে উত্তর, করিল, "হামারি হিঁয়া কোই কাম খালি নেহি হ্যায়।" দরোয়ানের মুখের ভঙ্গী ও কথার ভাবে বিলক্ষণ অবজ্ঞা ও উপহাসের চিহ্ন ছিল। সামান্য দরোয়ানের মুখে এই প্রকার অবজ্ঞার কথা শুনিয়া দ্বারকানাথ তৎক্ষণাৎ ঘৃণার সহিত সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। সেই অবধি চাকরির প্রতি ইহাঁর ঘৃণা জন্মিল। দ্বারকানাথ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি জীবনে আর কখন চাকরির জন্য উমেদারী করিবেন না। শিক্ষিত লোকের উপযুক্ত কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।" এই ক্ষুদ্র ঘটনায় দ্বারকানাথের মানসিক ভাবের এতাদৃশ পরিবর্ত্তন হইয়া যায় যে ইহাই তাঁহার ভাবী উন্নতি ও মান সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের পথ প্রথম উন্মুক্ত করিয়া দিল বলা যাইতে পারে। অনেক বিখ্যাত বড় লোকের জীবনে এইরূপ এক একটা ঘটনা আসিয়া তাঁহাদের জীবনের স্রোত ফিরাইয়া দেয়।

যদি দ্বারকানাথ নিঃশব্দে সেই অপমান সহ্য করিয়া চাকরিতে প্রবিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে আজ কে ইহাঁকে চিনিত, কে ইহাঁর তীক্ষ্ণ বিচার শক্তির কথা জানিতে পারিত। তাঁহার যে নাম, যে যশ সৌরভ, আজ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, তাঁহার স্বদেশবাসী বাঙ্গালীর নিকটেও তাহা অপরিজ্ঞাত থাকিত, তাঁহার অতুলনীয় বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও মহত্ত্ব লইয়া আজ কোন বঙ্গবাসী আপন জাতির গৌরব করিবার অবকাশ পাইত না।

যাহা হউক, দ্বারকানাথের মানসিক স্বাধীনতাই তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্নের অন্যতম কারণ। যদি দ্বারকানাথ এতাদৃশ স্বাধীন চিত্তের লোক না হইতেন, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ে কখন এরূপ আঘাত লাগিত বলিয়া বোধ হয় না, ও এইরূপ ঘটনা না হইলে ইহাঁর আইন শিখিবার অভিলাষ হইত না, ও ক্ষমতার পরিচয় দিবার কখন সুযোগ পাইতেন কি না সন্দেহ; হয়ত চিরকাল কলম পিষিয়া দিন কাটাইতে হইত। এই ঘটনার পর হইতে আইন ব্যবসার প্রতি দ্বারকানাথের দৃষ্টি পড়িল, আইন শিখিবার নিমিত্ত অল্প দিন পরেই দ্বারকানাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন।

দ্বারকানাথ যে সময় আইন শিক্ষার্থ প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন, সেই সময় সবে মাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন ক্লাস খোলা হইয়াছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজ সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে আইন শিক্ষার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কোন কলেজ ছিল না, তখন ওকালতী শিক্ষার নিয়ম স্বতন্ত্ররূপ ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন

ক্লাস খুলিবার কিছু পূর্ব্বে তখনকার সুপ্রীম কোর্টের আড্‌-বোকেট জেনারেল লায়েল সাহেব হিন্দু কলেজের কতিপয় ছাত্রের অনুরোধে তাহাদিগকে ভূতপূর্ব্ব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিবিলিয়ানদিগের সহিত একত্রে আইনের বক্তৃতা শুনিতে অনুমতি দান করেন। কিন্তু জন বুল বংশাবতংশেরা নেটিব ছাত্র দিগের সহিত একত্র বসিয়া আইনের বক্তৃতা শুনিতে অপমান বোধ করায়, লায়েল সাহেব এই সকল ছাত্রদিগকে বলিলেন, "যদি তোমরা কোন স্থান স্থির করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের জন্য বিনা বেতনে বক্তৃতা করিতে প্রস্তুত আছি।" কলেজের ছাত্রেরা সাহেবের এই অনুগ্রহ বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া হিন্দু কলেজ থিয়েটর গৃহে আপনাদিগের আইন ক্লাস নির্দ্দিষ্ট করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে লায়েল সাহেবের ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হওয়ায় এই ক্লাস উঠিয়া যায়। যাহা হউক, এই সময় স্যার চার্লস্‌ উডের প্রসিদ্ধ শিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্য (Education Despatch) অনুসারে প্রেসিডেন্সী কলেজ সংস্থাপিত হওয়ায় বর্ত্তমান প্রণালীর আইন শিক্ষা আরম্ভ হয় ও এই সময় দ্বারকানাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট হন।

দ্বারকানাথ কলেজে প্রবিষ্ট হইবার প্রায় এক বৎসর পরে, হিন্দু কলেজের যে সকল ছাত্র ইতিপূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাইয়া লায়েল সাহেবের বক্তৃতা শুনিতেন, সেই সকল ছাত্র কলেজের অধ্যক্ষ সট্‌ক্লিফ্‌ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করেন যে, তাহাদের সেই কয়েক মাস কাল যেন পাঠ্য সময়ের নির্দ্দিষ্ট কালের অন্তর্গত করিয়া লইয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়। সট্‌ক্লিফ্‌ ছাত্রদিগের এই অনুরোধে সম্মত হওয়ায়

ইহাদিগের এক বৎসর কাল পাঠের সময় কমিয়া যাওয়ায় বিস্তর সুবিধা হইল। এই সময় দ্বারকানাথের অবস্থা বড় শোচনীয়, অধিক কি তাঁহার দিন চলা ভার। তাঁহার এই সময়, এই সকল ছাত্রদিগের সহিত এক বৎসর কাল পাঠের সময় কমিয়া গেলে বিস্তর উপকার হয়। দ্বারকানাথ এই আশায় একদিন সট্‌ক্লিফের বাটিতে যাইয়া নিজ শোচনীয় অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের প্রাপ্ত অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলেন, কিন্তু সাহেবের মনে দয়া হওয়া দূরে থাকুক, তিনি প্রত্যুত্তরে ইহাঁকে পরিহাস করিয়া উঠায়, দ্বারকানাথ বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসেন, সুতরাং অগত্যা বাধ্য হইয়া দ্বারকানাথকে পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। কিন্তু দ্বারকানাথের প্রতি এই ব্যবহারের পর সট্‌ক্লিফ্ এরূপ আর একটি পক্ষপাত দোষযুক্ত কাজ করিলেন, যাহাতে দ্বারকানাথ প্রিন্সিপাল সট্‌ক্লিফের উপর ও প্রেসিডেন্সী কলেজের উপর হাড়ে চটিয়া গেলেন। মহেন্দ্র নাথ সোম নামক স্কলরসিপ্ প্রাপ্ত হিন্দু কলেজের আর একজন সিনিয়র ছাত্রও এই বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট হন। ইনিও দ্বারকানাথের ন্যায় লায়েল সাহেবের বক্তৃতায় উপস্থিত না থাকিয়া যাহাতে হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের সহিত পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট কালের এক বৎসর পূর্ব্বে পরীক্ষা দিতে পারেন তজ্জন্য সট্‌ক্লিফের নিকট প্রার্থনা করেন, কিন্তু সট্‌ক্লিফ্ তাঁহার বেলায় কোন আপত্তি না করিয়া তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্ব্বছাত্রদিগের সহিত এক সঙ্গে পরীক্ষা প্রদানে আদেশ করেন। দ্বারকানাথ সট্‌ক্লিফকে এইরূপ

পক্ষপাতযুক্ত কার্য্য করিতে দেখিয়া প্রতিবাদ করায় সট্‌ক্লিফ্‌ তাঁহার (দ্বারকানাথের) মনোবিজ্ঞান (Metaphysics) এবং তর্কশাস্ত্রে (Logic) ভাল জ্ঞান নাই বলিয়া আপত্তি করত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। দ্বারকানাথ এই অন্যায় আপত্তির বিস্তর প্রতিবাদ করিলেও সট্‌ক্লিফ্‌ আপন জেদ্‌ ছাড়িলেন না। সট্‌ক্লিফ্‌কে, মহেন্দ্রনাথের প্রতি পক্ষপাতযুক্ত অনুগ্রহ করিতে ও তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে দেখিয়া, বিরক্ত হইয়া দ্বারকানাথ, প্রেসিডেন্সী কলেজ পরিত্যাগ করিলেন। কলেজ পরিত্যাগ কালে সট্‌ক্লিফ্‌ যে ছাত্রদিগের সুবিধার নিমিত্ত এই অবিচার পূর্ণ নিয়ম করেন, তাহাদিগকে, বিশেষত মহেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া, ঈর্ষ্যামিশ্রিত পরিহাসচ্ছলে বলিয়া আসিলেন "আমরা আবার ফিলিপিতে দেখা করিব।" * অর্থাৎ, আবার আমাদের সদর আদালতের কার্য্যক্ষেত্রে দেখা হইবে ও সেই স্থানে গুণের বিচার হইবে।

প্রেসিডেন্সী কলেজ পরিত্যাগ করিবার পর দ্বারকানাথ একাকী অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে আইন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময় ইহাঁর অবস্থা যতদূর মন্দ হইতে হয় হইয়াছিল; কিরূপে যে দিন কাটিবে, এই ভাবনায় ইহাঁকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। চাকরির উপর ঘৃণা জন্মিয়াছিল সুতরাং আর চাকরির চেষ্টা করিলেন না, কেবল ভাবী আশার প্রতি নির্ভর করিয়া, এক মনে, এক ধ্যানে, বিশেষ যত্নের সহিত আইন পড়িতে লাগিলেন।

---

* "We will meet at Phillipi, I wiil see what your patron can do for you there."

এই সময় কলিকাতার পুলিস মাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের এজলাসে কেরাণীর কাজ খালি হয়। কিশোরীচাঁদ একজন কলেজ উত্তীর্ণ, সুদক্ষ, সুশিক্ষিত লোক পাইবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠান। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র পূর্ব্বোক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ সোমকে এই কাজ দিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু মহেন্দ্র বাবু বাঙ্গালীর অধীনে কাজ করা ভয়ানক অপমানের বিষয় জ্ঞান করিয়া অস্বীকার করিলেন। সট্‌ক্লিফ্‌ দ্বারকানাথের বিদ্যাবুদ্ধির কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি দ্বারকানাথের কষ্টের কথা শুনিয়া এই কাজ তাঁহাকে দিবার নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠান। দ্বারকানাথ যদিও চাকরির উপর হাড়ে চটিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে নিজের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আর সে অভিমান করিতে গেলে চলে না, বিশেষত, তিনি নিজে যখন চাকরির জন্য উমেদারী করিতেছেন না, তাঁহাকে, যখন একজন গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী উপযাচক হইয়া কাজ দিতেছেন, তখন এরূপ অবস্থায় আপাতত উহা গ্রহণে ক্ষতি কি? দ্বারকানাথ এইরূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অগত্যা কিশোরী চাঁদ মিত্রের নিকট কেরাণী গিরিতে নিযুক্ত হইলেন,—বেতন একশত কুড়ি টাকা। চাকরী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে দণ্ডে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, সেই দণ্ডে চাকরি পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু দ্বারকানাথকে চাকরি ছাড়িবার জন্য তত দিনও অপেক্ষা করিতে হইল না। একমাস আট দিন মাত্র কাজ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, দ্বারকানাথ বড় স্বাধীন প্রকৃতির

তেজস্বী লোক ছিলেন। তাঁহার এই তেজস্বিতাই তাঁহাকে কমিসরি জেনেরেলের আফিসের সেই চাকরির চেষ্টা হইতে নিরস্ত করে। এক্ষণে কিশোরীচাঁদ মিত্রের নিকট কাজ করিতে যাইয়া দ্বারকানাথ দ্বিতীয় বার এই তেজস্বিতার পরিচয় দান করেন। দ্বারকানাথ কাজে নিযুক্ত হইয়া দেখিলেন, এ কেরাণীগিরির কাজে বিন্দুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি পরিচালনের প্রয়োজন নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া কালি কলমে যুদ্ধ করা মাত্র সার। তাহার উপর কর্ম্মস্থল পুলিস। যে স্থানে কোন ভদ্রলোক ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে চাহেন না, সেই স্থানে যত অসৎ প্রকৃতির কর্ম্মচারীদের সংসর্গে থাকিয়া এই কেরাণিগিরি করা অপেক্ষা বোধ হয় ঝকমারির কাজ আর কিছু নাই।

ইহার উপর, দ্বারকানাথের পুলিসের চাকরি পরিত্যাগের ও পুলিসের কর্ম্মচারীদের উপর বিরক্ত হইবার আরও একটা কারণ উপস্থিত হইল। কিশোরীচাঁদ মিত্র দ্বারকানাথকে সম্বোধন করিয়া সর্ব্বদা হুকুম চালাইতেন, "আমি তোমার মত একজন উপযুক্ত কাজের লোক চাই,—তুমি আমার বাড়ীতে গিয়া আমার সঙ্গে দেখা কোর্‌বে।" দ্বারকানাথ কিশোরীচাঁদের বাটিতে যাইতে বড় ইচ্ছুক ছিলেন না, তবে পুনঃ পুন আদেশ করায় একদিন অগত্যা তাঁহার বাটিতে গমন করেন, সেখানে আরও অপরাপর লোক ছিল। দ্বারকানাথ উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট্ বাবু ইহাঁর বড় খবর লইলেন না; পরে কিছুক্ষণ বসিয়া উঠিয়া আসিবার সময়, পুনরায় সাক্ষাৎ করিলেও বড় একটা তাঁহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া, তাচ্ছিল্য ভাবে, আর একদিন.

আসিয়া দেখা করিতে হুকুম করিলেন। দ্বারকানাথ, মাজিষ্ট্রেট্ বাবুর এই প্রকার অহঙ্কৃত ব্যবহারে, মনে মনে বড় বিরক্ত হইয়া ও আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। সেই অবধি কিশোরীচাঁদের উপর হাড়ে চটিলেন ও যে দণ্ডে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, সেই দণ্ডে চাকরি পরিত্যাগ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু ততদিনও অপেক্ষা করিতে হইল না। কিশোরীচাঁদের এজলাসে একজন ফিরিঙ্গী ইণ্টারপ্রিটার ছিল, সে সর্ব্বদা দ্বারকানাথকে উত্ত্যক্ত ও তাঁহার প্রতি অপমান সূচক ব্যবহার করিত। দ্বারকানাথ একদিন উহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া আদালত গৃহেই আপন হস্তস্থিত কলম সজোরে টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া আসিলেন ও পরদিন চাকরিতে জবাব দিয়া আপন বেতন লইয়া দেশে প্রস্থান করিলেন।

এই অবসর কালে, দ্বারকানাথ, একদিকে যেমন একাগ্রচিত্তে আইন পড়িতে আরম্ভ করিলেন, সেইরূপ অপরদিকে প্রাণপণ যত্নের সহিত ইংরাজী সাহিত্য পড়িতে লাগিলেন। সেক্সপিয়রের বিলক্ষণ গুণগ্রাহী হওয়ায় তাঁহার নাটক গুলি এই সময় তিনি বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে সেক্সপীয়রের সবিশেষ ভাবগ্রাহী লোকের সংখ্যা অতি অল্প, দ্বারকানাথ সেই অল্পের একজন ছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজ পরিত্যাগের পর, দ্বারকানাথ, কমিটি পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত, গৃহে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে সযত্নে আইন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সট্‌ক্লিফ যদি ইহার

প্রতি একটু দয়া প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ১৮৫৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্ব্বোক্ত ছাত্রদিগের সহিত ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না হওয়ায়, ১৮৫৬ সালের প্রারম্ভেই কমিটি পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা সদর দেওয়ানীতে ওকালতী করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাদিগকে এই পরীক্ষা প্রদান করিতে হইত। ১৮৫৪ সালের শেষভাগে আইন শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্ট হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ সংস্থাপিত হইলে পর, ডিপ্লোমা * পরীক্ষা প্রদানের নিয়ম আরম্ভ হয়। দ্বারকানাথ এই পরীক্ষা প্রদান নিমিত্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

ডিপ্লোমা পরীক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, কমিটি পরীক্ষারও নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যের পরিবর্ত্তন হয়। পূর্ব্বে সিবিল গাইড এই পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, এক্ষণে ইহার পরিবর্ত্তে অপর চারিখানি ইংরাজী আইন পুস্তক † ইহার স্থলাভিষিক্ত হয়, ও পরীক্ষা ইংরাজীতে প্রদানের নিয়ম হয়। এই অকস্মাৎ ও অসম্ভাবিত পরিবর্ত্তনে অনেকগুলি পরীক্ষার্থী (কতকগুলি পূর্ব্ব বৎসরের অনুত্তীর্ণ ও কতকগুলি—

*বিশ্ব বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে ইহাই বি. এল. পরীক্ষা নামে নামান্তরিত হয়।

† Smith's Manual of Equity Jurisprudence, Wilmott's Abridgment of Blackstone's Commentary, Elberling's Law of Inheritance, Macnaughten's Hindu and Mahomedan Law.

াহারা পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত াস্তুত হইতেছিল) ছোট লাট স্যর ফ্রেডরিক হ্যালিডের নকট, যাহাতে পুনরায় এ বৎসরও সাবেক নিয়মানুযায়ী ারীক্ষা গৃহীত হয় তজ্জন্য আবেদন করেন। ছোট লাট এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।

ছোট লাট, ইহাদিগের এই প্রার্থনানুযায়ী এ বৎসরও (১৮৫৬ সালে) পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে পরীক্ষা প্রদানের অনুমতি করিলেন বটে, কিন্তু যখন এই অনুমতি প্রচারিত হয়, পরীক্ষা গ্রহণের তখন আর সবে মাত্র তিন মাস কাল অবশিষ্ট আছে। দ্বারকানাথ নূতন নিয়মানুসারে পরীক্ষা প্রদান জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এক্ষণে হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনে ইহাঁকে বিলক্ষণ সঙ্কট ও অসুবিধায় পড়িতে হইল। যাহা হউক, পুনঃপুন পরীক্ষার নিয়ম পরিবর্ত্তনের এই বাধা বিঘ্নে হতাশ না হইয়া, সাহসে নির্ভর করিয়া, বিশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে, সিবিল গাইড ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দুই মাস কয়েক দিবস মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পরীক্ষার জন্য পুনরায় প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

১৮৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে টাউন হলে কমিটি পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ইহাই সাবেক নিয়মের শেষ কমিটি পরীক্ষা। দ্বারকানাথ পাঠ সমাপ্ত করিয়া পরীক্ষা প্রদান করিলেন। বিস্তর ছাত্র এবারকার পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষার প্রশ্ন এরূপ কঠিন হইয়াছিল যে, কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত তাঁহার রসময়ী ভাষায়, টাউন হলের পরীক্ষার

ছাত্রদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া "প্রভাকরে" লিখেন যে, অনেক ছেলেকেই পরীক্ষা দিতে গিয়া হলের কড়ি গণিতে হইয়াছিল। তথাপি দ্বারকানাথ এই পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করেন এবং ইহাঁর পরীক্ষার কাগজ এত ভাল হইতেছিল যে, একজন পরীক্ষক ইহাঁকে দেখিতে চাহিলে, যখন সেই বহুসংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্য হইতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখান হইল, তখন সেই কৌতূহলাক্রান্ত পরীক্ষক, ইহাঁকে ভাল করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, বেঞ্চের উপর দাঁড়াইতে অনুরোধ করেন; কারণ, দ্বারকানাথ অপর পরীক্ষার্থীদিগের অপেক্ষা কিছু খর্ব্বাকৃতি ছিলেন, অন্যান্য পরীক্ষার্থীর মধ্যে পড়ায় ইহাঁকে ভাল করিয়া দেখিবার যো ছিল না। এ স্থলে ইহাও বলা উচিত যে দ্বারকানাথ আকারে কেবল ইহাদের মধ্যে ছোট ছিলেন, তাহা নহে, বয়সেও সকলের অপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ওকালতী—সদর দেওয়ানী আদালত।

সদর দেওয়ানী আদালত—শারীরিক গঠন পরিচয়—বার—প্রথম ওকালতী—সৌভাগ্যের সূত্রপাত—শম্ভুনাথ ও দ্বারকানাথ—আদালতের কার্য্য শিক্ষা—মোক্তারদিগকে হস্তগত করণ—বক্তৃ—বাগ্মীতা—জজদিগের মনোযোগ আকর্ষণ।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বারকানাথ সদর দেওয়ানী আদালতে প্রবেশ করিলেন। সে সময় তথায় ভাল উকীলের অভাব ছিল না, সুতরাং নবীন উকীল আদালতে প্রবেশ করিয়াই যে পসার করিবেন সে সুযোগ বড় দেখিতে পাইলেন না। তাহাতে দ্বারকানাথ অল্পবয়স্ক, দেখিতে ও তত হৃষ্ট পুষ্ট গোছের নহেন, এজন্য বালক জ্ঞানে সহসা কেহ ইহাঁকে মোকদ্দমার ভার দিতে সাহস করে না। এই স্থলে দ্বারকানাথের শারীরিক গঠনের একটু পরিচয় দেওয়া যাউক। মনুষ্যের বাহ্য আকৃতির সহিত মানসিক গুণের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়; যাঁহারা দ্বারকানাথকে না দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহা দ্বারা ইহাঁর বিষয় অনেকটা অনুভব করিতে পারিবেন। দ্বারকানাথ মধ্যমাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ যুবা পুরুষ ছিলেন। দেখিতে সুপুরুষ না হইলেও ইহাঁর মুখাকৃতিতে এরূপ ভাব ব্যঞ্জক চিহ্ন ছিল, যাহাতে দেখিবামাত্র ইহাঁকে একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী, মেধাবী ও পরিণামদর্শী বলিয়া বোধ হইত। স্থূলকায় না হইলেও দ্বারকানাথ বিলক্ষণ সবল ও সুস্থকায় ছিলেন, দেখিলেই খুব পরিশ্রমী বলিয়া বোধ

হইত। মুখশ্রী কমনীয় না হইলেও তাহাতে সরলতা, চিন্তাশীলতা, উদারতা, উৎসাহ এবং স্বাধীন ভাবের স্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিযুক্ত বিস্ফারিত উজ্জ্বল চক্ষু এবং প্রশস্ত ললাট যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হয়, তবে দ্বারকানাথে তাহার কোনটির অভাব ছিল না। এক কথায়, সুপুরুষ না হইলেও দ্বারকানাথ সুলক্ষণাক্রান্ত ছিলেন। যাঁহারা রমণীয় গঠনে পুরুষের গঠন প্রণালী দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দ্বারকানাথের আকৃতির প্রশংসা না করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা লক্ষণযুক্ত গঠন প্রণালীর পক্ষপাতী, তাঁহারা ইহাঁর আকৃতির অবশ্য প্রশংসা করিবেন। দ্বারকানাথে এই সকল সুলক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন থাকায় ইনি শীঘ্রই সাধারণের দৃষ্টিতে পড়িতেন।

আদালতের উকীল বা কৌন্সিলির দলকে বার (Bar) বলে। দ্বারকানাথ যে সময় ওকালতী আরম্ভ করেন, সে সময় সদর দেওয়ানী আদালতে অনেক নামজাদা উকীল ছিল, সুতরাং আদালতে প্রবেশ করিয়াই সহায়হীন দ্বারকানাথ সহসা যে কিছু করিতে পারিবেন, সে আশা দেখিতে পাইলেন না, তাই বলিয়া অন্যান্য উকীল দিগের ন্যায় ইহাঁকে দীর্ঘকাল ধরিয়া পসার জমাইবার চেষ্টা করিতে হয় নাই। ব্যবহারজীবদের মধ্যে বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই সময় উকীল বারের শ্রেষ্ঠ ছিলেন, ইহাঁর পসার এতদূর বিস্তৃত ছিল যে, এই সময়কার সদর দেওয়ানী রিপোর্টে এরূপ মোকদ্দমা অতি বিরল দেখিতে পওয়া যায়, যাহার কোন এক পক্ষে রমাপ্রসাদ বাবু না আছেন। বস্তুত, ইংরাজ কি বাঙ্গালীর মধ্যে ইহাঁর ন্যায় পসার যুক্ত উকীল এ দেশে আর কখন দেখা যায় নাই। তাহার পর, শম্ভুনাথ পণ্ডিত। ইনি প্রায় ইহাঁর সমকক্ষ ছিলেন,

ও ইহাঁরা দুই জন এই সময় উকীল বারের অগ্রগণ্য ছিলেন। উকীলদিগের মধ্যে মান, সম্ভ্রম, ক্ষমতা ও পসারে এই সময় এই দুই জনকে কেহই অতিক্রম করিত পারিত না। অধিকাংশ মোকদ্দমাই ইহাঁদের হাতে আসিত। বাবু কৃষ্ণ কিশোর ঘোষ এই দুই জনের নিম্নে ছিলেন, আইন জ্ঞানে ইনি বহুদর্শী হইলেও আদালতে সম্প্রতি ইংরাজীতে বক্তৃতাদি করিবার নূতন নিয়ম প্রচলিত হওয়ায়, ইনি কিছু অসুবিধায় পড়িয়া ছিলেন। মুন্সী আমীর আলি (যিনি পরে নবাব উপাধি লাভ করিয়া লক্ষ্ণৌয়ের পদচ্যুত নবাবের দেওয়ান হন) তিনিও এ সময় এক জন খুব পসারযুক্ত উকীল ছিলেন। এই কয়েক জন তৎকালে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান উকীল। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ভাল ভাল উকীল ছিল। আবার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অনেক ইংরাজী অভিজ্ঞ যুবক এই সময় সদর দেওয়ানী আদালতে নূতন প্রবিষ্ট হন, সুতরাং এত উপযুক্ত লোকের মধ্য হইতে অসহায় অপরিচিত দ্বারকানাথ যে শীঘ্র পসার করিয়া উঠিতে পারিবেন, এরূপ বিশ্বাস অতি অল্প ছিল। তবে, এই সময়, দ্বারকানাথের পক্ষে একটা সুযোগ এই হইয়াছিল যে, আদালতে ইংরাজীর নূতন চলন হওয়ায়, পুরাতন ও নূতন উকীল দলের মধ্যে একটা বিষম গোল পড়িয়া যায় ও এই সুযোগে নূতন উকীলদিগের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়া পড়ে, কারণ প্রাচীনদের মধ্যে অনেকেই ভাল বা একেবারে ইংরাজী জানিতেন না।

যিনি যতই ভালরূপ আইনে সুশিক্ষিত হইয়া আদালতে প্রবিষ্ট হউন না কেন, দুই এক বৎসর না অতীত হইলে হঠাৎ পসার করা প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু দ্বারকা-

নাগের ভাগ্যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল; মোকদ্দমা পাইবার জন্য ইহাঁকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় নাই। অবশ্য, প্রথম কয়েক মাস ইহাঁকে এজন্য কিছু ইতস্তত করিতে হইয়াছিল সত্য, কিন্তু অপরাপর উকীল দিগের তুলনায় তাহা গণ্যই হইতে পারে না। জানুয়ারী মাসে, দ্বারকানাথ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মার্চ্চ মাসে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন এবং ইহার দুই মাস পরেই সদর দেওয়ানীর রিপোর্টে ইহাঁর হস্তে মোকদ্দমার প্রথম ভার পড়িয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বারকানাথ এই প্রথম মোকদ্দমায় * দশটি টাকা মাত্র পারিশ্রমিক লইয়া প্রতিবাদী পক্ষে ওকালত নামা গ্রহণ করেন। সদর আদালতের প্রধান জজ এইচ্ টি রেক্সএর নিকট এই মোকদ্দমার বিচার হয়। যদিও এই মোকদ্দমার এই পক্ষে অপর দুইজন বিখ্যাত উকীল উপস্থিত ছিলেন ও ইহাঁকে মোকদ্দমার প্রধান কোন অংশ গ্রহণ করিতে হয় নাই, তথাপি ইনি যাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে দুই এক কথা বলিবার নিমিত্ত ইহাঁকে যে একবার মাত্র দাঁড়াইতে হইয়াছিল, তাহাতেই ইনি আপন কার্য্য তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার এতাদৃশ পরিচয় প্রদান করেন যে, প্রধান বিচারপতি এরূপ অল্প বয়স্ক নবীন উকীলের সেই কার্য্য তৎপরতা দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশে ইহাঁকে উৎসাহ প্রদান করেন। যাঁহার নাম ও যশে একদিন বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতি-

---

*১৯ শে জুন ১৮৫৬। দেওয়ান পদ্মলোচন মজুমদার প্রভৃতি, প্রতিবাদী আপিলাণ্ট, বনাম জর্জ্জ লেক, বাদী, রেস্পাণ্ডেণ্ট। সদর দেওয়ানী রিপোর্ট ৫২৮ পৃষ্ঠা।

ধ্বনিত হইবে, যিনি আর বৎসর কয়েক পরে, নিজ ব্যবসার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হইয়া দাঁড়াইবেন, আজ এই তাঁহার প্রথম আসরে অবতরণ মাত্র এবং এই আরম্ভেই প্রধান বিচারপতিকে সন্তোষলাভ করিতে দেখিয়া দ্বারকানাথ যে কি পর্য্যন্ত আশ্বস্ত ও আহ্লাদিত হইলেন, তাহা লেখনী দ্বারা লিখিয়া জানাইবার আবশ্যক করে না। কিন্তু এই ঘটনা তাঁহার ওকালতী কালের বিশেষ ঘটনার মধ্যে পরিগণিত নহে। দ্বারকানাথ পরে যে মোকদ্দমায় আদালতে পরিচিত হন ও যে মোকদ্দমায় তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবার সূত্রপাত হয়, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

যেরূপে দ্বারকানাথের যশ প্রথম প্রচারিত হয় তাহা কিছু কৌতূহলজনক। আদালতে প্রবিষ্ট হইয়া অবধি দ্বারকানাথ এরূপ একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন যদ্দ্বারা তিনি আদালতে—বিচারপতি এবং সাধারণের নিকট, নিজ ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হন। ঘটনাক্রমে, অল্প সময় মধ্যে, তাঁহার ভাগ্যে এই সুযোগ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার কিছু দিন পরে দ্বারকানাথ কোন এক বড় মোকদ্দমায় সহকারীর ভার পান। মোকদ্দমাটি কিছু কঠিন ও জটিল ছিল। বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই মোকদ্দমা চালাইবার প্রধান ভার পান, তিনি দ্বারকানাথকে আপন সহকারী (junior) স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহার এই মোকদ্দমা, তিনি হাজার টাকা ব্যয় করিয়া রমাপ্রসাদ বাবুকে বক্তৃতা করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। যখন আদালতে এই মোকদ্দমা উঠিল, রমাপ্রসাদ

বাবু তখন অপর এজ্‌লাসে কোন মোকদ্দমায় নিয়োজিত ছিলেন। দ্বারকানাথ এখানে বসিয়া ছিলেন। মোকদ্দমা উঠিবামাত্র রমাপ্রসাদের আগমনের অপেক্ষা না করিয়া ইনি স্বয়ং উঠিয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহার এই মোকদ্দমা তিনি একবারে অবাক্! কোথায় হাজার টাকা দিয়া রমাপ্রসাদ রায়কে নিযুক্ত করিয়াছেন, না একজন অপরিচিত অল্পবয়স্ক নূতন উকীল উঠিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার মোকদ্দমা চালাইতে আরম্ভ করিল। লোকটিত ভাবিয়া আকুল। যাহা হউক, অদ্যকার এই ব্যাপার দ্বারকানাথের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবার কারণ হইল; এই ঘটনায় তিনি আদালতের সকলের নিকট পরিচিত হইলেন। এই সুযোগে দ্বারকানাথ আপন ক্ষমতা প্রদর্শনের সুবিধা পাইয়া নিজ আইন জ্ঞান, তর্ক ও বাগ্মীতার পরিচয় দান করিয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন। জজেরা এই নূতন উকীলের আইন জ্ঞানে চমৎকৃত এবং বক্তৃতায় সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁর পক্ষে ডিক্রি দিলেন ও বিচার শেষ হইবার সময় রমাপ্রসাদ বাবু তথায় উপস্থিত হইলে জজেরা তাঁহাকে দ্বারকানাথের পূর্ব্ব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া উৎসাহিত করিলেন।

সৌভাগ্য ক্রমে দ্বারকানাথ বারে প্রবেশ করিলে পর, শীঘ্র শম্ভুনাথ পণ্ডিতের দৃষ্টিতে পড়েন। উকীল হইবার কিছু পর, শম্ভুনাথের চড়ক ডাঙ্গার এক ভাড়াটিয়া বাটিতে বাসকরা সূত্রে, তাঁহার সহিত দ্বারকানাথের আরও ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সরল, সদাশয়, মিষ্ট ভাষী শম্ভুনাথ নবীন উকীলের চতুরতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি দৃষ্টে ইহাঁর ভাবী উন্নতির সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া প্রথমে ইহাঁকে

সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। তিনি দ্বারকানাথকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন ও প্রথম হইতেই নানা প্রকারে ইহাঁর সাহায্য করিতে থাকেন। যাহাতে দ্বারকানাথের ভাল হয়, উকীল সমাজে গণ্য মান্য হইতে পারেন, সে জন্য শম্ভুনাথ বিশেষ চেষ্টা করিতেন। নিজের সহকারী করিয়া লইয়া, দ্বারকানাথকে মোকদ্দমা দিতে মোক্তার দিগকে বলিয়া দিয়া, আইনের গভীর তর্ক সকল বুঝাইয়া ও নানা প্রকার সৎ পরামর্শ দ্বারা তিনি দ্বারকানাথকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ যত বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হউন না কেন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ইহাঁর ওকালতীর প্রথম অবস্থায় পথ প্রদর্শক স্বরূপ না হইলে ইনি অতি অল্প দিন মধ্যে এতদূর সৌভাগ্য শালী ও যশস্বী হইয়া এতাদৃশ নাম কিনিতে—উচ্চপদ লাভ করিতে ও বঙ্গের গৌরব বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন না, এজন্য ইহাঁকে আরও বিস্তর কষ্ট স্বীকার, সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করিতে হইত। এ জগতে যিনি যত বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন, মেধাবী ও প্রতিভাশালী হউন না কেন, প্রথমে একজন তাঁহার পথ প্রদর্শক বা পরামর্শদাতা স্বরূপ হইয়া সাহায্য না করিলে, প্রায় তিনি কখন তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতির পরিচয় দিতে পারেন না বা জগতে পরিচিত হইতে পারেন না। কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, প্রত্যেক স্বনাম খ্যাত বড় লোকের জীবনে ইহার ভূরি ভূরি পরিচয় পাওয়া যায়।

শম্ভুনাথ হইতে দ্বারকানাথ ক্রমে রমাপ্রসাদ রায়ের গোচরে আসিয়া পড়িলেন। রমাপ্রসাদ বাবু সে সময় গবর্ণমেণ্টের সিনিয়র উকীল এবং উকীল বারের প্রধান ছিলেন। তাহা ছাড়া

তাঁহার ক্ষমতা অতুলনীয় ছিল, সুতরাং নূতন উকীলদিগের অনেকে তাঁহার সুনজরে পড়িবার চেষ্টা করিত। রমাপ্রসাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সকলের উপর থাকিত, যোগ্য লোক পাইলে তিনি সন্তুষ্ট মনে তাহাকে সাহায্য করিতেন। দ্বারকানাথ, বারে প্রবেশের অল্পদিন মধ্যে রমাপ্রসাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন; রমাপ্রসাদ বাবু ইহাঁকে বিশিষ্ট বুদ্ধিমান ও কাজের লোক দেখিয়া অনেক সময় নিজের সহকারী বা জুনিয়র করিয়া লইতেন।

দ্বারকানাথ রমাপ্রসাদের কাজের বিস্তর সাহায্য করিতে লাগিলেন। মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখা, নজীর বাহির করা, আইনের খুঁটি নাটি ধরিয়া মোকদ্দমার সার সংগ্রহ করা প্রভৃতি কার্য্যে দ্বারকানাথ রমাপ্রসাদের সহিত সর্ব্বদা সংলিপ্ত থাকিয়া নিজেও ওকালতীর অনেক কৌশল শিখিতে ও বুঝিতে লাগিলেন, তবে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ্য এজলাসে মুখ খুলিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইল। তাহার পর, পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় দ্বারকানাথের নাম বাহির হয়। এ স্থলে ইহা বলা উচিত, দ্বারকানাথ, শম্ভুনাথ পণ্ডিতের নিকট হইতে যতদূর সাহায্য ও উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রমাপ্রসাদের নিকট হইতে ততদূর কিছু পান নাই।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার পর হইতে দ্বারকানাথের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। জজের মুখে প্রশংসা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে দ্বারকানাথ এজলাস গৃহ হইতে বাহির হইবা মাত্র উপস্থিত দর্শক এবং মোক্তার, মোয়াক্কেল প্রভৃতি সকলে ইহাঁর প্রশংসা করিতে লাগিল ও আদালত পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যাঁহার পক্ষে ইনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তিনি সানন্দ চিত্তে প্রচুর

পারিতোষিক দানে ইহাঁকে পুরস্কৃত করিলেন। সেই সঙ্গে উপস্থিত মোক্তারদিগের মধ্যে অনেকেই ইহাঁকে তাঁহাদিগের হস্তস্থিত মোকদ্দমা চালাইবার ভার প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। এই রূপে সেই দিনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দ্বারকানাথের যশ আদালত মধ্যে এরূপ প্রচার হইয়া পড়িল যে, এই ঘটনা হইতে তাঁহার ভাগ্য চক্র পরিবর্ত্তিত হইয়া সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল বলা যাইতে পারে। পর দিন প্রাতঃকালে ইহাঁর সেই সামান্য ক্ষুদ্র বাসায় অনেকে মোকদ্দমার ব্রিফ লইয়া উপস্থিত হইল। ইহার পর হইতে দ্বারকানাথকে মোকদ্দমার ভার দিবার নিমিত্ত লোকে এত আগ্রহ প্রকাশ করিত যে, অনেকে বহু দেশ দেশান্তর হইতে ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইত ও মোক্তার এবং মোয়াক্কেলে ইহাঁর গৃহ অষ্ট প্রহর জনাকীর্ণ থাকিত। যিনি যত বড় উকীল বা বারিষ্টার হউন না কেন, এত অল্প বয়সে এবং এত অল্প দিন মধ্যে এরূপ অপরিচিত অসহায় অবস্থা হইতে এতদূর যশস্বী হইতে এদেশে এ পর্য্যন্ত আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। প্রতিভা বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহা দ্বারকানাথে ছিল, দ্বারকানাথ যথার্থ প্রতিভাশালী ছিলেন।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক উকীল, কৌন্সিলি বারে প্রবেশ করিয়া আর বড় একটা কিছু শিখিবার আবশ্যকতা বোধ করেন না; অথচ পসার ও নামের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন ও শেষ হতাশ হইয়া উপজীবিকার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, কার্য্যক্ষেত্রে যে কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা আবশ্যক, অনেকের তৎপ্রতি মনোযোগ না

থাকায় বা আলস্য বশত মনোযোগ না করায় এই প্রকার ঘটিয়া উঠে। দ্বারকানাথ এই দলস্থ ছিলেন না। বাঙ্গালীর মধ্যে দ্বারকা-নাথ কিরূপ আইনজ্ঞ ছিলেন, তাহার আর নূতন পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু কি রূপে ইনি এত দূর আইনজ্ঞ হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। সকলেই দ্বারকানাথকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ও মেধাবী বলিয়া জানেন, এবং বস্তুতই ইনি উক্ত উভয় গুণে ভূষিত ছিলেন সত্য, কিন্তু ইনি যেরূপ পরি-শ্রম, আগ্রহ, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও অনুসন্ধান সহকারে আইন শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে অপর কেহ সেই প্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিলে ইহাঁর সমকক্ষ হইতে না পারুন, অন্তত, তাঁহার গুণ রাশির অনেকাংশ লাভে যে সক্ষম হইতে পারেন তাহার সন্দেহ নাই; দুঃখের বিষয়, অতি অল্প সংখ্যক লোকই এতাদৃশ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে—সুতরাং ইহাঁর ন্যায় হইতে, চেষ্টা করিয়া থাকেন।

যে দিন দ্বারকানাথ প্রথম বারে প্রবেশ করেন, সেই দিন হইতে ইনি নব উৎসাহ, নব উদ্যমের সহিত নূতন ভাবে কার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে দ্বারকানাথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে পুস্তকের সাহায্যে আইন শিক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে আদালতে—কার্য্যক্ষেত্রে ততোধিক যত্ন ও ধৈর্য্য সহকারে হাতে কলমে (practically) কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথের ন্যায় বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী লোকের আদালতে প্রবেশ করিয়াই ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না যে, শুদ্ধ পুস্তকের অভিজ্ঞতায় এ স্থলে কোন ফল হইবে না। প্রকৃত কাজের লোক হইতে হইলে—কার্য্যকরী

ক্ষমতা লাভ করিতে হইলে, হাতে কলমে এখানে কার্য্য শিক্ষা করা আবশ্যক। সুতরাং এখানে প্রবিষ্ট হইয়া আইনের দুরূহ, গূঢ় তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা সকল শিখিতে আরম্ভ করিলেন ও তন্ন তন্ন রূপে আইনের মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নূতন উকীলদিগের মধ্যে অনেকে যেরূপ গল্প করিয়া, খবরের কাগজ পড়িয়া বা এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া ও ঘুমাইয়া, চেয়ারের ছাঁরপোকা দংশনের সহিত নিদ্রার সুখানুভবে আদালতে সময় ক্ষেপ করিয়া থাকেন, দ্বারকানাথ কখনও সেরূপ বৃথা কাজে বা আলস্যে সময় নষ্ট করিতেন না। ওকালতী আরম্ভ করিয়া, দ্বারকানাথ এদেশীয় ও ইংরাজী আইন রীতিমত পড়িতে আরম্ভ করিলেন; সেই সঙ্গে কোন্ আইনের কি উদ্দেশ্য, কোন্ আইনের কোন্ অংশ কিরূপ পরিবর্ত্তিত ও কোন্ কোন্ ধারা (section) নূতন সংলগ্ন হইয়াছে, তাহা জানিতে আরম্ভ করিলেন। এতদ্ভিন্ন আইনের যত কিছু জটিলতা আছে, সে সকল এই সময় বিস্তর পরিশ্রম সহকারে আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। এ দিকে আদালতে যতক্ষণ থাকিতেন, ততক্ষণ নিয়মিতরূপে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় মোকদ্দমার তর্ক বিতর্ক এবং রায়ের (judgment) নোট লিখিয়া লইয়া রাত্রিতে সেই সকলের দোষ গুণ বিচার ও আলোচনা করিতেন। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক বিখ্যাত উকীল এবং বারিষ্টারের বক্তৃতা ও সওয়াল জবাব (pleadings) বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতেন ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বক্তৃতার ধরণ, উচ্চারণ প্রণালী, হাব ভাব প্রভৃতি দেখিয়া তাহার অনুকরণ শিক্ষা করিতেন। আবার ভাল বাক্ পটুতা লাভের নিমিত্ত দ্বারকানাথ বিশেষ মনোযোগের

সহিত ব্যবস্থা সম্পর্কীয়, যত প্রকার নূতন ও প্রাচীন ভাল ইংরাজী বক্তৃতা পুস্তক ও বর্ক, টাসিটস্, সালষ্ট এবং সুবিখ্যাত বাগ্মী সিসিরোর প্রধান প্রধান বক্তৃতা প্রভৃতি যাহা কিছু ইংরাজীতে বাহির হইয়াছে, সকল গুলিই সযত্নে পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রতিভার কথা ছাড়িয়া দিলেও, এত পরিশ্রমের পর, দ্বারকানাথ যে, দেশীয়, বিশেষত, আপন সম সাময়িক আইনজ্ঞদিগের মধ্যে বিশেষ যশস্বী হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

আদালতে প্রবিষ্ট নূতন উকীল দিগের পক্ষে প্রথমে মোক্তার-দিগের নিকট নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়া তাহাদিগকে হস্তগত করা আবশ্যক, নতুবা যিনি যতদূর বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হউন না কেন, প্রথমত, কোন মোক্তার তাঁহাকে মোকদ্দমার ভার দিতে সাহস করিবে না। এই নিমিত্ত অনেক ভাল ভাল উকীলকেও দীর্ঘকাল ধরিয়া আদালতে অকারণ সময় নষ্ট করিতে হয়। দ্বারকানাথকেও এই জন্য প্রথম কয়েক মাস কিছু হতাশ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু, একবার কোন প্রকারে ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারিলে তাঁহাকে পসারের নিমিত্ত আর ভাবিতে হয় না, তখন চারিদিক হইতে তাঁহারা মোকদ্দমা আনিয়া উপস্থিত করেন। দ্বারকানাথ যদি সেই পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় সাহসে ভর করিয়া না উঠিতেন, তাহা হইলে আরও কতদিন যে চুপ করিয়া থাকিতে হইত বলা যায় না। এই জন্য বলা হইয়াছে, সুযোগ কদাপি পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যে সকল মোক্তার ইহাঁকে মোকদ্দমাদি যোগাইয়া সাহায্য করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বাবু বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায়

এবং বীরেশ্বর দাস প্রধান, এই দুই জনের নিকট হইতে দ্বারকানাথ বিস্তর সাহায্য পাইয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ যেরূপ উপযুক্ত লোক ছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার বন্ধুগণও সেইরূপ সমযোগ্য মিলিয়াছিল। ভবানীপুরে দ্বারকানাথ যেখানে বাসা করিয়া ছিলেন, সে স্থানে অনেক সুযোগ্য ও কৃতবিদ্য লোকের বাস ছিল। আবাস পল্লীর সহিত যে মনুষ্যের অনেক বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, অনেকে সে দিকে লক্ষ্য রাখেন না। মনে কর, যদি কোন ঘোর বিষয়ী লোক এরূপ স্থানে যাইয়া বাস আরম্ভ করেন, যে স্থানের সকলেই সাধু প্রকৃতি সম্পন্ন, তাহা হইলে সেই বিষয়ী লোককে কিছু দিন পরে অন্তত তাহাদের কিছু শক্তিও আকর্ষণ করিবে। সেইরূপ সকল বিষয়েই; বিদ্যানুরাগীদিগের সহবাসে থাকিলে দৃষ্টান্তের সংক্রামকতায় সেই গুণ লাভ করিতে ইচ্ছা হয়; ব্যবসায়ানুরাগীদিগের পল্লীতে বাস করিলে, ব্যবসার প্রতি অনুরাগ জন্মে, যে স্থানের সকলেই উচ্চাভিলাষী, সেই স্থানে থাকিলে উচ্চাভিলাষের প্রতি স্বাভাবিক দৃষ্টি পড়ে, আর অসৎ লোকের পল্লীতে বাস করিলে যাহা লাভ হয়, তাহা লিখিয়া বলিবার আবশ্যক করে না। অনেকে স্বয়ং এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন এ বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ থাকিতে পারেন। বন্ধু সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ, সুতরাং আর অধিক করিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। দ্বারকানাথ যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতিসম্পন্ন কৃতবিদ্য ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন, ইহাঁর অনেক গুলি বন্ধুও সেইরূপ ইহাঁর সমকক্ষ মিলিত হওয়ায়, ইহাঁর পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে মৃত মহাত্মা বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় একজন প্রধান পরিচিত রূপে পরিগণিত

হইয়াছিলেন। অধিকন্তু, তিনি দ্বারকানাথের ন্যায় সামান্য অবস্থা হইতে উন্নত হইতে থাকেন। দুঃখের বিষয়, হরিশকে অধিক দিন এ পৃথিবীতে থাকিতে হইল না, প্রস্ফুটনোন্মুখ হইয়াই তাঁহাকে চির দিনের মত শুকাইতে হইল ; তাহা না হইলে আজ তাঁহার খ্যাতি শত গুণে দিক্ দিগন্তরে বিস্তারিত হইয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব আরও বৃদ্ধি করিত। দ্বারকানাথ ও হরিশ উভয়ে একত্রে বসিয়া কত সময় কত ভাল কার্য্যের কল্পনা করিতেন, কিন্তু হরিশের অভাবে তাহা কল্পনাতেই রহিয়া গেল। এ হেন হরিশের মৃত্যুতে দ্বারকানাথ যে সহোদর তুল্য শোক পাইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? হরিশ্চন্দ্র ব্যতীত ভবানীপুরে দ্বারকানাথের আরও যে সকল সুযোগ্য বন্ধু মিলিয়া ছিল, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই এখনও বর্ত্তমান আছেন, এজন্য কাহারও আর উল্লেখ করা হইল না।

দ্বারকানাথ অল্পদিন মধ্যে দেখিতে দেখিতে উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইলেন। ওকালতীতে পসার ও যশ এত বৃদ্ধি হইল যে, বাঙ্গালার এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত তাঁহার নামের প্রতিধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল।

দ্বারকানাথ, আইনে যে রূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, বাগ্মীতাতেও সেইরূপ উচ্চাসন লাভ করায়, এক জন প্রথমশ্রেণীর সুবক্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। সদ্বাক্তার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, ইহাঁতে তাহার সকল গুলিই বিদ্যমান ছিল। অনর্গল বলিবার ক্ষমতা থাকা সদ্বাক্তার এক বিশেষ গুণ, এতদ্ভিন্ন শব্দবিন্যাস শক্তি, বাক্ পটুতা ও ভাষাধিকারের সহিত রসজ্ঞ, ভাবোদ্দীপক, সুতার্কিক ও সুযুক্তিশালী হওয়া ইহাঁদিগের

বিশেষ আবশ্যক। দ্বারকানাথে এই সকল সদ্‌গুণ এতাধিক পরিমাণে ছিল যে, এখনকার অনেক বড় বড় বক্তাদিগের মধ্যে তাহা নাই। কিন্তু সুবক্তা হইলেও দ্বারকানাথ কখন কোন সাধারণ জনতায় (mob) বক্তৃতা প্রদান করেন নাই। সুবক্তা হইলেও তিনি রাজসভা (Council) এবং বিচারালয়েরই উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কথাটি যেন ওজন করা ছিল এবং ঠিক উদ্দেশ্যের (point) এর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, প্রসিদ্ধ ইংরাজ বক্তাদিগের ন্যায় যতটুকু বলা আবশ্যক ততটুকু মাত্র বলিতেন। একটি অযুক্ত, অন্যায় বা অতিরিক্ত কথা বলা তাঁহার স্বভাব ছিল না, অনর্গল বলিতে পারিতেন বলিয়া বক্তৃতা দীর্ঘ করিবার নিমিত্ত এলোমেলো অনাবশ্যক বাক্য প্রয়োগ করিয়া অনর্থক সময় ক্ষেপ করা তঁাহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। সাধারণ বক্তাদিগের সহিত তাঁহার এইরূপ প্রভেদ থাকায় তিনি এক জন সে কালের রোমান সেনেটরদের দলস্থ ছিলেন বলা যাইতে পারে এবং এই হিসাবে তিনি যে একজন সাধারণ বক্তা হইতে উচ্চ শ্রেণীস্থ তাহার সন্দেহ নাই। মৃত মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালও একজন এই শ্রেণীর বক্তা ছিলেন। বাগ্মীতা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত দ্বারকানাথের বিশেষ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে তাঁহার জীবনী সমালোচক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ঘোষ যাহা বলিয়াছেন, দ্বারকানাথের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—"But with all these advantages he would have failed with the mob, for he was not excitable and could not indulge in emotional displays ; his demeanour

was dignified, his tone sober and he could not speak without reasoning elaborately . His speaking was of the higher order , suited to a select audience "

বাগ্মীতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া আমাদিগের প্রধান বক্তব্য হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। দ্বারকানাথে বক্তার এই সদ্‌গুণ সকল বর্ত্তমান থাকায় আদালতের সকল জজের দৃষ্টি ইহাঁর প্রতি নিপতিত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন শিক্ষা করিয়া যাঁহারা দ্বারকানাথের সহিত এক সঙ্গে আদালতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়েই তুলনায় দ্বারকানাথ অপেক্ষা হীন ছিলেন ও কোন গুণেই তাঁহারা এরূপ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না, যাহাতে দ্বারকানাথের সমকক্ষ হইতে পারেন। দ্বারকানাথ প্রেসিডেন্সী কলেজ পরিত্যাগ কালে যে শ্লেষোক্তি করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা তাহার মূল্য বুঝিতে পারিলেন। যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায় প্রভৃতির যদি কিছু আদর থাকে তাহা হইলে এইখানেই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখুন।

জজদিগের মধ্যে সকলেই এই নবীন উকীলের গুণের পক্ষপাতী হইয়া ছিলেন, তাঁহারা সকলেই দ্বারকানাথের সমাদর করিতেন। জজ এবারক্রম্বি ডিক্ দ্বারকানাথের তর্কের বিশুদ্ধতার বড় প্রশংসা করিতেন। জজ মণি, যিনি হুগলীর কলেক্টর থাকা কালে দ্বারকানাথ দুইবার তাঁহার স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন, তিনি দ্বারকানাথের ন্যায় উপযুক্ত যুবাকে সদর দেওয়ানীতে উকীল পাইয়া আদালতকে এবং আপনাকে

গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেন। এই সদাশয় মহাত্মা অসুস্থতা প্রযুক্ত যে দিন আদালত হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সেই দিন দ্বারকানাথকে নিজের গৃহে ডাকিয়া ইহাঁকে সস্নেহে, সবিশেষ উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত করেন এবং অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে ও আশ্বাস বাক্যে ইহাঁর ভাবী উন্নতি যে অদূরে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা দেখাইয়া দ্বারকানাথকে উৎসাহিত ও আশ্বস্ত করিয়া করমর্দ্দন পূর্ব্বক বন্ধুতা প্রকাশে বিদায় গ্রহণ করেন। মণির এই উৎসাহ পূর্ণ আশ্বস্ত বাক্য দ্বারকানাথের হৃদয়ে অনেক দিন জাগরূক ছিল। সদর দেওয়ানীর প্রধান বিচারপতি এইচ্ টি রেকস্ দ্বারকানাথের বিশেষ গুণগ্রাহী হইয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

হাইকোর্ট—ওকালতী।

হাইকোর্ট—স্যর বার্ণেস পিকক—মোকদ্দমা গ্রহণের রীতি—পসার—বিনা বেতনে মোকদ্দমা গ্রহণ—মোকদ্দমার সার সংগ্রহ—বক্তৃতা প্রণালী— কর সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার বিবরণ।

১৮৬২ সালে সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত মিলিত হইয়া হাইকোর্ট সংস্থাপিত হয়। এই সঙ্গে দ্বারকানাথের ভাগ্য অধিকতর সুপ্রসন্ন হইল। হাইকোর্টে বিজ্ঞ, বহুদর্শী উকীল, বারিষ্টারদিগের সহিত প্রতিযোগীতায় দ্বারকানাথের সুবিমল যশোরাশি আরও বিস্তৃত হইবার উপক্রম হইল। স্যর বার্ণেস পিকক্ হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস নিযুক্ত হইলেন। এ পর্য্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টে, এক দ্বারকানাথ মিত্র ব্যতীত তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ, আইনজ্ঞ বিচারপতি আর কেহ অধিষ্ঠিত হয়েন নাই। দ্বারকানাথ নিজ ক্ষমতাবলে শীঘ্র স্যর বার্ণেস পিককের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। স্যর বার্ণেসের ন্যায় কার্য্যদক্ষ, সুবিজ্ঞ বিচারপতি যে শীঘ্র দ্বারকানাথকে চিনিয়া লইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? স্যর বার্ণেস এবং হাইকোর্টের অন্যান্য জজগণ দ্বারকানাথের মূল্য বুঝিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা সকলেই ইহাঁকে স্নেহের ও সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। দ্বারকানাথ, কেবল যে জজদিগেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন তাহা নহে, ইহাঁর সহযোগী উকীল ও বারিষ্টারগণও ইহাঁর সদ্‌গুণের বিশেষ সমাদর

করিতেন। হাইকোর্টে, দ্বারকানাথের অল্পদিন মধ্যে আশাতিরিক্ত যশ সঞ্চয় ও পসার বৃদ্ধি হইল। উকীলদলের মধ্যে দ্বারকানাথ সকলের প্রধান ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হইয়া উঠিলেন।

ব্যবহারাজীবদিগের একটা বড় দুর্নাম শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা টাকার লোভে মিথ্যা মোকদ্দমা লইয়া থাকেন, আনুষঙ্গিক মিথ্যা মোকদ্দমা সাজান সম্বন্ধেও অনেকে অনেক কথা বলেন; বস্তুত, কোন কোন উকীল, এটর্ণি ও বারিষ্টারের পক্ষে ইহা নিন্দা না হইয়া গৌরবের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কলঙ্ক না হইয়া অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু দ্বারকানাথকে এ কলঙ্ক একবারে স্পর্শ করিতে পারে নাই। দ্বারকানাথ জানিয়া শুনিয়া কখনও কোন মিথ্যা মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন না। মোকদ্দমা গ্রহণের পূর্ব্বে নিজে মনোযোগ পূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া মোকদ্দমার বিবরণ শুনিতেন, যদি তাহা মিথ্যা বলিয়া কোন প্রকার সন্দেহ বোধ হইত, তাহা হইলে যতক্ষণ না মোয়াকেল ইহাঁর সেই সন্দেহ ভঞ্জনে পারগ হইত, ততক্ষণ সে মোকদ্দমা গ্রহণে সম্মত হইতেন না। কোন প্রকার অর্থলোভ ইহাঁকে সে মোকদ্দমা গ্রহণে স্বীকার করাইতে সক্ষম হইত না। ধর্ম্মাসনের সম্মুখে দাঁড়াইবার দ্বারকানাথ যথার্থ উপযুক্ত পাত্র ছিলেন।

হাইকোর্টে দ্বারকানাথের কিরূপ পসার ছিল, তাহার দুই একটা দৃষ্টান্তে, পাঠকগণ ইহাঁর আয়ের কথা অনুভব করিতে পারিবেন। বড় বড় মোকদ্দমা সকল প্রায়ই ইহাঁর হাতে আসিত। গবর্ণমেণ্ট প্লিডার হইবার ও কর সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার পর দ্বারকানাথের পসার ও যশ চূড়ান্ত সীমায় উত্তীর্ণ হয়। এই সময় এক দিনের জন্যও ইনি হাইকোর্ট হইতে নড়িবার অবসর

পাইতেন না। একবার, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন জেলা কোর্টে, তিন দিনের নিমিত্ত লইয়া যাইতে পনর হাজার টাকা পর্য্যন্ত গ্রহণের অনুরোধ করা হয়, কিন্তু কার্য্য ভার বশত ইনি তাহাতেও যাইতে স্বীকৃত হয়েন নাই। দ্বারকানাথের কোন বিশ্বস্ত বন্ধু বলেন যে, দ্বারকানাথ দশ বৎসর কাল ওকালতীতে সাত লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বস্তুত, ইহাঁর যেরূপ পসার ছিল, তাহাতে একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। ডয়েন এবং এড্‌বোকেট্ জেনারেল কাউইর ন্যায় সে সময়কার প্রধান বারিষ্টার দ্বয় পর্য্যন্ত বলিয়া ছিলেন, "There is no getting a case against Dwarkanath." ইহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন দ্বারকানাথের ওকালতীতে কিরূপ আয় ও যশ ছিল।

আদালতে ক্রমাগত বাক্ যুদ্ধের চীৎকারে, দ্বারকানাথ এক প্রকার আকস্মিক উদরের বেদনায় আক্রান্ত হন। যখন এই বেদনা ধরিত, তখন একেবারে ইহাঁকে অচেতন করিয়া ফেলিত ; এই রূপ অচৈতন্যাবস্থায় অনেক ঘণ্টা থাকিতে হইত। উষ্ণ জল সেকে এই যন্ত্রণার কিছু উপশম বোধ হইত। এই রূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও ইহাঁর পরিত্রাণ ছিল না ; বাটিতে আসিয়া মোয়াক্কেলগণ এরূপ অনুনয় বিনয় সহকারে ধরিত যে, সেই পীড়িত দুর্ব্বল অবস্থায় ইহাঁকে অনাহারে আদালতে ছুটিতে হইত, ঠিক যেন কিছুই হয় নাই। আবার তথায় যাইয়া এরূপ কাজের ভিড়ে পড়িতেন যে, নিজ অসুখের কথা মনে করিবারও অবসর পাইতেন না।

দ্বারকানাথ বিলক্ষণ ধৈর্য্যশালী পুরুষ ছিলেন। অসহ্য

রাগ যন্ত্রণাতেও ইহাঁর মুখে এরূপ কোন বিকৃত চিহ্ন প্রকাশ পাইত না, যাহাতে ইহাঁকে অসুস্থ মনে করা যাইতে পারে। এইরূপ অবস্থাতেও ইনি এরূপ সহজ লোকের ন্যায় আদালতে কাজ করিতেন যে, দেখিলে কেহ অসুস্থ বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিত না। দ্বারকানাথকে আদালতে দেখিলে ইহাঁর মোয়াকেলদিগের মনে জিতিবার আশার সঞ্চার হইত; ইহাতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, উকীলদিগের মধ্যে ইনি কিরূপ ভাগ্যবান ছিলেন ও ইহাঁর কিরূপ আয় ছিল। কখন কার্য্য হইতে অবকাশ পাইবার আশায় দুই এক দিনের নিমিত্ত দ্বারকানাথ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া উপনগরের বাগানে যাইয়া নিভৃতে থাকিলে, ইহাঁর মোয়াকেলগণ অনুসন্ধান করিয়া ইহাঁকে তথা হইতে আদালতে ধরিয়া আনিতেন। দ্বারকানাথের ন্যায় ভাগ্যবান উকীল এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মধ্যে আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই। লোকে সৌভাগ্যের অনুগামী হয়, কিন্তু দ্বারকানাথের পক্ষে সৌভাগ্য ইহাঁর অনুগামী ছিল।

দ্বারকানাথ এত কাজের ভিড়ের মধ্যেও অসহায় গরিবদের কথন ভুলিতেন না, সহস্র সহস্র টাকার মায়া পরিত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয় দীনহীনের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। এক্ষণে যেমন মেঃ মনোমোহন ঘোষ এবং বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা বেতনে অসহায় অত্যাচারিতের পক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকেন, দ্বারকানাথও এইরূপ দয়া পরবশ হইয়া গরিবের প্রতি কথন বিমুখ হইতেন না। বস্তুত, দ্বারকানাথ যে ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, পরোপকার সেই ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য।

দ্বারকানাথের আর একটি এই বিশেষ গুণ ছিল যে,

মোকদ্দমা গ্রহণের সময় যতক্ষণ তাহা ভাল রূপ বুঝিতে না পারিতেন, ততক্ষণ কখন ওকালতনামা গ্রহণ করিতেন না। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতারণা করা ইহাঁর স্বভাব ছিল না। এমন অনেক উকীল বারিষ্টার দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা মোকদ্দমাটি ভাল বুঝুন বা নাই বুঝুন, আগে টাকাটি হস্তগত করিয়া থাকেন, তাহার পর তাঁহার মোয়াক্কেল হারুক, জিতুক বা উচ্ছন্ন যাউক, সে পরের কথা। অনেক নামজাদা উকীল বারিষ্টারের মধ্যেও এই রোগটি বিলক্ষণ আছে, সংবাদ পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার কেহ কেহ একবারে অন্তর্দ্ধান হইতেও কসুর করেন না, এরূপ ঘটনাও মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরাই যথার্থ উকীল কুলে ধন্য! আদলতের গৌরব!!

হাইকোর্টের অন্যান্য উকীল কৌন্সিলি হইতে দ্বারকানাথের বক্তৃতা প্রণালী একটু স্বতন্ত্র প্রকার ছিল। দ্বারকানাথের স্মরণশক্তি যেরূপ প্রখর ছিল, ভাব প্রকাশের ক্ষমতাও সেই প্রকার সুন্দর ছিল। উৎকৃষ্ট অভিনেতা যেরূপ, নিজ স্বভাব সিদ্ধ ক্ষমতাবলে অভিনীত বিষয়টি দর্শকের হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া দিয়া থাকে, দ্বারকানাথ, বক্তৃতা কালে জজদিগের মনে সেইরূপ মোকদ্দমা ঘটিত বিষয় গুলি নিজ সুন্দর বাক্য বিন্যাসচ্ছটায় এভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতেন যে, জজ্‌গণ, সহজে, মোকদ্দমা ও ইহাঁর মোয়াক্কেলের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ইহাঁর পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেন। মনে কর, নিম্ন আদালতের বিচারকের অবিবেচনায় ইহাঁর মোয়াক্কেলের মোকদ্দমা হার হওয়ায় হাইকোর্টে আপিল হইয়াছে। দ্বারকানাথ, সেই অবিচারের অবস্থাটি ও তাহার ফলাফল বা অনিষ্টকারিতা এরূপ

বিশদ ভাবে জজদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, জজেরা তাহার উপর আর কোন আপত্তি করিবার কারণ দেখিতে পাইতেন না। দ্বারকানাথের আর একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, ইনি যে কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করুন না কেন, প্রথমে সেই মোকদ্দমার সূত্র গুলি এরূপে একত্র সন্নিবেশিত করিতেন যে, জজদিগকে বুঝাইবার সময় ইহাঁকে অধিক কষ্ট স্বীকার ও সময় ব্যয় করিতে হইত না। এই সকল কারণে, হাইকোর্টের সকল জজই ইহাঁর সমাদর করিতেন, বিশেষত, স্যর বার্ণেস পিকক দ্বারকানাথের গুণের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। বাক্ পটুতায় দ্বারকানাথ যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, ইহাঁর যুক্তি ও তর্ক সেই প্রকার গভীর ছিল। ইহাঁর বক্তৃতাকালে আদালত গৃহ গম্ গম্ করিত,—আদালতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বক্তৃতার প্রতিধ্বনি হইত। বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া অনর্গল বলিয়া যাওয়া উৎকৃষ্ট বক্তাদিগের একটি বিশেষ ক্ষমতার পরিচয়। দ্বারকানাথের এই ক্ষমতা কি পর্য্যন্ত ছিল, তাহা বলা হইয়াছে; কেবল এক বিষয়ে ইনি এই ক্ষমতা চ্যুত হইতেন। বিষয়টি একটু আমোদ জনক; দ্বারকানাথের একটা অভ্যাস ছিল, বক্তৃতা কালে পেন কলম হস্তে লইয়া উভয় হস্তে সেই কলমটি ক্রমাগত মোচড়াইতেন; এইরূপ মোচড়াইতে মোচড়াইতে যাই কলমটি একেবারে দুই খণ্ড হইয়া যাইত, অমনি দ্বারকানাথের বক্তৃতা বন্ধ হইত, আর বলিতে পারিতেন না। এই জন্য বক্তৃতা কালে ইহাঁর পশ্চাতে একজন লোক এক গোছা কলম লইয়া বসিয়া থাকিত, যাই একটি কলম ভাঙ্গিয়া যাইত, অমনি খেই হারাইবার ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কলম হাতে গুঁজিয়া দিত।

হাইকোর্টে ওকালতী কালে, দ্বারকানাথ, যে সকল প্রধান প্রধান মোকদ্দমা পরিচালনের ভার পান, সে সকলের উল্লেখ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। কারণ, সেই সকল মোকদ্দমার কোন্‌টিতে তিনি কিরূপ ভাবে তর্ক বিতর্ক করিয়া ছিলেন, কিরূপ ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা জানিবার আর বড় সম্ভাবনা নাই। কেবল নিম্নে একটি বিশেষ মোকদ্দমার উল্লেখ করা যাইতেছে, ইহা সেই বিখ্যাত কর সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা। এই মোকদ্দমা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ঘটনার মধ্যে পরিগণিত। ইহাদ্বারা তাঁহার যশ ও খ্যাতি প্রতিপত্তি শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ইহা তাঁহার আশু বিচারপতি পদ লাভের অন্যতম কারণ।

কর সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা।

THE GREAT RENT CASE.

হাইকোর্টের যে মোকদ্দমায় দ্বারকানাথ দেশ বিখ্যাত হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করেন, ১৮৬৫ সালের জুন মাসে সেই চির স্মরণীয় মোকদ্দমা হয়। এ পর্য্যন্ত এ দেশের কোন হাইকোর্ট বা চীফ কোর্টে এতদূর প্রয়োজনীয় ও আন্দোলনযুক্ত মোকদ্দমা আর উত্থাপিত হয় নাই! এই মোকদ্দমার সহিত দেশ শুদ্ধ লোকের (যাহার কিছু মাত্র জমি জমা আছে) সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল, ও এই মোকদ্দমায় দ্বারকানাথ হারিলে দেশ মধ্যে এক তুমুল বিপর্য্যয় কাণ্ড উপস্থিত হইত; দেশের প্রজা শ্রেণী বা রায়ৎ সম্প্রদায় (মধ্যবিত্ত এবং কৃষকগণ) করভারে একবারে

নিঃস্ব হইয়া পড়িত। এতাদৃশ গুরুতর মোকদ্দমার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

১৮৫৯ সালের এপ্রেল মাসে, গবর্ণমেণ্ট প্রজা ও ভূম্যধিকারী মধ্যে কর সম্বন্ধে এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করেন। সাধারণত, ইহা ১৮৫৯ সালের দশ আইন নামে প্রসিদ্ধ। যদিও এক্ষণে এই আইনের আর নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু এক সময় (১৮৬০ সাল হইতে ১৮৬৯ সালে বেঙ্গল কৌন্সিল কর্তৃক আট আইন পাস না হওয়া পর্যান্ত, কয়েক বৎসর ক্রমাগত) এই আইন দ্বারা বাঙ্গালায় এক বিপর্য্যয় কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছিল। সেই সময় আদালত সমূহে এই দশ আইন ঘটিত মোকদ্দমা এত উপস্থিত হইত যে, তাহার সংখ্যা ছিল না ও হাইকোর্টে ইহার এত আপীল হইত যে, অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত মোকদ্দমার তুলনায় ইহা সমধিক বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক, এই আইনে অপরাপর বিষয়ের সহিত জমিদারদিগের রাজস্ব আদায় ও বৃদ্ধির যেমন উপায় করিয়া দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে প্রজাদিগেরও কতিপয় বিষয়ে অধিকার প্রদান করা হয়। প্রজাদিগের পক্ষে সেই বিধিগুলি বিলক্ষণ সুবিধা জনক।

প্রজাদিগের স্বত্বাদি সম্বন্ধে এই আইনে সবিশেষ উল্লেখ থাকে। তন্মধ্যে একটি ধারায় (Section 6), যে সকল প্রজা অন্তত বার বৎসর কাল যে ভূমি দখল করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে সেই ভূমির উপর দখলি স্বত্ব (Right of Occupancy) প্রদান করা হয়; অপর একটি ধারায় (Section 17), কোন্ কোন্ কারণ ব্যতীত প্রজার রাজস্ব বৃদ্ধি করা যাইবে না, তাহার উল্লেখ থাকে। এস্থলে আর একটি কথা বলা উচিত। এই আইন

বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে, বাঙ্গালার কতিপয় জেলার নীলকর পত্তনিদারগণ, তাঁহাদিগের অধীনস্থ প্রজাদিগের প্রতি বল প্রকাশ দ্বারা নীল বুনাইয়া লওয়ায় (যাহার ফল বাঙ্গালার বিখ্যাত নীল বিদ্রোহ) তাহাদিগকে এত দিন যে অযথা ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, এই আইনে তাহার কতকটা প্রতিকারের উপায় হওয়ায় অনেক নীলকরাধিকৃত প্রজা আপনাদিগের স্বত্ব বুঝিয়া নীলের পরিবর্ত্তে আপনাদিগের ইচ্ছানুযায়ী লাভ জনক শস্যের চাষ আরম্ভ করে। ইহাতে উক্ত নীলকরদিগের স্বার্থে আঘাত লাগায়, তাহারা আপনাদিগের ক্ষতি পূরণার্থ উক্ত আইনের ধারা বিশেষের মর্ম্মানুসারে অধীনস্থ প্রজাদিগের রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে। নদীয়ার নীলকর হীল সাহেব ইহার প্রথম পথ প্রদর্শক।

হীল সাহেব এই পন্থা অবলম্বন করিলে, যাহারা এই বর্দ্ধিত হারে কর প্রদানে অস্বীকৃত হয়, ঈশ্বর ঘোষ নামক একজন প্রজা তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। ঈশ্বর ঘোষ পূর্ব্বে প্রতি বিঘার পাঁচ আনা চার পাই হিসাবে রাজস্ব প্রদান করিত। হীল সাহেব ইহার উপর দশ আনা আট পাই বৃদ্ধি করিয়া বিঘা প্রতি এক টাকা করিয়া রাজস্ব নির্দ্ধারণ করায় ঈশ্বর ঘোষ উক্ত বর্দ্ধিত হারে কর প্রদানে অস্বীকৃত হওয়ায় বাকী খাজনার দাবীতে, সাহেব ইহার নামে নালিস করে।

নদীয়ার অতিরিক্ত জজ এল্ফিন্ষ্টোন্ জ্যাকসনের নিকট ইহার বিচার হয়। তিনি বাদীর পক্ষে দ্বিগুণ হারে (দশ আনা আট পাই) ডিক্রী দেন, এবং তাঁহার বিচারের রায়ে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, ইহাকেই ন্যায্য এবং উপযুক্ত

হাররূপে গ্রাহ্য না করিয়া আর অধিক কর বৃদ্ধি করিলে, গরিব প্রজাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইবে ও তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার হইবে। কিন্তু প্রতিবাদী ঈশ্বর ঘোষ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া হাইকোর্টে আপীল করে। ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইহার আপীল হয়, ও পর বৎসর উক্ত মাসে ইহার নিষ্পত্তি হয়। স্যার বার্ণেস পিকক, জজ বেলী এবং কেম্প ইহার বিচারক ছিলেন। ইহাঁরা মালথসের অর্থ নীতির ব্যবস্থানুসারে এই কর বৃদ্ধির সমর্থন করেন, তবে এই আদেশ করেন, এই বৃদ্ধি যেন উক্ত আইনের ৫ম ধারানুযায়ী ন্যার্য্য ও উপযুক্ত হারে (fair and equitable rate) নির্দ্ধারণ করা হয়, ও তাহা যেন এক টাকার অনধিক হয়। ইহা হইতে আমাদিগের আলোচ্য (১৮৬৫ সালের) কর সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার সূত্রপাত। *

এই মোকদ্দমার বিচার শেষ করিয়া, স্যার বার্ণেস কিছু দিনের অবসর লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। হীল সাহেবের মোকদ্দমার দাবী অকিঞ্চিৎকর হইলেও বিষয়টি অতীব গুরুতর। প্রধান বিচারপতি, ঈশ্বর ঘোষের এই মোকদ্দমার বিচার কালে, নদীয়ার জজ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ জ্যাক্‌সন গরিব প্রজার পক্ষে একটু টানিয়া বিচার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রতি কিছু তীব্র কটাক্ষ করেন। হাইকোর্টের অপরাপর বিচারপতি (বিশেষত জষ্টিস কেম্বেল) এই কারণে প্রধান বিচারপতির প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন, এবং তাঁহার মীমাংসা ও নির্দ্ধারণ তাঁহাদিগে',

* See Marshal's Report, Vol. II.

বিশেষত, জষ্টিস কেম্বেল এবং জ্যাক্সনের (ইনি এই সময় নদীয়া হইতে হাইকোর্টে আসেন) মনঃপূত না হওয়ায় ইহাঁরা ঠিক এই প্রকারের (cognate) মোকদ্দমার অনুসন্ধানে থাকেন। দশ আইন ঘটিত মোকদ্দমার এই সময় অভাব ছিল না। শীঘ্রই ঠাকুরাণী দাসীর মোকদ্দমার আপীল ইহাঁদিগের হস্তে বিচারার্থ অর্পিত হয়; ইহাঁরা ইহার পূর্ণ মীমাংসার্থ ফুল বেঞ্চে পাঁচজন বিচারপতির হস্তে ইহার বিচার ভার অর্পণ করেন। স্যর বার্ণেস এই সময় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া আসেন। তিনি কয়েক জন সহযোগীর অভিপ্রায় জানিয়া দেখিলেন এই মোকদ্দমায় কেহ তাঁহার সপক্ষ নহেন, কিন্তু হাইকোর্টের সকল বিচারপতি একত্র সম্মিলিত হইলে তাঁহার সপক্ষ মিলিতে পারে, এই আশায় প্রধান বিচারপতি পনর জন জজের পূর্ণাধিবেশনের অনুমতি করেন। ঈশ্বর ঘোষ এবং ঠাকুরাণী দাসীর মোকদ্দমা ঠিক একজাতীয় (cognate), অধিকন্তু ইহাতে ৬ষ্ঠ ধারার দখলি স্বত্বের বিষয়ও বিচার্য্য থাকে, সুতরাং ইহার আর স্বতন্ত্র বিবরণ দিবার আবশ্যক করে না। খিদিরপুর নিবাসী বাবু বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় এই মোকদ্দমার বাদী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালার সমস্ত ভূম্যধিকারী ও নীলকর শ্রেণীর স্বার্থ ইহার সহিত জড়িত থাকায় ইহাঁদিগের অনেকেই ইহাতে যোগদান করেন।

পনর জন জজ একত্রে মিলিয়া এই মোকদ্দমার বিচার করেন। ঈশ্বর ঘোষের মোকদ্দমার ন্যায় এই মোকদ্দমারও দাবী যৎসামান্য। প্রথমে চব্বিশ পরগণার ডেপুটি কলেক্টরের নিকট ইহার বিচার হয়। তিনি বাদীর পক্ষে ডিক্রী দেন। ঠাকুরাণী দাসী ইহাতে চব্বিশ পরগণার জজের নিকট ইহার পুনর্ব্বিচার

প্রার্থনা করেন। তিনি ডেপুটি কালেক্টরের রায় বাহাল রাখায় হাইকোর্টে ইহার আপীল হয়। বিচারপতি এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ জ্যাক্‌সন এবং কেম্বেলের নিকট ইহার বিচার হয়। ইহাঁরা উভয়েই স্যর বার্ণেস পিককের ব্যবস্থিত উপযুক্ত ও ন্যায্য হারের (fair and equitable rate) আদেশ ভ্রম সঙ্কুল বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে অর্পিত এই জাতীয় (৫ম ধারার) দুইটি মোকদ্দমা * ডিস্‌মিস্‌ করিয়া দেন (প্রজাপক্ষে রায় দেন), ও এই তৃতীয় মোকদ্দমাটিতে তিনটি প্রয়োজনীয় ধারারই (৫ম, ৬ষ্ঠ ও ১৭ শ) একত্র সন্নিবেশ থাকায় এইটিকে তাঁহারা ফুল বেঞ্চে অর্পণ করেন। বাঙ্গালার হাইকোর্ট স্থাপনাবধি এ পর্য্যন্ত আর কোন মোকদ্দমায় সমস্ত দেশ মধ্যে এতাদৃশ আন্দোলন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই মোকদ্দমা ভিন্ন হাইকোর্ট স্থাপনাবধি আর কোন মোকদ্দমায় পনর জন জজ একত্রে এ পর্য্যন্ত বিচার করিতেও বসেন নাই, ফলত, এতাদৃশ গুরুতর মোকদ্দমা এ পর্য্যন্ত আর হাইকোর্টে উত্থাপিত হয় নাই। বাঙ্গালার ছয় কোটি প্রজার শুভাশুভ এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির উপর নির্ভর করিতেছিল,—সকলে এক মনে, এক ধ্যানে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিচারের ফলাফল প্রতীক্ষা করিতেছিল। নীলকর ও জমিদারদিগের সহিত এই মোকদ্দমার বিশেষ সংস্রব, বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় উপলক্ষ মাত্র। সুতরাং এই মোকদ্দমায় হাইকোর্টের বারিষ্টারদিগের

---

* হরমোহন মুখোপাধ্যায় বঃ ঠাকুর দাস মণ্ডল; শিব নারায়ণ ঘোষ বঃ কাশীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উইক্‌লি রিপোর্টের ২য় খণ্ডের ১১২ এবং ২২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

অলঙ্কার স্বরূপ ডয়েন জমিদারদিগের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন, উকীল বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দ্রমাধব ঘোষ ইহাঁর সহকারী নিযুক্ত হইলেন। এতদ্ভিন্ন, নীলকর হীল সাহেব আপনাদিগের স্বার্থ রক্ষার্থ বারিষ্টার প্রবর উড্রোফকে স্বতন্ত্র নিযুক্ত করেন।

অপর দিকে, গরিব প্রজার সহায়, দ্বারকানাথ এই মোকদ্দমায় বিনা বেতনে ঠাকুরাণী দাসীর পক্ষে দাঁড়াইয়া অসহায় প্রজাদিগের জন্য প্রাণপণে লড়িতে লাগিলেন। দ্বারকানাথের সঙ্গে আর, ই টুইডেল, বাবু মহেন্দ্রলাল সোম, ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কয়জন সহকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বারের অপর সমস্ত উকীল এই পক্ষে যোগদান করেন। দ্বারকানাথের ন্যায় ইহাঁরাও কেহ এই মোকদ্দমায় অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

এই মোকদ্দমা চালাইতে দ্বারকানাথকে বিস্তর অনুসন্ধান ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইংরাজী, মুসলমানী এবং হিন্দু আইন ঘটিত পুস্তক সকল, টডের রাজস্থান, আইন আকবরী ও মনুর ব্যবস্থা, মালথাস, মিল প্রভৃতির ইংরাজী অর্থনীতি সম্বন্ধীয় মীমাংসা পুস্তক, রাজস্ব, বেতন ও পরিশ্রম বিষয়ক বিবিধ আইন পুস্তক, নূতন ও প্রাচান বিধি ব্যবস্থা সকল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মন্তব্য এবং সদর আদালত ও হাইকোর্টের নজীর প্রভৃতি যাহা কিছু দরকারে আসিবার সম্ভাবনা, সে সমস্ত দিবা রাত্র পরিশ্রম পূর্ব্বক তন্ন তন্ন রূপে সংগ্রহ করিয়া দ্বারকানাথ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। কোন্ উকীল বা বারিষ্টার পরের

নিমিত্ত—গরিবের নিমিত্ত, নিঃস্বার্থভাবে এতদূর খাটিয়া থাকেন বা খাটিয়াছেন?

১৮৬৫ সালের ৬ই জুন মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। দ্বারকানাথ, নিজ স্বভাবসিদ্ধ অকাট্য যুক্তি, তর্ক এবং বাগ্মীতা বলে, তাঁহার সেই অসামান্য বাক্য বিন্যাসচ্ছটায় শত শত নজীর প্রদর্শনে, নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত সাত দিন ধরিয়া এই মোকদ্দমার বিচার হয়। দিনের পর দিন, যাইতে লাগিল, দ্বারকানাথ, প্রাতের এগারটা হইতে, সন্ধ্যার পাঁচটা পর্য্যন্ত, অবিশ্রান্ত ভাবে, বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অনর্গল তর্ক বিতর্ক ও বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পা ধরিয়া গিয়াছে, বকিতে বকিতে একবারে কাতর—অবসন্ন প্রায় হইয়া পড়িয়াছেন, মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছে, তথাপি বক্তৃতার বিরাম নাই, মুখে বিরক্তির চিহ্ন মাত্র নাই। কেবল, আদালতে এই পরিশ্রমের শেষ হইত না। তথায় এত পরিশ্রমের পর গৃহে আসিয়া, পর দিবস কি বলিবেন, বাদীর পক্ষের কৌন্সিলির যুক্তি সকল কিরূপ ভাবে খণ্ডন করিবেন, এই সকল স্থির করিতে ও নজীর সংগ্রহের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত পুস্তক সকল দেখিতে হইত, তাহাতেও অনেক চিন্তা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে, জজদিগের মধ্যে পরস্পর কোন কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য থাকায়, বিশেষত, স্যর বার্ণেস পিকক এই মোকদ্দমার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে থাকায়, দ্বারকানাথের প্রতি কথায় প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এরূপ স্থলে, একজনে অতগুলি বিজ্ঞ আইনজ্ঞ লোকের মত খণ্ডন করা ও ভ্রম প্রদর্শন করাইয়া নিজপক্ষ বলম্বী করা কতদূর ক্ষমতা, সাহস ও বুদ্ধির

কার্য্য, তাহাতে আবার বিপক্ষ পক্ষে ডয়েন, উড্রোফ এবং কৃষ্ণকিশোর ঘোষের ন্যায় তিন জন প্রাচীন, বহুদর্শী, মহারথী তুল্য আইনজ্ঞ যখন তাঁহার প্রতিকূলে রহিয়াছেন! এই তিন জনের তর্কের অযৌক্তিকতা প্রদর্শনে ও পনর জন জজের ভ্রম প্রদর্শনে, বিশেষত, বহুদর্শী সুবিজ্ঞ চিফ জষ্টিস স্যর বার্ণেসের ঘন ঘন কঠিন চিন্তাশীল প্রশ্ন সকলের সদুত্তর দানে সক্ষম হওয়ায়, দ্বারকানাথ জজদিগের আনন্দ ও দর্শকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। এই সময় দ্বারকানাথের অকাট্য যুক্তি ও সুগভীর তর্কপূর্ণ বক্তৃতা শুনিবার নিমিত্ত প্রতিদিন বহুসংখ্যক দর্শকে আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য হইত। তন্মধ্যে তাৎকালিক ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নোবল্ টেলর ও অপর কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত এই বক্তৃতা শুনিতে উপস্থিত হইতেন।

দিন দিন জজগণ, দ্বারকানাথের সূক্ষ্ম তর্ক, প্রবল যুক্তি ও বক্তৃতার নিকট পরাস্ত হইয়া ইহাঁর পক্ষাবলম্বী হইতে লাগিলেন। সাত দিনের দিন বক্তৃতা শেষ হইল। তখন জজ, বারিষ্টার, উকীল ও দর্শকবৃন্দ সকলে সেই অসাধারণ ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া ইহাঁর যশ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। জজগণ শতমুখে দ্বারকানাথের শত শত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সংবাদ পত্রে দ্বারকানাথের এই অসাধারণ বক্তৃতার কথা দেশ দেশান্তরে ঘোষিত হইতে লাগিল। বিচারপতিগণ দ্বারকানাথের সপক্ষে রায় দিলেন; দ্বারকানাথ বিচারে জয়লাভ করিলেন। ডয়েন সে সময় হাইকোর্টের বারিষ্টরদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন, তিনি প্রতিপক্ষ হইয়াও দ্বারকানাথের বিস্তর প্রশংসা করেন। সে

সময় বড় বড় আইনজ্ঞ লোক বলিয়াছিলেন, দ্বারকানাথ বাঙ্গালী হইয়া কর সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় যেরূপ নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, যদি কোন ভাল ইংরাজ বারিষ্টার এই বক্তৃতা করিতেন, তাহা হইলে ইহা তাঁহার পক্ষেও শ্লাঘার বিষয় হইত। স্যর হেনরি মেইন, ড্যাম্পিয়ার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী দ্বারকানাথের এই অসাধারণ ক্ষমতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ইহাঁর ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন। আর স্যর বার্ণেস পিকক যদিও এই মোকদ্দমার প্রথমাবধিই প্রতিকূলে ছিলেন, এই মোকদ্দমার বিচার তাঁহার বড় মনোমত হয় নাই, তথাপি তিনি ইহাতে দ্বারকানাথের ক্ষমতা ও আইনাভিজ্ঞতা দর্শনে কীদৃশ প্রীত হইয়া ছিলেন, হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি পদ শূন্য হইলে, ইহাঁকে সেই পদ প্রদানের আগ্রহ দৃষ্টে সে সময়ের সকলে তাহা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ যে এত স্বল্পকাল কাল মধ্যে, বিনা প্রার্থনায়, উপযাচিত হইয়া হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করেন, স্যর বার্ণেসের অনুরাগ তাহার প্রধান কারণ।

এই মোকদ্দমার বিচার কার্য্য কি ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন, সেই সময়কার সংবাদ পত্র সমূহে ইহা লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছিল; যাহা হউক, এই ঘটনার পর কিছুদিন জমিদার ও প্রজা উভয় পক্ষ মধ্যে বিলক্ষণ বিদ্বেষভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আমরা সেই সকল গোলযোগের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া এই মোকদ্দমার বিচার সম্বন্ধে জনৈক সুরসিক ইংরাজ লেখক রচিত বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গ কবিতাটি স্থানান্তরে প্রদান করিলাম।

এক্ষণে, এই অধ্যায় সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে, দ্বারকানাথের ওকালতীতে উন্নতির কারণ নির্ণয় করিয়া দেখা যাউক।

সৌভাগ্যক্রমে, দ্বারকানাথের হস্তে এরূপ কতকগুলি মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, যাহা তাঁহার কি ওকালতী, বা কি জজিয়তী, উভয় কালেই যশ ও প্রতিপত্তি বিস্তারের যথেষ্ট সহায়তা করে। দ্বারকানাথ ভাগ্যবান ছিলেন বলিয়াই তাঁহার যশোরাশি বিকীর্ণ হইবার নিমিত্ত তাঁহার ভাগ্যে এই সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ এরূপ ঘটনা অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।

এই কর সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা দ্বারকানাথের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট সহায়তা করে। দ্বারকানাথ এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদী পক্ষের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ না করিলে তিনি স্যর বার্ণেসের এতাদৃশ মনোযোগ আকর্ষণে কখন সক্ষম হইতেন না। এই মোকদ্দমা বিনা বেতনে গ্রহণ করিয়া এক দিকে যেরূপ সহৃদয়তা ও সদাশয়তার পরিচয় প্রদান করেন, অপর দিকে স্বয়ং ইহার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া সবিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দান করেন। বস্তুত, দ্বারকানাথের এত শীঘ্র বিচারপতি পদ লাভের পক্ষে এই মোকদ্দমা বিশেষ সুযোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং তিনি এই সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া বুদ্ধিমানের—সুবিজ্ঞের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সকল সুযোগ উপস্থিত না হইলে দ্বারকানাথ এত শীঘ্র কখন সাধারণ্যে যশোলাভে সক্ষম হইতেন না। বিচারপতি অবস্থা কালেও এরূপ কয়েকটী মোকদ্দমার বিচার ভার তাঁহার হস্তে পতিত হয়, যদ্দ্বারা তাঁহার নিজ প্রতিপত্তি বিস্তারের সুবিধা

লাভ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেই সকল মোকদ্দমার উল্লেখ করা যাইবে।

তাহার পর; দ্বারকানাথের অবলম্বিত ব্যবসায়। দ্বারকানাথ স্বভাবতই এক জন ব্যবহারাজীবের গুণ বিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদ্যপি তিনি অপর কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী হইয়াও কখন এতাদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হইতে পারিতেন কিনা বিলক্ষণ সন্দেহের বিষয়। কারণ, তিনি অপর কোন ব্যবসায় অবলম্বনের উপযোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক, দ্বারকানাথ নিজ ব্যবসায় (ওকালতী) নির্ব্বাচনে সবিশেষ বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও পরিণামদর্শিতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন, ও এই জন্য নিজ অবলম্বিত ব্যবসায়ে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভে সক্ষম হন। অনেক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিও, এই অনুরূপ উপজীবিকা নির্ব্বাচনে অন্তর্দৃষ্টি না থাকায়, অবলম্বিত ব্যবসায়ে সফলতা লাভে সক্ষম হয়েন না। হয়ত, যিনি শিক্ষা কার্য্যের উপযুক্ত, তিনি ইঞ্জিনীয়রের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন, যিনি চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিলে ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, তিনি ব্যবহারাজীবের কার্য্য গ্রহণ করিলেন, আর যিনি মসীজীবীর ব্যবসায়ে নিপুণ, তিনি হয়ত বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপ অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি নিজ উপযোগী ব্যবসায় নির্ব্বাচনে সক্ষম না হওয়ায় তাঁহাদের ভাবী অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

আবার দ্বারকানাথের ওকালতী ব্যবসায় অবলম্বনের অন্যতম কারণ—তাঁহার মানসিক স্বাধীন ভাব। পূর্ব্বে এক স্থলে বলা

হইয়াছে, দ্বারকানাথ এতাদৃশ স্বাধীন চিত্তের লোক না হইলে ওকালতীর প্রতি তাঁহার এতদূর অনুরাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িত বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুত, দ্বারকানাথ যেরূপ তেজস্বী প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহাতে মসীজীবীর দাসত্ব ব্যবসায় তাঁহার অবলম্বন হইলেও তাঁহার মানসিক তেজস্বীতা তাঁহাকে দীর্ঘকাল এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকিতে দিত না, ওকালতীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত না হইলেও এই জন্য তাঁহাকে ইহা পরিত্যাগ করিয়া অপর এমন কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইত, যাহাতে তিনি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হন।

সহৃদয় শম্ভুনাথ পণ্ডিতের সময়োচিত সাহায্য ও উৎসাহ দান দ্বারকানাথের উন্নতি ও প্রতিপত্তি লাভের অন্যতম মূলীভূত কারণ। শম্ভুনাথের নিকট হইতে তিনি আইন সম্বন্ধীয় অনেক অভিজ্ঞতাপূর্ণ উপদেশ ও পরামর্শ লাভ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিচারাসন।

বাঙ্গালী বিচার পতি—কে জজ হইবার উপযুক্ত—দ্বারকানাথের প্রতি সাধারণের অভিপ্রায়—স্যর উইলিয়ম গ্রে'র পত্র—বিচারপতি পদলাভের জন্য দরখাস্তের কথা—দ্বারকানাথের বিচারপতি পদে নিয়োগ বার্ত্তা প্রচার—স্যর বার্ণেস ও দ্বারকানাথ—সাধারণের অভিপ্রায়—মুসলমান আইনাভিজ্ঞতা—হিন্দু আইন জ্ঞান—পতিতা রমণীর বিষয়াধিকারের মোকদ্দমা।

১৮৬২ সালে প্রথম একজন এ দেশীয় উপযুক্ত লোককে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রদানের কথা হয়; বাবু রমাপ্রসাদ রায় উক্ত পদে মনোনীত হন। কিন্তু রমাপ্রসাদকে বিচারাসনে বসিবার পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইতে হইল। সুতরাং বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত এই পদে মনোনীত হইলেন। দুঃখের বিষয়, সদাশয়, প্রিয়ভাষী শম্ভুনাথকেও অধিক দিন এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইল না। ১৮৬৭ সালের ৬ই জুন ওষ্ঠব্রণ রোগে শম্ভুনাথ বাবু রমাপ্রসাদের অনুগামী হইলেন। তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুতে দেশ শুদ্ধ লোক চমকিত হইল; ভাবিল, বুঝি এ দেশীয়ের ভাগ্যে এ গৌরবের পদ ভোগ করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, নহিলে পাঁচ বৎসরের মধ্যে কেন দুই জন উপযুক্ত লোকই ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবেন? সকলেই ভাবিতে লাগিল, শম্ভুনাথের পর আর কে এমন

উপযুক্ত লোক আছেন, যিনি এই উচ্চ পদের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন।

এক্ষণে পুরাতন দলের মধ্যে দুই ব্যক্তি এই পদের উপযুক্ত বলিয়া অনেকের নিকট বিবেচিত হইতে লাগিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ প্রথম। কৃষ্ণকিশোর বাবু আইন জ্ঞানে পরিপক্ক ও বহুদর্শী হইলেও এবং উক্ত পদে সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অধিক দাবী থাকিলেও তাঁহার পদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী হইলেও ইংরাজীতে তাঁহার জ্ঞান অল্প ছিল, এতদ্ভিন্ন বয়সে তিনি এরূপ প্রাচীন হইয়াছিলেন যে, বিচারকের কার্য্য ভার বহন করা তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। দ্বিতীয় ব্যক্তি, তিনি এখনও বর্ত্তমান আছেন, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। তবে তাঁহার এই পদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে অনেকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; আর স্যার বার্ণেস পিকক চীফ জষ্টিস পদে উপবিষ্ট না থাকিলে তিনি যে এই পদ লাভ করিতেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। নূতন দলের মধ্যেও সে সময় কয়েক জন উপযুক্ত লোক ছিলেন ও তাঁহাদিগের মধ্যেও একটা আঁচা আঁচি চলিতেছিল,—এখন কাহার ভাগ্যে এ উচ্চ গৌরবের পদ লাভ হইবে?

দ্বারকানাথের প্রতি সাধারণের লক্ষ্য থাকিলেও ইহাঁর ন্যায় অল্প বয়স্ক যুবা পুরুষের বিচারপতি হওয়ার আশা অতি অল্প লোকের মনে স্থান পাইয়াছিল। কারণ, স্বাধীন প্রকৃতি সম্পন্ন নির্ভীক ও স্পষ্ট বক্তা দেশীয় লোকের পক্ষে এ দেশের সরকারী পদ লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব; তাহার উপর, আবার, দ্বারকা-

নাথ বয়সে এখনও প্রবীণতা লাভ করেন নাই, আজিও অল্প বয়স্ক যুবা পুরুষ এবং আদালতের নিয়মানুসারে অল্প দিন মাত্র সিনীয়র উকীল হইয়াছেন, সুতরাং ইনি উক্ত পদের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য হইলেও এই সকল কারণে, দুরাশা বোধে, কেহ ইঁহার বিষয় ততদূর ভাবিতে সাহস করে নাই। সকলে ভাবিল, কে তবে শম্ভুনাথের পদ পাইবার উপযুক্ত? এই সময় লোকে আর যাঁহাদিগকে অনুমান করিয়াছিল এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল পদ প্রার্থীর নাম প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহারা কেহই ক্ষমতা ও যোগ্যতায় দ্বারকানাথের সমতুল্য ছিলেন না।

কয়েক দিন পরে, এক দিন দ্বারকানাথ উকীলদিগের লাই-ব্রেরীতে বসিয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে উকীল, মোক্তার প্রভৃতি অনেক লোক বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছেন; বিষয়—"এবার কে জজ হইবে।" বড় বড় উকীলদিগের মধ্যে ভিতরে ভিতরে আঁচা আঁচি চলিতেছে; এমন সময় দ্বারকানাথের হস্তে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের এক খানি পত্র আসিল। পত্রের ভিতর বাঙ্গালার লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব দ্বারকানাথের সহিত পর দিবস প্রাতে একবার সাক্ষাতের অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাই লিখিত ছিল।

এ সময় অপর কোন লোক হইলে সহজেই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু, দ্বারকানাথ হঠাৎ এরূপ সাক্ষা-তের কারণ অনুভব করিতে না পারিয়া, পর দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেলবেডিয়ার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। বেলবেডিয়ারে উপ-স্থিত হইয়া দ্বারকানাথ স্যার উইলিয়ম গ্রে'র সহিত সাক্ষাতের পর, তাঁহার মুখে যাহা শুনিলেন, তাহাতে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে

অভিভূত হইলেন। স্বপ্নেও যাহা মনে করেন নাই, দ্বারকানাথ গ্রে'র মুখে সেই সংবাদ শুনিলেন। চীফ জষ্টিস স্যর বার্ণেস পিকক তাঁহার নিকট, দ্বারকানাথকে হাইকোর্টের জজের পদ প্রদান নিমিত্ত প্রস্তাব করেন,* এবং গবর্ণর জেনারেল স্যর জন লরেন্স সেই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া মহারাজ্ঞীর সম্মতি লাভের নিমিত্ত নিয়োগ পত্র ইংলণ্ডে পাঠাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

দ্বারকানাথ এইরূপ অচিন্তনীয় পদে উপযাচিত হইয়া সহর্ষ চিত্তে সম্মতি দান করিলেন।

দ্বারকানাথের ইচ্ছা ছিল না যে, আপন এই অভিনব সৌভাগ্যের কথা আপাতত সকলের নিকট প্রকাশ করেন, এজন্য অন্নদা বাবু প্রভৃতি যে দুই এক জন বিশেষ বন্ধুর নিকট, স্যর উইলিয়ম গ্রে'র নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, এই কথা প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে, আদালতে এ সংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। এদিকে, আদালতের সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে, ছোট লাট কি জন্য ইহাঁকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন জানিবার জন্য ইহাঁর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দ্বারকানাথ, গেজেটে আপন অভিনব পদ লাভের কথা প্রচার হইবার পূর্ব্বে, ইহা প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকিলেও কিন্তু প্রকৃত কথা অধিক ক্ষণ গোপন রহিল না। বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ,আপন

---

* মধ্যে এক দিন স্যর বার্ণেস দ্বারকানাথকে নিজগৃহে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন " তুমি কি এই পদের প্রার্থী হইয়া দরখাস্ত করিয়াছ ? " দ্বারকানাথ সহাস্যে ইহার প্রত্যুত্তর দেন "দরখাস্ত করিয়া কি এ সকল পদ পাওয়া যায় ? "

প্রিয়তম বন্ধুর এই অচিন্তনীয় সৌভাগ্যের কথা গোপন রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও আনন্দে অধীর হইয়া, ইহা আর প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। দ্বারকানাথের আদালতে আসিবার পূর্ব্বেই আদালতময় এই সুসংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। দ্বারকানাথের বন্ধুগণ সকলেই এই সংবাদে যার পর নাই উল্লসিত হইলেন এবং দ্বারকানাথ আদালতে উপস্থিত হইবামাত্র সকলেই সহর্ষচিত্তে আনন্দ ধ্বনিতে ইহাকে গ্রহণ করিয়া আপনাদের সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

দ্বারকানাথের জজ হওয়ার কথা শীঘ্র আদালতময় প্রচার হইয়া পড়িল। যোগ্য ব্যক্তি উপযুক্ত পদে অভিষিক্ত হইলেন দেখিয়া সাধারণে কিরূপ সন্তোষ লাভ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সেই সময়কার সংবাদ পত্র দৃষ্টে সকলে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। পরিচয় স্বরূপ এ স্থলে সেই সময়কার সর্ব্ব প্রধান দেশীয় সংবাদ পত্রের অভিপ্রায় প্রদান করা হইল।*

---

* বাবু দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। উকীলদল হইতে লোক মনোনীত করিতে হইলে ইঁহাকেই অগ্রে মনোনীত করা বিধেয়। ইনি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাপন্ন, ও যেমন বুদ্ধিমান তেমনি আইনে দক্ষ, কেবল অল্প বয়স্ক বলিয়াই আমাদিগের কিঞ্চিৎ ভয় বোধ হয়। কারণ একে ত এরূপ পদ এদেশীয়দিগের দুষ্প্রাপ্য, যদি বা গবর্ণমেণ্টের দুর্ভেদ্য মুষ্টি হইতে একটি মাত্র বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে, এটি পাছে কাহার দোষে আবার এদেশীয়দিগের হস্ত পরিভ্রষ্ট হইয়া যায়, এই আমাদিগের বিষম শঙ্কা। যাহা হউক, যেরূপ জনরব উঠিয়াছিল, তাহা সত্য না হইয়া দ্বারকানাথ বাবু যে এ পদ পাইয়াছেন, ইহাতে কেবল আমরা নহি, সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।—সোম প্রকাশ, ২৫ শে আষাঢ় ১২৭৪।

গেজেটে দ্বারকানাথের নিয়োগ বার্ত্তা প্রচারিত হইল, দ্বারকানাথ হাইকোর্টের বিচারপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

চৌত্রিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াই দ্বারকানাথ হাইকোর্টের বিচারপতির আসন গ্রহণ করেন; ইহাঁর প্রধান সহায় ও বন্ধু স্যর বার্ণেস পিকক এই উপলক্ষে প্রকাশ্য আদালতে এই সংবাদ ঘোষণা করেন। এ পর্য্যন্ত বঙ্গের প্রধান বিচারালয়ে দ্বারকানাথের ন্যায় অল্প বয়স্ক আর কেহ বিচারপতির পদ গ্রহণে সক্ষম হন নাই।

স্যর বার্ণেস পিকক দ্বারকানাথকে সবিশেষ স্নেহ এবং সমাদরের চক্ষে দেখিতেন, ও ইহাঁর আইনাভিজ্ঞতার সবিশেষ গৌরব করিতেন। এজন্য বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমায় ইহাঁরা উভয়ে এক সঙ্গে বসিলে অগ্রে দ্বারকানাথকে রায় প্রকাশে অনুমতি করিতেন; যদি কোন মোকদ্দমায় পরস্পরের মতের অনৈক্য হইত, তাহা হইলে প্রধান বিচারপতি নিজ মত প্রকাশের সঙ্গে নিতান্ত দুঃখের সহিত সহযোগীর মতানৈক্যের বিষয় উল্লেখ করিতেন। সেথ রহমতুল্লা বনাম সরিউতুল্লা কাজী—ফুল বেঞ্চের এই মোকদ্দমায় দ্বারকানাথের সহিত স্যর বার্ণেসের মতের অনৈক্য হওয়ায় স্যর বার্ণেস নিজ রায় প্রকাশকালে ইহার উল্লেখে এই ভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন;— * * *

"I regret very much to differ from my honorable colleague, who first delivered judgment, because I always consider that his opinion is entitled to very great weight. But I am forced to form my own opinion upon the subject, and I have done so after

having attentively considered the arguments of counsel and the reasons which have been urged by my honorable colleague." *

দ্বারকানাথের বিচার শক্তির উপর, স্যর বার্ণেসের এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশে সকলে বুঝিতে পারিবেন, প্রধান বিচারপতি অপর জজদিগের অপেক্ষা দ্বারকানাথের কিরূপ সমাদর করিতেন ও ইহাঁর মীমাংসার কিরূপ অকাট্যতা ও গুরুত্ব স্বীকার করিতেন।

বস্তুত, দ্বারকানাথের সহিত স্যর বার্ণেস পিককের যেরূপ হৃদয়ের মিল হইয়াছিল, আর কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সহিত কোন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালীর সেরূপ হয় নাই। দ্বারকানাথ বড় ভাগ্যবান ছিলেন ও পিকক অতি ভদ্রলোক ছিলেন বলিয়া শ্বেতকৃষ্ণে এই অকৃত্রিম সদ্ভাব সংঘটিত হইয়াছিল, নতুবা অন্যান্য, বিশেষত আজকালকার, এংগ্লো ইণ্ডিয়ানদিগের ন্যায় স্যর বার্ণেসের হৃদয় সংকীর্ণ হইলে পর, দ্বারকানাথের ন্যায় তেজস্বী ও স্বাধীনপ্রকৃতি সম্পন্ন স্পষ্ট বক্তা লোককে হাইকোর্টের বিচারপতি পদ প্রদান নিমিত্ত কখন অনুরোধ করিতেন না; সুতরাং দ্বারকানাথ হাইকোর্টের বিচারপতি পদ লাভে সক্ষম হইতেন

* W. R. vol X., F. B. Rulings, p. 51.

☞ আমরা অতি বিশ্বস্ত লোকের নিকট অবগত হইয়াছি যে, স্যর বার্ণেস আইন জ্ঞানে এরূপ সুপণ্ডিত ও বিচার কার্য্যে এতাদৃশ সুদক্ষ ছিলেন যে, জজদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার সহিত একত্র বিচার করিতে বসিলে অতি সাবধানতার সহিত নিজ মতামত প্রকাশ করিতেন, পাছে কোন ভ্রম প্রমাদ ঘটে, এবং প্রধান বিচারপতি তাহা লক্ষ্য করিয়া যদি কিছু পরিহাস করেন।

না, আর হইলেও কখন এতদূর সদ্ভাব থাকিত না। এ বিষয়ের অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর একটু ভাল দেখিলে এখন অনেক ইংরাজ হিংসায় মরিয়া যান!

দ্বারকানাথের পূর্ব্ব সহযোগী উকীলগণ ইহাঁর এই পদোন্নতিতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহারা, আপনাদিগের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, দ্বারকানাথের সম্মানের নিমিত্ত ইংরাজী রীতি অনুসারে, ইহাঁকে এক ভোজ প্রদান করিয়া অভিনন্দন করেন। দ্বারকানাথের বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকেরই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, ইহাঁর ন্যায় এত অল্প বয়স্ক স্বাধীনচেতা যুবা পুরুষ কিরূপে উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারপতি পদের গৌরব রক্ষা করিবেন। বস্তুত, তাঁহাদিগের এই আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক ছিল, তাহা নহে। কেহ ভাল উকীল বা বারিষ্টর হইলেই যে তিনি এক জন ভাল বিচারক হইতে পারিবেন, তাহা ঠিক সম্ভব নয়। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্র হইয়াও শিক্ষাদান প্রণালী উত্তমরূপ জানা না থাকিলে, ভাল শিক্ষক হইতে পারা যায় না, সেইরূপ,বিচার কার্য্যে অভিজ্ঞতা না থাকিলে, ভাল আইনজ্ঞও এক জন ভাল বিচারক হইতে পারেন না। বিচারপতির কার্য্য সুবিচার বিতরণ করা। ব্যবহারাজীবের কার্য্য বিচারকের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজ পক্ষ সমর্থন করা; সুতরাং ইহাঁরা উগ্র বা অপরিণত বয়স্ক হইলে তত ক্ষতি নাই। কিন্তু, বিচারকের অক্রোধী, সরল-স্বভাব ও পক্ষপাতদোষ শূন্য হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বয়সে প্রবীণ না হইলে বহুদর্শন-জনিত অভিজ্ঞতা অল্পই জন্মিয়া থাকে। বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি পরিপক্ক না হইলে অনেক বিষয়ে ভ্রম হইতে পারে; এতদ্ভিন্ন, যৌবনের ঔদ্ধত্য পূর্ণমাত্রায় প্রবল থাকায় অনেক সময় বিবেকের

ধীন হইয়া চলা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই জন্য, দ্বারকানাথের বন্ধুগণ তাঁহার নিমিত্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। আবার, দ্বারকানাথ যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতির লোক, তাহাতে তিনি এক জন প্রধান বিচারপতির অধীনে চলিতে পারিবেন কিনা, তাহাও বড় চিন্তার বিষয় ছিল।

দ্বারকানাথ বিচারাসনে বসিলেন। চিফ জষ্টিস হইতে আদালতের সামান্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত এবং বিচারার্থী হইতে সংবাদ পত্রের সম্পাদক * পর্য্যন্ত সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ইহাঁর উপর নিপতিত হইতে লাগিল। দ্বারকানাথ বড় প্রতিভাশালী ছিলেন, ওকালতীতে ইহাঁর বড় সুখ্যাতি ছিল, সেই জন্য সকলের ইহাঁর প্রতি এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ইহাঁর বন্ধুদিগের মনে যে আশঙ্কা ছিল, অল্প দিন মধ্যে তাহা তিরোহিত হইল। দ্বারকানাথ বিচারাসনে দিন দিন বেশ সুখ্যাতি কিনিতে লাগিলেন। স্যর বার্ণেস পিকক উপযুক্ত পাত্রকে মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া সন্তোষ লাভ করিতে লাগিলেন। ওকালতীতে দ্বারকানাথের যেরূপ যশ ছিল, বিচারাসনে তাহা অক্ষত থাকিয়া ক্রমশ পরিপুষ্ট লাভ করিতে লাগিল। বিচার কার্য্যে দ্বারকানাথের কিরূপ সুখ্যাতি হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে অধিক কিছু না বলিয়া এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, আজ পর্য্যন্ত অনেকে হাইকোর্টের কোন জজের প্রশংসা করিতে হইলে সার বার্ণেসের পরেই দ্বারকানাথের সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া

---

* বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের ন্যায় ব্যবহারাজীব কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নয়, পৃথিবীর মধ্যে অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিচারপতি হইয়াও তিনি অল্প ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন না।—১৭ই এপ্রিল, ১৮৭১, সোমপ্রকাশ।

বাহুল্যভয়ে অপরাপর ইংরাজী এবং বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের অভিপ্রায় উদ্ধৃত হইল না।

থাকেন। বস্তুত, বাঙ্গালী দ্বারকানাথ হাইকোর্টের বিচারাসনে উপবেশন করায়, দ্বারকানাথের কতদূর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু, দ্বারকানাথকে বিচারাসনে পাইয়া হাইকোর্টের যে গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল, ইহা সপক্ষ বিপক্ষ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। নিরপেক্ষতা দ্বারকানাথের প্রধান গুণ ছিল; বিচারে যাহা ভাল বোধ হইত, ইনি উকীল বারিষ্টরের কুহকে বা আপন সহযোগীর অনুরোধে, কখন তাহার অন্যথা করিতেন না। প্রায় সাত বৎসর কাল দ্বারকানাথ জজের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই অল্প সময় মধ্যে আইন জ্ঞান এবং বিচার কার্য্যে দ্বারকানাথ কিরূপ যোগ্যতর পরিচয় দান করেন, বিভিন্ন জাতীয়, বিভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জজ, বারিষ্টর ও দেশীয় উকীলদিগের মধ্য হইতে সমভাবে প্রভূত যশোলাভ তাহার অন্যতম পরিচয়। তথাপি দ্বারকানাথ কখন আইন শিক্ষা সম্বন্ধে কোন সুবিজ্ঞ অধ্যাপক বা ভাল বারিষ্টরের নিকট বিন্দু মাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। কলেজে রীতিমত শিক্ষা লাভ হয় নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হইবার অল্প দিন পরেই বাধ্য হইয়া তথা হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল, কেবল গৃহে বসিয়া নিজ যত্নে যাহা শিখিয়াছিলেন মাত্র। যদি দ্বারকানাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে বা বিলাতে বিখ্যাত বারিষ্টর অধ্যাপকদিগের নিকট রীতিমত শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে যে ইনি আইনে কীদৃশ পারদর্শী হইতেন, তাহা অনুমান করা যায় না।

হাইকোর্ট স্থাপনাবধি, এ পর্য্যন্ত এক স্যর বার্ণেস পিকক ব্যতীত, অপর কোন বিচারপতি বিচার শক্তিতে হাইকোর্টের

গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। তথাপি এ হেন স্যর বার্ণেস-কেও দ্বারকানাথ মধ্যে মধ্যে বিচার শক্তিতে অতিক্রম করিতেন।

ফুল বেঞ্চে, ফারমান খাঁ বনাম ভরতচন্দ্র সা চৌধুরী এবং অপর দুইটী মোকদ্দমার বিচারে, দ্বারকানাথ মুসলমান আইনে অভিজ্ঞতার যেরূপ সূক্ষ্ম পরিচয় দান করেন,* অতি অল্প সংখ্যক বিচারকই তত্দূর গভীর আইনাভিজ্ঞতার পরিচয় দানে সক্ষম হইয়াছেন। এই মোকদ্দমার বিচারে, স্যর বার্ণেস পিককের ন্যায় বিচারপতিকেও দ্বারকানাথের বিচার শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই মোকদ্দমার রায় প্রকাশের দিন, জজেরা এজলাসে আসিয়া বসিবার পূর্ব্বে, চীফ জষ্টিসের গৃহে সকলে সম্মিলিত হইলে পর, স্যর বার্ণেস দ্বারকানাথকে সম্বোধন করিয়া "তুমি এ মোকদ্দমায় কি রায় লিখিয়াছ দেখি" বলিয়া নিজের রায় দ্বারকানাথের হস্তে দিয়া দ্বারকানাথের রায় পড়িতে লাগিলেন। পাঠ শেষ হইলে পর, স্যর বার্ণেস নিজের রায় কাটিয়া ফেলিয়া দ্বারকানাথকে বলিলেন, "আমি ঠিক ইহার বিপরীত রায় লিখিয়াছি, তোমার রায় পড়িয়া এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে আমি বিলক্ষণ ভ্রমে পড়িয়াছিলাম। তোমার এই রায় না দেখিলে আমি নিশ্চয়ই এই ভ্রমপূর্ণ রায় প্রদান করিয়া বিপরীত বিচার করিতাম।" এইরূপে স্যর বার্ণেস দ্বারকানাথের বিচার শক্তি এবং আইন জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, পরে এজলাসে আসিয়া রায় প্রকাশ করিলে, পুনরায় সাধারণের সম্মুখে এই বলিয়া নিজ ভ্রম স্বীকার ও দ্বারকানাথের প্রশংসা করেন ;—

* *See* Appendix IV., 2nd Judgment

"I concur in the view which has been so forcibly and clearly expressed by my honorable colleague Mr. Justice Dwarkanath Mitter. * * * I must confess that when I came into court, before the case was argued, and even after I had left the court, my opinion inclined in favor of answering the question in the affirmative"* স্যর বার্ণেসের এই প্রশংসা বাক্যে কেবল দ্বারকানাথের সম্মান বৃদ্ধি করা হয় নাই, ইহা দ্বারা আমাদিগের পর্য্যন্ত গৌরব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এ অভাগা বাঙ্গালী জাতির কৃষ্ণ চর্ম্মের এমন দোষ যে, মহাপুরুষদিগের চক্ষে অধমদিগের কোন গুণইত লক্ষিত হয় না! স্যর বার্ণেসের সরলতাকেও আমারা এই সঙ্গে সহস্র প্রশংসা করি; ইংরাজ বাঙ্গালীর নিকট নিজ ভ্রম স্বীকারে কতদূর কুণ্ঠিত, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

বিচারকালে দ্বারকানাথ যেরূপ বিজ্ঞতা সহকারে রায় প্রকাশ করিতেন, সেইরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রূপে, তন্ন তন্ন করিয়া আইনের মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাঁহার নিষ্পত্তি (decision) সকল একদিকে যেরূপ বিশদ, যুক্তিপূর্ণ ও পরিষ্কার হইত, অপর দিকে সেইরূপ ভ্রম প্রমাদ শূন্য ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ হওয়ায়, তাহা এরূপ অকাট্য ও অখণ্ডনীয় হইত যে, ইহার উপর অপর সহযোগী বিচারপতির আর প্রায় কিছু বলিবার থাকিত না। অনেক স্থলে বিচার্য্য বিষয়ে সহযোগীর প্রথমে মতানৈক্য থাকিলেও, ইহাঁর পাণ্ডিত্য পূর্ণ নিষ্পত্তি শুনিবার পর, আর নিজ স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ রায়

---

* *See* W. R. Vol. XIII. F.B. Rulings.

প্রকাশে সাহসী হইতেন না, এবং অনেক সময় ইহাঁকে আপন মতে আনিবার পরিবর্ত্তে আপনি স্বয়ং ইহাঁর মতানুগামী হইয়া পড়িতেন।

কিন্তু, ব্যবহার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও নিজ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনার্থ বা নিজ মত প্রবল ও অখণ্ডনীয় রাখিবার নিমিত্ত, দ্বারকানাথ কখন কূট তার্কিকের কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। ন্যায় যুক্তি ও সরল বিবেচনা শক্তিতে ইহাঁর মনে যাহা যথার্থ বোধ হইত, ইনি সেই অনুযায়ী বিচার্য্য বিষয় সকলের নিষ্পত্তি করিতেন। দ্বারকানাথের তর্ক শক্তি অতিশয় প্রবল ছিল। ইহাঁর নিষ্পত্তি সমূহের মধ্যে এই তর্ক শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সুতার্কিক ছিলেন বলিয়া কখন তর্কের খাতিরে ন্যায়ের অপলাপ করিতেন না; এবং তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে কখন জেদ, বিদ্বেষাদি নীচ ও সংকীর্ণ ভাব স্থান লাভ করিত না। প্রকৃত পক্ষে, হাইকোর্টের ন্যায় উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারপতির যে সমস্ত সদ্গুণ থাকা আবশ্যক, দ্বারকানাথে তাহার কোনটিরও অভাব ছিল না।

মুসলমান আইন জ্ঞানে দ্বারকানাথ কতদূর পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে, হিন্দু আইনে ইহাঁর অভিজ্ঞতা কিরূপ ছিল, হাইকোর্টে হিন্দু আইন সম্পর্কীয় যে সকল মোকদ্দমায় দ্বারকানাথ বিশেষ বিচার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এ স্থলে সেই সকলের মধ্যে প্রধান দুইটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। এই উভয় মোকদ্দমাই জটিলতা নিবন্ধন ফুল বেঞ্চের হস্তে বিচারার্থ অর্পিত হইয়াছিল।

প্রথমটীতে, নিকট আত্মীয় উত্তরাধিকারীর অবর্ত্তমানে, হিন্দু শাস্ত্রের বিধিমতে, ভাগিনেয় মাতুলের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেক কিনা ইহাই বিচার্য্য থাকে। * দ্বারকানাথ ইহার বিচার কার্য্যে, যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও বিচার নৈপুণ্যের পরিচয় দান করেন, অতি অল্প সংখ্যক বিচারকই এ পর্য্যন্ত সেরূপ পরিচয় দানে সক্ষম হইয়াছেন। যখন ইহা বিচারার্থ ফুল বেঞ্চের হস্তে সমর্পিত হয়, সেই সময় বিলাতে, প্রীভি কৌন্সিলে, এইখানকার ঠিক এই প্রকারের আর একটী মোকদ্দমা তথায় বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার বিচার্য্য, অপর উত্তরাধিকারীর অবর্ত্তমানে রাজা এবং মাতুল এই উভয়ের মধ্যে ভাগিনেয়ের বিষয়ের কে ন্যায্য উত্তরাধিকারী ?

প্রীভি কৌন্সিলের এই মোকদ্দমায় গিরিধারী লাল রায় বাদী এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিবাদী ছিলেন। † কর সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার অব্যবহিত কাল পরেই, ১৮৬৫ সালের ৩০শে আগষ্ট হাইকোর্টের জজ ট্রেবর এবং কেম্বেল সাহেব কর্ত্তৃক ইহা নিষ্পন্ন হয়। ইহাঁরা, নিকট উত্তরাধিকারীর অবর্ত্তমানে হিন্দু শাস্ত্র মতে মাতুলের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট (রাজা) মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বিষয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া মত প্রদান করেন।

এই মোকদ্দমায় ফরিয়াদী গিরিধারী লাল রায় এই বিচারে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রীভি কৌন্সিলে আপীল করেন। হাইকোর্টে বিচার কালে, এই মোকদ্দমার উভয় পক্ষেই এখানকার সম্ভ

---

* অমৃতকুমারী দেবী ব৷ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী *See* W. R. Vol X., F B. Rulings.

† *See* W. R., Vol IV., Civil Rulings.

প্রধান উকীল কৌন্সিলি নিযুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে, গিরিধারী লাল রায়ের পক্ষে দ্বারকানাথ উকীল নিযুক্ত থাকেন, এবং মিতাক্ষরার বিধানানুসারে গিরিধারী লাল যে এই বিষয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এই বলিয়া তর্ক উত্থাপিত করেন। কিন্তু, ট্রেবর এবং কেম্বেল ইহা অগ্রাহ্য করায় পরাজিত হইতে হয়। হাইকোর্টের বিচারে অবিচার হইয়াছে বলিয়া, দ্বারকানাথ ইহাঁকে বিলাতে আপীল করিতে পরামর্শ দেন। তথায় যখন এই মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি হয়, দ্বারকানাথ তখন হাইকোর্টের বিচারাসনে উপবিষ্ট, ও সেই সময় এখানকার ফুল বেঞ্চে আমাদিগের আলোচ্য মোকদ্দমা উত্থাপিত হয়। দ্বারকানাথ এই ফুল বেঞ্চের বিচারকদিগের মধ্যে এক জন ছিলেন।

ফুল বেঞ্চে বিচার কার্য্য চলিতেছে, এমন সময় প্রীভি কৌন্সিল হইতে গিরিধারী লাল রায়ের বিচারের রায় কলিকাতায় স্যর বার্ণেস পিককের নিকট প্রেরিত হয়। স্যর বার্ণেস এই রায় অপর জজদিগের গোচর না করিয়া, ইহার সম-জাতীয় (cognate) মোকদ্দমায়, বিচারপতিদিগের মধ্যে কে কিরূপ মত প্রকাশ করেন, তাহা জানিবার জন্য প্রীভি কৌন্সিলের রায় সহযোগী বিচারপতিদিগের নিকট গোপন রাখেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, স্যর বার্ণেস পিকক দ্বারকানাথের সঙ্গে একত্র বিচারে বসিলে, অনেক সময়, দ্বারকানাথ কি রায় লিখিয়াছেন দেখিতেন। এই মোকদ্দমার ও নিষ্পত্তির দিবস দ্বারকানাথ কিরূপ রায় লিখিয়াছেন দেখিবার নিমিত্ত ইহাঁর নিকট হইতে রায়ের কাগজ চাহিয়া লইলেন, এবং প্রীভি কৌন্সিলের রায়ের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন যে, দ্বারকানাথ

প্রীভি কৌন্সিলের বিচার সম্বন্ধে কিছু মাত্র অবগত না থাকিলেও তথাকার জজদিগের রায়ের সহিত ইহার কিছুমাত্র অনৈক্য নাই। এই বিচার সম্বন্ধে দ্বারকানাথ সহযোগীদিগের নিকট প্রভূত প্রশংসালাভ করেন; এবং সাধারণ্যে কিরূপ যশোলাভ করেন, তৎসম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইংলিসম্যানের ন্যায় বাঙ্গালী বিদ্বেষী সংবাদ পত্র পর্য্যন্ত এই উপলক্ষে দ্বারকানাথের আইনাভিজ্ঞতার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে বাধ্য হন। স্যর বার্ণেস প্রকাশ্য আদালতে মুক্তকণ্ঠে দ্বারকানাথের এইরূপ প্রশংসা করেন;—

"The judgment of Mr. Justice Dwarkanath Mitter, which he has just read, and in which he has displayed great learning, ability, and research, was written before the decision of the Privy Council of Gridharee Lall *versus* The Government of 'Bengal, was published here. My hon'ble colleague has entered so fully into the reason and exhausted the arguments in support of the view which he has taken, that it is unnecessary for me to do more than to say that I concur in the reasons which he has given in support of the conclusion at which he has arrived; and it is extremely satisfactory to find that it is entirely in concurrence with the view taken in the judgment of the Privy Council."

স্যর বার্ণেস ব্যতীত অপর বিচারপতিগণও এই উপলক্ষে

দ্বারকানাথের ভূয়সী সুখ্যাতি করেন; তন্মধ্যে অন্যতম প্রাচীন বিচারপতি সার লুই জ্যাকসনের প্রশংসা বাক্য উল্লেখ যোগ্য। স্যর লুই এই রূপে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন;—

"It is very satisfactory to feel that a conclusion so entirely consistent with reason is also in full conformity with the Hindoo Law, as is conclusively shown in the exhaustive judgment which has been prepared by Mr. Justice Mitter, and also that the view which we had taken of the subject has been it may be said, simultaneously adopted by the highest tribunal which deals with questions of Hindoo Law."

এতাদৃশ প্রাচীন এবং বিজ্ঞ সহযোগীদিগের মুখ হইতে অভিনব বিচারপতির ভাগ্যে এরূপ প্রশংসা লাভ বড় অল্প গৌরবের কঁথা নহে, আর সহযোগীদিগের নিকট হইতে পুনঃপুন মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছেন, ইংলণ্ড বা ভারতে এরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যাও অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।

হিন্দু শাস্ত্রমতে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে দ্বিতীয় মোকদ্দমাও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ভাগিনেয় এবং মাতুলের বিষয়াধিকার সূত্রের ন্যায় ভ্রাতুষ্পুত্রীর পুত্র নিজ মাতার পিতৃব্যের বিষয়াধিকারী হইতে পারে কি না, ইহার মীমাংসার্থ পূর্ব্বোক্ত উভয় জটিল মোকদ্দমা নিষ্পত্তির অল্প দিন পরে হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে অর্পিত হয়। ইহার বিচার কালেও দ্বারকানাথ হিন্দু আইন জ্ঞানের প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শনে বিচার নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। ইহার বিচার কালে দ্বারকানাথ

দায়ক্রম-সংগ্রহ-প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মত খণ্ডনে যেরূপ পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসা শক্তির পরিচয় দান করেন, অতি অল্প সংখ্যক বিচারপতিই এরূপ সক্ষম হইয়াছেন।

আর একটি বিশেষ মোকদ্দমার উল্লেখ করিয়া আমরা দ্বারকানাথের বিচার কুশলতার পরিচয় প্রদান শেষ করিব।

পতিতা রমণীর বিষয়াধিকারের মোকদ্দমা।—দ্বারকানাথের মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইবার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে এই প্রসিদ্ধ মোকদ্দমা উত্থাপিত ও নিষ্পন্ন হয়। এই মোকদ্দমার বিচার দ্বারকানাথের বিচারক জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার মধ্যে পরিগণিত; মোকদ্দমার বিচার্য্য বিষয় লইয়া বঙ্গের হিন্দু সমাজ মধ্যে যেরূপ এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, দ্বারকানাথ, শারীরিক অসুস্থতা স্বত্বেও সেইরূপ গুরুতর পরিশ্রম সহকারে, অতি সাবধানে—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিন্দু শাস্ত্রসম্মত বিধানানুসারে এই মোকদ্দমার বিচার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—আসাম গোলাঘাটের, জনৈক অপুত্রক সম্পত্তিশালী ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার বিধবা সহধর্ম্মিণী (কেরী কলিতানী) সেই বিষয়ের অধিকারিণী হন। পরে মৃত ব্যক্তির জ্ঞাতি ভ্রাতা (মণিরাম কলিতা) কলিতানীর চরিত্র কলঙ্কযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং হিন্দু শাস্ত্রের বিধিমতে তাহাকে উক্ত কারণ বশত, স্বামীর পরিত্যক্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া, স্বয়ং সেই বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবার জন্য গোলাঘাটের মুন্সেফের নিকট নালিস উপস্থিত করেন। মোকদ্দমার বিচার্য্য বিষয়,—"হিন্দু রমণী স্বামী বিয়োগান্তে, স্বামী পরিত্যক্ত বিষয়ের একবার উত্তরাধিকারণী হইলে পর, যদ্যপি

তাহার চরিত্র কলঙ্কযুক্ত হয়, তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্রমতে পুনরায় সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কি না?" গোলাঘাটের মুন্সেফ প্রতিবাদিনীর পক্ষে (স্ত্রীলোক একবার স্বামীর বিষয়ে অধিকারিণী হইলে পর অসতী হইলেও পুনরায় সেই অধিকার চ্যুত হইবে না, রায় প্রদান করেন। বাদী মণিরাম, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া শিবসাগরের কমিসনরের নিকট আপীল করায়, কমিসনর তাঁহার পক্ষে (অসতী হইলে পুনরায় সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার পক্ষে) রায় দেন। কেরী কলিতানী এই বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন। প্রথমে জষ্টিস বেলী এবং দ্বারকানাথের হস্তে ইহার বিচার ভার অর্পিত হয়। ইহাঁরা বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া ফুল বেঞ্চে পাঁচ জন বিচারপতির হস্তে ইহার বিচার ভার অর্পণ করেন। কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্যে পূর্ণ মীমাংসা না হওয়ায় হাইকোর্টের সকল বিচারপতি একত্র সম্মিলিত হইয়া ঐই সংশয়যুক্ত মোকদ্দমার বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হন।

কর সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায়, বঙ্গের শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ জড়িত থাকায়, বিচারের ফলাফল জ্ঞাত হইবার প্রতীক্ষায় যেরূপ সকলে উৎকণ্ঠিত ছিলেন, এই মোকদ্দমারও প্রকৃত হিন্দু-শাস্ত্র সম্মত বিচার ফল জানিবার জন্য সেইরূপ বঙ্গের হিন্দু সমাজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। দ্বারকানাথ শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও এই মোকদ্দমার হিন্দু-শাস্ত্র সম্মত বিচার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া, আগ্রহ এবং উৎসাহ সহকারে এরূপ গুরুতর পরিশ্রম করেন যে, ১৮৬৫ সালের বিখ্যাত কর সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার পর আর কোন মোকদ্দমায় ইনি এতাদৃশ উৎসাহের সহিত পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

বিচারের প্রারম্ভে এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই কয়েক জন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ মহা মহোপাধ্যায়কে, আদালতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত অপর সকলে উপস্থিত হইয়া এ সম্বন্ধে কলিতানীর বিষয়াধিকারের বিরুদ্ধে হিন্দু শাস্ত্রের মত প্রকাশ করেন। দ্বারকানাথ মনু, নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য হারীত, বৃহস্পতি, পৈঠিন্যসী, জীমূতবাহন, বিষ্ণু (পুরাণ) প্রভৃতির অনুশাসন বাক্য সকল সংগ্রহ করিয়া ও আধুনিক পণ্ডিতদিগের কৃত ব্যবস্থা গ্রন্থ, ব্যবস্থা দর্পণ, রঘুনন্দনের স্মৃতি, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দাঃক্রম সংগ্রহ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বিবাদ ভঙ্গার্ণব, এবং বীর মিত্রোদয়, দায়তত্ত্ব, বিবাদ চিন্তামণি প্রভৃতির অভিপ্রায়, এতদ্ভিন্ন ইংরাজী ষ্ট্রেঞ্জ, মর্লি, মনট্রিয়ো, কোলব্রুক, ম্যাক্‌নটেন্ প্রভৃতি প্রণীত, হিন্দু আইন পুস্তক সকল হইতে, হিন্দু শাস্ত্রের অভিমতানুযায়ী অভিপ্রায় সকল সংগ্রহ করিয়া উক্ত পণ্ডিতদিগের সহিত একমত হইয়া রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু জজদিগের মধ্যে কেবল কেম্প এবং গ্লোভার দুই জন মাত্র দ্বারকানাথের সপক্ষে এবং চীফ জষ্টিস স্যর রিচার্ড কৌচ, জ্যাকসন, ফিয়ার, ম্যাক্‌ফারসন, মার্কবি, এন্‌স্লি এবং পনটাফক্স এই সাতজন বিপক্ষে মত প্রদান করায় অধিকাংশ জজদিগের মতে কলিতানী জয়লাভ করিলেন। *

* *See* W. R. Vol. XIX. p. 367.

এ মোকদ্দমায়, দ্বারকানাথের পাণ্ডিত্য পূর্ণ বিস্তারিত বিচার লিপি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি হিন্দু-শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ছিলেন, এবং যাহাতে তাহা সকলে বুঝিতে পারেন, এজন্য তাঁহার কীদৃশ ইচ্ছা ছিল।

বঙ্গের হিন্দু সমাজ আশ্বস্ত ভাবে হাইকোর্টের বিচার ফল দেখিবার প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন; কিন্তু এই অসম্ভাবিত ও অচিন্ত-নীয় বিচার দৃষ্টে সকলে চমকিত হইয়া উঠেন। কিন্তু হতাশ হইলেও দ্বারকানাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত বিচার দৃষ্টে সকলেই ইহাঁর যশোগান করেন, এবং অনেকেই আশা করেন হাইকোর্টে যাহা হইবার হইয়াছে, প্রীভি কৌন্সিলের বিচারে কখন দ্বারকানাথের মত উপেক্ষিত হইবেনা। *

এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া এই মাত্র বলা যইতে পারে, যদ্যপি কয়েকজন বিদেশীয় বিচারপতির মতের আধিক্য অপেক্ষা দেশের সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ বিচক্ষণ জন সাধা-রণের মতের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইংরাজ বিচারপতি কয়েকজন হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অগ্রাহ্য করিয়া, আপনা-দিগের সমাজ ও দেশের রীত্যনুসারে ভ্রমে পড়িয়া বা জোর করিয়া যাহাই করুন না কেন, আমরা কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া,

* এই মোকদ্দমা শেষ প্রীভি কৌন্সিল পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। হিন্দু সাধারণ আশা করিয়াছিলেন, তথায় ইহার অবশ্য সুবিচার হইবে, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তথাকার জজেরাও হাইকোর্টের জজদিগের ন্যায় ইংরাজী ভাবে বিচার করিতে যাইয়া ভ্রমের হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। দেশের জন সাধারণ এজন্য আজ পর্য্যন্ত দুঃখ প্রকাশ ও দ্বারকানাথের গুণগান করিয়া থাকেন।

সাধারণের এবং শাস্ত্রের মতকে প্রবল ধরিয়া, দ্বারকানাথের বিচার-কেই অভ্রান্ত ভাবিয়া তাঁহার বিচার নৈপুণ্যের প্রশংসা করিব।

ওকালতী কালে দ্বারকানাথ আইন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, বিচারাসনে সেই অভিজ্ঞতা পূর্ণতা লাভ করে। ওকালতী কালে দ্বারকানাথ উকীল বারের মধ্যে যেরূপ যশস্বী হইয়া ছিলেন বিচারাসনে ইহাঁর সেই যশোরাশি এরূপ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে যে, সুদক্ষ ব্যবহারাজীব বলিয়া ইনি যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, সুবিজ্ঞ বিচারক বলিয়া এক্ষণে ইহাঁর সেই যশোসৌরভ দিক্ দিগন্তরে বিস্তারিত হইয়া, সেই সম্মান শত গুণে বর্দ্ধিত করে।

বিচারপতির প্রতি অর্থী প্রত্যর্থীর বিশ্বাস থাকা বিচারপতির পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়—বড় যশের কথা; অতি অল্প সংখ্যক বিচারকের ভাগ্যেই এ যশ লাভ হইয়া থাকে। দ্বারকানাথ নিজ বিচার শক্তি গুণে সাধারণ অর্থী প্রত্যর্থীর এতদূর বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ন্যায়পূর্ণ বিচারে বাদী প্রতিবাদীর প্রায় কেহই অসন্তুষ্ট হইত না, এবং তাঁহার সময়ে প্রায় প্রত্যেক বিচার প্রার্থীই তাঁহার নিকট বিচার লাভ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিত। বিশেষত, অত্যাচার প্রপীড়িত লোক মাত্রেই দ্বারকানাথের হস্তে তাহার বিচার ভার অর্পিত হইয়াছে জানিতে পারিলে আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইত। হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে আসীন হইলে পর, অল্পদিন মধ্যে তাঁহার যশ সৌরভ এতদূর বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে যে, তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার রায় শুনিবার নিমিত্ত অনেক সময় তাঁহার গৃহ (আদালত

গৃহ) লোকে শোকারণ্য হইত। এই সকলের মুখে আজ পর্য্যন্ত দ্বারকানাথের অসাধারণ বিচার শক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

দ্বারকানাথের সুতীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ বিচার শক্তির সহিত এই স্মরণ-শক্তির সম্মিলন হওয়ায়, তাঁহাকে আরো ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিয়াছিল। অপরাপর বিচারপতির ন্যায় দ্বারকানাথ কখন কোন মোকদ্দমার তর্ক বিতর্কের কোন প্রয়োজনীয় অংশ টুকিয়া (note করিয়া) লইতেন না। বড় বড় বারিষ্টর যে সকল জটিল মোকদ্দমার তর্ক বিতর্ক লইয়া অপরাপর জজের মাথা ঘুরাইয়া দিত, যাহার প্রত্যেক প্রয়োজনীয় অংশ নোট করিয়া লইয়াও রায় প্রকাশ কালে সকল বিষয় গুছাইয়া বলিতে যাইয়া অনেক সময় তাঁহাদিগকে গোলে পড়িতে হইত, দ্বারকানাথ, বিনা নোটে, কেবল স্মরণ শক্তির প্রভাবে, সেই-সকলের আগাগোড়া প্রত্যেক অংশ তন্ন তন্ন করিয়া, পরিষ্কার রূপে সতেজে সহজে বুঝাইয়া দিতেন। হাইকোর্টে কেবল দ্বারকানাথ এবং স্যর বার্নেস ব্যতীত আর কাহারও এরূপ ক্ষমতা ছিল না।

এই জন্য ষ্টাণ্ডিং কৌন্সিলি কেনিডি সাহেব বলিয়াছিলেন; "No Judge inspired us with more confidence for a high intellect, for none had we a higher respect, and there are few indeed, if any, who, we felt more certain, would take the most accurate, and at the same time, widest view of every question that was placed before him for decision."

দ্বারকানাথের বিচার শক্তির কথা স্মরণ করিলে এই প্রশংসা বাক্য কদাপি অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয় না।

স্যর বার্ণেস পিকক যেরূপ মোকদ্দমার উভয় পক্ষের তর্ক বিতর্ক শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রায় (judgment) প্রকাশ করিতেন, বিশেষ কারণ ব্যতীত, ভাবিয়া চিন্তিয়া রায় লিখিবার জন্য অবসর লইতেন না, হাইকোর্টের জজদিগের মধ্যে, দ্বারকানাথ এই বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়ায়, ইনিও স্যর বার্ণেসের ন্যায় মোকদ্দমা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে রায় প্রকাশ করিতেন। এই সকল ব্যতীত আর এক বিষয়ে দ্বারকানাথের বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ক্ষমতা ছিল, যাহা মণিকাঞ্চণ যোগের ন্যায় ইহাঁর অসাধারণ বিচার শক্তির বিশেষ সহায়তা সম্পাদন করিয়াছিল। প্রখর স্মরণ শক্তি যেরূপ দ্বারকানাথের বিচার কার্য্যের এক বিশেষ সহায় ছিল, সেইরূপ লেখনী কার্য্যে দ্বারকানাথ বিলক্ষণ ক্ষিপ্রহস্ত হওয়ায়, অপর বিচারপতিগণ ছয় সাত ঘণ্টায় যে রায় লিখিতে সমর্থ হইতেন না, ইনি এক ঘণ্টাপেক্ষা স্বল্প সময় মধ্যে তাহা শেষ করিয়া ফেলিতেন। দ্বারকানাথের অসাধারণ বিচার শক্তির সহিত এই উভয় শক্তির সম্মিলন হওয়ায় যে একজন অতুলনীয় বিচারক হইবেন, তাহার বিচিত্র কি?

পরিশিষ্টে হিন্দু আইন ঘটিত মোকদ্দমার যে রায় প্রদত্ত হইয়াছে, দ্বারকানাথের কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধু ইহা লিখিবার কালে তাহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, 'দ্বারকানাথ আদালত হইতে বাটি আসিয়া আফিসের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ না করিয়াই ইহা লিখিতে বসেন, এবং ঘণ্টা ক্ষণেকের মধ্যে

ইহা শেষ করিয়া ফেলেন।' ইনি আরো বলেন যে, 'এত বড় রায় লিখিতে গিয়া দ্বারকানাথকে এক বার ও ভাবিতে চিন্তিতে দেখিলাম না, আমার বোধ হইল, যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে ইহার লেখা শেষ হইল।'

আক্ষেপের বিষয়, দ্বারকানাথ এ দেশের জন সাধারণের তুলনায় গবর্ণমেণ্টে সম্ভ্রান্ত উচ্চপদ লাভ করিলেও বাগ্মীতায় যেরূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ব্যবহার বিজ্ঞানে তাঁহার যেরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা ছিল, তর্কশাস্ত্রে যেরূপ পারদর্শিতা ছিল, এই সকল এবং এতদ্ব্যতীত তিনি স্বাভাবিক যেরূপ অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন, এই গুণ সমষ্টি সম্পন্ন হইয়া দ্বারকানাথ যদি কোন স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী বলিয়া পূজিত ও অতি উচ্চ সম্ভ্রান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে ভারতে—যথায় গুণ অপেক্ষা বর্ণের সমাদর অধিক—তথায়, জন্ম গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র। বিচারপতি পদলাভ তাঁহার গুণ রাশির পুরস্কার পরিচায়ক নহে, তাহা অনুগ্রহের রূপান্তর মাত্র। আর তাহাই বা বলি কেন, ইহা মহারাণীর ঘোষণা পত্রের প্রতিজ্ঞা রক্ষা মাত্র, সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জীবনের দুই পৃষ্ঠা—দ্বারকানাথের পরিজনবর্গ—দ্বারকানাথের সহধর্ম্মিণীর পরিচয়—সংসারে মাতার কর্তৃত্ব—মাতার হস্তে অর্থ প্রদান—অনুগত আত্মীয় স্বজন প্রতিপালন—সাম্যভাব কি?—এক দিনের ঘটনা—দ্বারকানাথের জননী—আশ্রিত লোক পালন—গুপ্তদান—নিজ জন্মভূমির উন্নতি চেষ্টা—ধর্ম্মমত—মাতৃভক্তি—স্বভাবের মধুরতা—পুত্রকে জ্যামিতির শিক্ষাদানের কৌশল—গৃহসজ্জা—পুত্রকে শিক্ষাদানে আগ্রহ—পাঠানুরাগ—ফরাসী ভাষা শিক্ষা—বিজ্ঞানানুরাগ ও চর্চ্চা—কিরূপ পুস্তক পাঠ করিতেন—তৃতীয় বার দার পরিগ্রহ—কন্যার বিবাহ।

এ পর্য্যন্ত দ্বারকানাথের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, তাহা দ্বারকানাথের বাহিরের কার্য্যের কথায় পরিপূর্ণ। এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে, দ্বারকানাথ বাহিরে বেশ ভাল লোক ছিলেন। যে সকল বাহ্য গুণ থাকিলে মানুষকে ভাল বলা যাইতে পারে, তাহার সকল গুলিই দ্বারকানাথে ছিল। পরিশ্রম, অধ্যবসায়, কষ্ট সহিষ্ণুতা, মেধা, সরলতা, সাহস, দয়া, স্বাধীনভাব, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান প্রভৃতি সদ্গুণ সকল, সাধারণের, অসংখ্য বঙ্গবাসীর—যাহা আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে, তাহার কোনটির ইহাঁতে অভাব ছিল না। এক্ষণে, দ্বারকানাথ ভিতরে কিরূপ লোক ছিলেন, একবার দেখা যাউক। সকল বিষয়েরই দুই দিক না দেখিয়া তাহার ভাল মন্দ বিচার করা উচিত নহে, বিশেষত, মনুষ্য চরিত্রের। সুচতুর লোক মাত্রেই, বাহিরের দিকটা, যে দিকটা লইয়া তাহাকে লোক সমাজে বিচরণ করিতে

হয়—যে দিকটা লইয়া তাহাকে সমাজের নিন্দা প্রশংসার লাভালাভ গ্রহণ করিতে হয়, আর যে দিকটা সমাজকে ভাল রূপ দেখানয় তাহার নিজের স্বার্থ আছে, সে দিকটা ত ভাল রূপ দেখাইতে চেষ্টা করে, সুতরাং, সে দিক দেখিয়া লোকের ভাল মন্দ বিচার করা বড় কঠিন। অনেক লোক আছে, যাহাদিগের এক দিক দেখিয়া তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া ভ্রম হয়,—পূজা করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু, সেই পৃষ্ঠা উল্টাইয়া অপর পৃষ্ঠায়—অন্তরে, নেত্রপাত করিলে আবার তাহাদিগের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে। এজন্য, মনুষ্যের দুই দিক দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে বিচার করা ভাল। বিশেষত, যাঁহারা জগতে মহৎ বা বড় লোক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবনের ভাল মন্দ কার্য্য অনেকের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়, লোকে অনুকরণ করিয়া থাকে, তাঁহাদের অন্তর বাহির দুই দিকই পরিষ্কার রূপে দেখান উচিত। সেইজন্য দ্বারকানাথের অপর পৃষ্ঠা উন্মোচন করা গেল।

কে কিরূপ লোক, তাহা তাহার আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী, প্রতিবেশী ও অনুগত লোকের প্রতি ব্যবহারে প্রকাশ পায়, ইহাতে তাহার অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন অনেক জিনিষকে আগুনে পোড়াইলে তাহার ভাল মন্দের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি অনুগত ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি ব্যবহারে মনুষ্যের অন্তরের ভাল মন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষণে আমরা যে অধ্যায়ে আসিয়া পড়িলাম, তাহাতে আমরা দ্বারকানাথের কতকটা এই পরিচয় প্রদান করিব।

দ্বারকানাথের পরিবারিক অবস্থা মন্দ ছিল না। ইহাঁর নিজ

পরিবার সংখ্যা সামান্য ছিল, মাতা, স্ত্রী ও পুত্র কন্যা। এতদ্ভিন্ন, একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের নিয়মানুসারে, ইহাঁর নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়েরাও ইহাঁর পরিবারভুক্ত ছিলেন। এই সকলকে লইয়া দ্বারকানাথের পরিবার সংখ্যা খুব বৃহৎ সংসারের ন্যায় দেখাইত।

দ্বারকানাথের তিন বিবাহ হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বেনাপুরের বসু চৌধুরী মহাশয় দিগের বাটীতে প্রথম বিবাহ হয়, তখন ইহাঁর বয়স আঠার উনিশ বৎসর মাত্র। অল্পদিন পরে, এই স্ত্রীগত হইলে পর, হুগলী জেলার হরিপালের রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ীর সহিত ইহাঁর দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়। এই স্ত্রীর গর্ভে দ্বারকানাথের দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে এক পুত্র ও দুই কন্যার শৈশবাবস্থাতেই মৃত্যু হয়। অবশিষ্ট এক পুত্র ও এক কন্যা; পুত্রের নাম সুরেন্দ্রনাথ কন্যার নাম ভুবন। এক্ষণে আমরা দ্বারকানাথের এই পর্য্যন্ত পারিবারিক পরিচয় দিয়া ইহাঁর এই মধ্যমা পত্নীর সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিব।

দ্বারকানাথের এই সহধর্ম্মিণী যেরূপ রূপবতী সেইরূপ গুণবতী থাকায় দ্বারকানাথের উপযুক্ত সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের যে সকল সদ্গুণ থাকা প্রয়োজন, প্রসন্নময়ীতে তাহার কোনটির অভাব ছিল না। ইহাঁর স্বামীর অবস্থা যখন বড় ভাল নহে, ওকালতীর প্রথম অবস্থায়, যখন দ্বারকানাথ ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের নিকট ভাড়াটিয়া বাটীতে প্রথম বাস আরম্ভ করেন, সে সময় প্রচুর দাস দাসীর অভাবে ইহাঁর এই সহ-ধর্ম্মিণীকে সাধারণ গৃহস্থ বধূর ন্যায় গৃহের অনেক কার্য্যাদি

নির্ব্বাহ করিতে হইত, সময় বিশেষে রন্ধন কার্য্য পর্য্যন্ত স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে হইত বলিয়া, অতি প্রত্যূষ হইতে রাত্রি নয় দশটা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত, এজন্য কখন অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না। স্বামীর অবস্থা মন্দ বলিয়া কখন তাঁহার প্রতি বিরাগ বা অসম্মান প্রদর্শন ও অবাধ্য ব্যবহার করিতেন না, সর্ব্বদা মিষ্ট কথায় সৎপরামর্শদানে স্বামীর সহায়তা এবং সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য পালন করিতেন; প্রসন্নময়ী সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিতেন ও স্বামীকে সুখী করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন।

ইহাত গেল দ্বারকানাথের দরিদ্রাবস্থার কথা। তাহার পর, দ্বারকানাথের যখন সৌভাগ্যের অবস্থা, পূর্ণ মাত্রায় যখন ইনি ভাগ্য লক্ষ্মীকে করায়ত্ত করিয়াছেন, প্রসন্নময়ী তখনও পরিশ্রম বিমুখ হয়েন নাই। দাস দাসী ও পাচক ব্রাহ্মণের অভাব না থাকিলেও ইনি তখনও আবশ্যক মত স্বহস্তে রন্ধন করিতেন, স্বহস্তে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন; দেশে, আবশ্যক হইলে, পল্লীগ্রামের রীত্যানুসারে পুষ্করিণী হইতে স্বহস্তে জল তুলিয়া আনিতেন; দাস দাসীর মুখাপেক্ষা করিয়া আলস্যকে প্রশ্রয় দান বা কার্য্য ক্ষতি করা তাঁহার স্বভাব ছিল না। বিশেষত, প্রতি বৎসর পূজার সময় বা গৃহে অপর কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, তিনি যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণকার কেবল কার্পেট বোনা ও নাটক নবেল পড়া বাবু স্ত্রীরা তাহা দেখিলে অবাক হইয়া যাইতেন।

ইহাত গেল পরিশ্রমের কথা। ইহা ছাড়া প্রসন্নময়ীর আরও অনেক সদ্গুণ ছিল। শিল্পকার্য্যে ইনি বিলক্ষণ নিপুণা

ছিলেন। যে সকল শিল্পকার্য্য এক্ষণকার সুশিক্ষিতা রমনীদিগের ক্ষমতার অতীত হইয়া পড়িয়াছে, কেবল দুই চারিজন প্রাচীনা গৃহিণী মাত্র এখন ও যাহার সম্মান রক্ষা করিতেছেন, ইনি সেই সকল স্ত্রীজাতি সুলভ শিল্পকার্য্যে বড় দক্ষতা প্রদর্শন করিতেন। বিবিধ প্রকারের ও গঠনের খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত, বিবাহাদিতে পারিবারিক উপঢৌকনোপযোগী বিবিধ প্রকারের কৌতুকাবহ শিল্পকার্য্যত এক্ষণকার গ্রাজুয়েট এবং অণ্ডার গ্রজুয়েট রমণীদিগের নিকট আকাশ কুসুম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল কাজ করিতেন বলিয়া যে প্রসন্নময়ী লেখা পড়া জানিতেন না তাহা নহে, তবে তাঁহার বিবেচনায় স্ত্রীলোকের পক্ষে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা ও পুরুষ ভাবাপন্ন শিক্ষা অপেক্ষা এই সকল কার্য্য অধিক উপযোগী বোধ হইত। এ সকলকে ইনি স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও প্রকৃত শিক্ষা মনে করিতেন। অবশ্য হিন্দু বঙ্গীয় মহিলার কথা বলা যাইতেছে। বর্ত্তমানের সুশিক্ষতারা ইহাকে অসভ্যতা বা কি মনে করেন জানি না।

প্রসন্নময়ীর তৃতীয় গুণ, ইনি স্বাভাবিক স্নেহশীলা ও মিষ্টভাষিণী ছিলেন। গুরুজনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া তাহার প্রত্যুত্তর না করা, কনিষ্ঠদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করা ইহাঁর বিশেষ সদ্গুণ ছিল। দ্বারকানাথের খুল্লতাত পুত্র পূর্ণ বাবু এই সকল জন্য শতবার মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি যখনই দ্বারকানাথের বদান্যতার উল্লেখ করিয়াছেন, তখনই বলিয়াছেন, প্রসন্নময়ী তাঁহার এই কার্য্যের প্রধান উৎসাহদাত্রী ও সহায় ছিলেন। এই স্ত্রী দ্বারকানাথের লক্ষ্মীস্বরূপিণী, ছিলেন, এ কথা

তিনি অনেক বার উল্লেখ করিয়াছেন। সামান্য দাস দাসী ও অনুগতদিগের প্রতি তিনি কখন কর্কশ বা অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতেন না, সস্নেহ মধুর বচনে আপ্যায়িত করা তাঁহার স্বভাব ছিল। প্রতি বৎসর পূজার সময় প্রসন্নময়ী গ্রামের গরিব দুঃখী ও অনুগতদিগের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করিতেন। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার প্রাণ বড় কাতর হইত, এজন্য অনেক সময় স্বামী ও শ্বশুর অজ্ঞাতসারেও গরিব দুঃখীকে অর্থ, বস্ত্র ও খাদ্যাদি প্রদান করিতেন। দ্বারকানাথের ন্যায় তিনিও মুক্তহস্তে অন্নদান করিতে বড় ভাল বাসিতেন।

প্রসন্নময়ীর আর একটি গুণের উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইব। তাঁহার ব্যবহার এত স্নিগ্ধ ও সুমধুর ছিল যে, দ্বারকানাথের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ, যাঁহারা দ্বারকানাথের আশ্রয়ে থাকিতেন, তাঁহারা সকলেই ইঁহার ব্যবহারে প্রীত থাকিতেন, কখন কোন প্রকারে অসম্মান সূচক বা কর্কশ ব্যবহার ইঁহার নিকট প্রাপ্ত হন নাই। ইঁহাদের সকলেরই সহিত সম্পর্কানুরূপ ব্যবহার করিতেন, তাঁহার নম্র সরল স্বভাবে, রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতির কলঙ্ক কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই।

প্রসন্নময়ীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে যাইয়া, আমরা দ্বারকানাথ হইতে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে পুনরায় দ্বারকানাথের বিষয় আরম্ভ করা যাউক। দ্বারকানাথ নিজে কখন সংসারের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না, এবং স্ত্রীর প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত থাকিলেও কখন তাঁহাকে সাংসারিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা দেন নাই। যখন ইনি স্ত্রীকে পূর্ণ মাত্রায় সুখী করিয়াছিলেন, তখনও সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁহার

কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা ছিল না। প্রকৃত হিন্দু গৃহের নিয়মানুসারে, দ্বারকানাথের মাতা সংসারের একমাত্র কর্ত্রী ছিলেন, সহধর্ম্মিণী সর্ব্বতোভাবে মাতার আজ্ঞা এবং ক্ষমতার অধীন ছিলেন, ও তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। এক্ষণকার কোন কোন ইংরাজীনবীশ নব্য বাবুর মধ্যে এই সকল নিয়মের কেমন কেমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহাঁরা আজকাল ইংরাজী সভ্যতার দোহাই দিয়া—নজীর দেখাইয়া, জননীকে বিদায় দিয়া স্ত্রীকে সংসারের কর্ত্তৃত্ব দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আর এক বিষয়ে আমরা দ্বারকানাথকে অতুলনীয় মনে করি। দ্বারকানাথ যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, নিজের ব্যয়োপযোগী ভিন্ন আর সমস্ত অর্থ মাতার হস্তে অর্পণ করিতেন, ও মাতা সেই অর্থ কোন্ কার্য্যে ব্যয় করিতেন, সে সম্বন্ধে কখন ও কোন হিসাব লইতেন না। দ্বারকানাথে আর এক বিশেষত্ব এই ছিল, তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বহস্তে কখন তাহা স্পর্শ করিতেন না, তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা ইহার আদান প্রদান কার্য্য চলিত।

মনুষ্য যখন যেরূপ অবস্থায় উপনীত হয়, তখন সেইরূপ ভাবে জীবন যাপন করাই উচিত, ইহাতে নিন্দা বা প্রশংসার বিষয় কিছুই নাই, বরং না করায় নিন্দা আছে। দ্বারকানাথ যখন দুঃখ হইতে সুখের অবস্থায় নীত হইলেন, তখন পূর্ব্বের সেই যৎসামান্য বাসা পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী গৃহে আবাস পরিবর্ত্তন করিলেন। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত অনেক আত্মীয় কুটুম্ব ও অনুগত দ্বারকানাথের আশ্রিত হইলেন। ইংরাজেরা হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবারের সহস্র প্রকার দোষ দেখিয়া থাকেন,

সুতরাং, তাঁহারা যে এ প্রকার অনুগত আশ্রিত প্রতিপালনে অশেষ দোষ দেখিবেন, বিচিত্র নহে। আর সেই জন্য (অর্থাৎ সাহেবরা বলেন বলিয়া) আজ কাল অনেক ইংরাজীনবীশ মহাত্মাও হিন্দুর এই প্রকার অনুগত আশ্রিত প্রতিপালন প্রথাকে বড়ই দুষ্কার্য্য মনে করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা যে সমাজ ছারখার হইয়া যাইতেছে, তাহাও ইহাঁদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের—হিন্দুর শাস্ত্র ও সামাজিক নিয়মানুসারে, আত্মীয় স্বজন ও অনুগত আশ্রিত পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য—পরম ধর্ম্ম; যদিও এ কথা এখন খাটিবে না, সে দিন গিয়াছে, তথাপি জিজ্ঞাসা করি, প্রত্যেকেই যদি পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে কি প্রত্যেকের উপযোগী কাজ পাওয়া যায়, ও ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিলে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থাই বা কিরূপ দাঁড়ায়? মনে রাখিবেন, স্বদেশ ভিন্ন যে দেশের লোকের গতি নাই, দেশের বাহির হইলেই জাতিও সমাজ চ্যুত যে দেশের লোককে হইতে হয়, সেই দেশের লোকের কথা বলা যাইতেছে; আর ইংরাজদিগের মত আবশ্যক হইলেই মান সম্ভ্রম ও বংশ মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া যে সে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে যে জাতি পারে না, সেই জাতির কথা বলা যাইতেছে। আজ কাল নাকি এই কথাটা প্রায় যেথায় সেথায় উঠিয়া থাকে, এই জন্য আবশ্যক বোধে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ স্থলে উল্লেখ করা গেল।*

* ইহার উপর যদি কোন মহাত্মা তর্ক উপস্থিত করেন, তাহা হইলে তিনি বর্তমানের ইউরোপের শ্রমজীবি শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইবেন।

যে কারণেই হউক, দ্বারকানাথ এই সকল আত্মীয় স্বজন প্রতিপালনে যথেষ্ট আনন্দলাভ করিতেন। অনেক গুলি দরিদ্র আত্মীয়, অন্যান্য দরিদ্র লোক ও স্কুলের ছাত্র এই সময় ইঁহার আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগকে লইয়া দ্বারকানাথের ক্ষুদ্র পরিবার বৃহদাকার ধারণ করিল—ইঁহার ভবানীপুরের গৃহ রাজভবনের ন্যায় গম্ গম্ করিতে লাগিল। ভরণ পোষণ ব্যতীত এই সকল ছাত্রদিগের অনেকের স্কুলের বেতন ও শিক্ষার ব্যয় দ্বারকানাথ নিজে প্রদান করিতেন।

বিলাতী সভ্যতার আমদানীর সহিত এ দেশে এক প্রকার নূতন সাম্যের আমদানী হইয়াছে। এ সাম্য যে কি অপরূপ জিনিস, তাহা সেই সাম্যবাদী মহাপুরুষগণ ভিন্ন অপরের বুঝিবার সাধ্য কি? কিন্তু কেবল জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে আহার সম্বন্ধে এ সাম্য যতটা উদারতা দেখাইতে সক্ষম, অপর কোন বিষয়ে ততটা নহে; (এ বিলাতী সাম্য অপর কোন বিষয়ে আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই) বস্তুত, এই সাম্যের ভিতর এতটা বৈষম্য,—স্বার্থপরতা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা বলিতে গেলে এই সকল সাম্য বাদীদের অনেকে মারা যান,—তাঁহাদের অন্তরে আঘাত করা হয়। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" এ সাম্যের এতদূর পর্য্যন্ত যাইবার ক্ষমতা নাই। দ্বারকানাথ সাম্যবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু এরূপ বিলাতী অর্থ করিতেন না, ও বিলাতী আমদানী দলের দলস্থ ছিলেন না।

আহার সম্বন্ধে দ্বারকানাথের ব্যবহার অতি সুন্দর ও শিক্ষা-প্রদ ছিল, এ সম্বন্ধে সকলের প্রতি ইঁহার সম দৃষ্টি ছিল। প্রাতঃকালে আহারের সময়, পাছে আহার সম্বন্ধে ইতর বিশেষ

হয় বলিয়া, দ্বারকানাথ নিজ আশ্রিত, দরিদ্র আত্মীয় ও ছাত্রদিগকে ফেলিয়া অগ্রে আহার করিতেন না; দীন হীন অনুগতদিগকে লইয়া আহারে বসিতেন। আহার সম্বন্ধে, দ্বারকানাথ নিজে যাহা আহার করিতেন, ইহাদিগের নিমিত্তও ঠিক তাহাই বন্দোবস্ত ছিল, সামান্যরূপেও তাহার অন্যথা হইত না। অনেক বড় লোকের গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়, বাবুরা নিজে যাহা আহার করেন, অপরের নিমিত্ত ঠিক তাহার বিপরীত বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। অনেক মহাশয় আবার এই ব্যবহারকে বড় মানুষির লক্ষণ বলিয়া বাহাদুরী করিয়া থাকেন। দ্বারকানাথ এরূপ নীচ প্রকৃতির অহঙ্কারী বড় লোক হইতে ভাল বাসিতেন না। আমরা ইহাকেই যথার্থ সাম্য বলি।

পাছে অপরের অপেক্ষা তাঁহার খাদ্য সামগ্রী উৎকৃষ্ট হয়, এই জন্য ইনি আহারের সময় সকলের পাতের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। যদি কোন দিন তাঁহার আশ্রিতদিগের অপেক্ষা তাঁহার পাতে কোন ভাল দ্রব্য দেওয়া হইত, তাহা হইলে সে দিন ইঁহার আর ক্রোধের সীমা থাকিত না, সে দিন প্রায় আর আহার হইত না। এ সম্বন্ধে এক দিনের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে, পাঠকগণ দ্বারকানাথকে চিনিতে পারিবেন—ইঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন। এক দিন, অনেক গুলি ভাল খাদ্য সামগ্রী বাটিতে সাজাইয়া ইঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। দ্বারকানাথ সকলের পাতের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন যে, আর কাহারও পাতে সে সকল খাদ্য নাই, তখন আর কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, সক্রোধে তাঁহার ভোজন পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হঠাৎ ইঁহার এরূপ ভাবান্তর দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া

পড়িল। পরে যখন পাচক ব্রাহ্মণ ও নিজ পরিবারবর্গকে, কেন সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একা তাঁহাকে ভাল খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, তখন সকলে ইঁহার ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিল। সেই অবধি আহার সম্বন্ধে আর কেহ ইঁহার আজ্ঞার অন্যথা করিতে সাহস করিত না। নিজে ও আপন পরিবারবর্গ ভাল আহার করিবে, আর অপরে ছাই ভস্ম যাহা হয় আহার করুক, দ্বারকানাথ এ প্রথার বড় বিরোধী ছিলেন। আর দ্বারকানাথের আহারও অতি সামান্য ছিল। যদিও তিনি কিছু মাংস প্রিয় ছিলেন বটে, কিন্তু আহার্য্যের পারিপাট্য সম্বন্ধে তাঁহার কখন লক্ষ্য ছিল না। জীবন ধারণোপযোগী আহার পাইলেই যথেষ্ট মনে করিতেন। রসনার পরিতৃপ্তি সাধনের প্রতি তিনি নিতান্ত উদাসীন ছিলেন। দ্বারকানাথ প্রায় আপন বন্ধু বান্ধবদিগকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন।

প্রায় সকল বড় লোকের জীবনেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা তাঁহাদিগের পিতা অপেক্ষা মাতার সদ্গুণের অধিক পরিমাণে অধিকারী হইয়া থাকেন। প্রবাদ আছে, কন্যা পিতার ও পুত্র মাতার দোষ গুণের অধিকারী হইয়া থাকে; দ্বারকানাথে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বারকানাথ যে পিতার কোন সদ্গুণ লাভ করেন নাই, এরূপ নহে, তবে মাতার সদ্গুণগুলির বিকাশ ইঁহাতে বিশেষ দেখিতে পাওয়া যাইত। দ্বারকানাথের মাতা বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ও তেজস্বী স্বভাবের স্ত্রীলোক ছিলেন। সংসারের কর্ত্রী হইতে হইলে যে গুণ সকল থাকা প্রয়োজন, সংসারকে সুশৃঙ্খলে চালাইবার নিমিত্ত যতটুকু

ধৈর্য্য, প্রতাপ, সাহস ও উদারতার প্রয়োজন তাহা তাঁহাতে ছিল, ও সেই জন্য তাঁহাকে সকলে ভয়, ভক্তি ও মান্য করিত। সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে বড় আগ্রহ,—বিশেষত, ব্রাহ্মণ ভোজনে ও গরিব দুঃখীদিগকে অন্ন বস্ত্র বিতরণে তাঁহার বড় উৎসাহ ছিল বলিয়া, মধ্যে মধ্যে এই সকল কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া আনন্দ লাভ ও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। দ্বারকানাথ সৌভাগ্য ক্রমে সংসার ক্ষেত্রে দুইটি উপযুক্ত পথ প্রদর্শক ও সহায় লাভ করিয়াছিলেন, প্রথমটি তাঁহার গর্ভধারিণী জননী, দ্বিতীয়টি, সহধর্ম্মিণী। দ্বারকানাথ বড় ভাগ্যবান! সকলের ভাগ্যে এরূপ ঘটে না।

দ্বারকানাথের অনেক কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহার স্বভাব মাতার অনুরূপ হইয়াছিল, বিশেষত, অন্নদান সম্বন্ধে; ইনি কখন অভুক্ত লোক দেখিতে পারিতেন না। ভবানীপুরের বাটিতে ইনি এত লোককে প্রতিপালন করিতেন যে, নিজ বাটিতে সকলের স্থান সংকুলান হইতনা বলিয়া আর একটি বাটি ভাড়া লইয়াছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন লোক এই উভয় বাটিতে দ্বারকানাথের অন্নে প্রতিপালিত হইত; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যালয়ের ছাত্র। দ্বারকানাথ নিজ ছাত্রাবস্থায় অনেক ক্লেশ পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, ছাত্রদিগের প্রতি তাঁহার এত সহানুভূতি ছিল। আবার এই আশ্রিতদিগের পরিজনবর্গের কেহ কোন অভাব জানাইলে দ্বারকানাথ সাহায্যদানে কখন কৃপণতা করিতেন না।

দ্বারকানাথের বন্ধু ও পরিচিতদিগের মধ্যে সকলের অবস্থা সমান ছিল না। যাঁহাদিগের অবস্থা কিছু মন্দ ছিল, তাঁহাদিগকে

আবশ্যক মত ইনি অনেক সময় গুপ্ত দান দ্বারা সাহায্য করিতেন। এরূপ সাহায্যগ্রাহী অনেকের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে কিন্তু, এস্থলে, কেবল এক জনের মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে। কবিবর মাইকেল মধুসূদন তাঁহার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার বিবাহ উপলক্ষে ইঁহাকে জানাইলে পর, দ্বারকানাথ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আড়াই শত টাকা প্রদান করেন। আর একবার কবিবরের স্ত্রী সাংসারিক কষ্ট জানাইলে পর তাঁহার হস্তে দুই শত টাকা প্রদান করেন। *

দ্বারকানাথ স্বাভাবিক দয়ালু চিত্ত ছিলেন, তিনি লোকের অভাব অনুভব করিতে পারিতেন। নামের নিমিত্ত—সুপারিস ছাড়া দান নিষিদ্ধ, ইহা তাঁহার নীতি ছিলনা। পরিচিত হউক বা অপরিচিত হউক, যথার্থ দয়ার পাত্র ইঁহার নিকট বঞ্চিত হইত না,—প্রকৃত দানের পাত্র ইঁহার নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিত না। দানের সময় দ্বারকানাথ কখন কাহাকেও কোন প্রকার লজ্জা দিতেন না, ও নাম কিনিবার প্রত্যাশায় কখন সংবাদ পত্রের আশ্রয় লইয়া ঢাক ঢোল বাজাইতেন না; ইঁহার দান বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত ছিল না। প্রকৃত পক্ষে, দ্বারকানাথ পরোপকারের নিমিত্ত—দানের নিমিত্ত—দান করিতেন, নামের নিমিত্ত নহে। "তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা করে, তোমার বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পারে" দ্বারকানাথ এই নীতির

---

* নববিভাকর সাধারণী পত্রিকায় কেহ লিখিয়াছিলেন যে, এক বিদ্যাসাগর ব্যতীত আর তাঁহার কোন বন্ধু কখন তাঁহাকে কোন সাহায্য করেন নাই, এজন্য ইহা লিখিত হইল।

পক্ষপাতী ছিলেন, আর এই প্রকার দানই যথার্থ সাত্বিকী দান বলিয়া প্রশংসিত। *

নিজ গ্রামের উন্নতি কল্পে দ্বারকানাথের বিশেষ যত্ন ছিল। নিজ ব্যয়ে আগুনসীতে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাঁর জীব-দ্দশায় এই চিকিৎসালয়ের অবস্থা বেশ ভাল ছিল; নিকটবর্ত্তী ত্রিশ চল্লিস খানি গ্রাম হইতে প্রায় শতাধিক লোক আসিয়া এই স্থানে চিকিৎসিত হইত। দ্বারকানাথ ইহার সমস্ত ব্যয় প্রদান করিতেন। এই চিকিৎসালয়কে চিরস্থায়ী করিতে ইহাঁর বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অকাল মৃত্যুতে এই সদিচ্ছা পূর্ণ হইল না। স্কুলটির উন্নতি কল্পেও দ্বারকানাথের বিলক্ষণ যত্ন ছিল, কিন্তু এ বিষয়েও সফলকাম হইতে পারেন নাই। এক্ষণে এই স্কুল ও ডিস্‌পেন্‌সরি দ্বারকানাথের নামে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু অর্থ ও স্থাপন কর্ত্তার অভাবে ইহাদিগের উভয়েরই অবস্থা তত সন্তোষজনক নহে।

দ্বারাকানাথের বিশেষ কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল বলিয়া বোধ হয় না। জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি ইঁহার এক সময় বড় আস্থা ছিল না; কিন্তু, তাই বলিয়া দ্বারকানাথ কখন পৈতৃক ক্রিয়া কর্ম্ম লোপের চেষ্টা করেন নাই বরং সচ্ছল অবস্থা কালে সে সকলের আরো শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এক্ষণকার নব্য আলোকপ্রাপ্ত ভ্রাতারা, যাঁহারা সংসারের ভার প্রাপ্ত হইয়া শোকবস্ত্র বিস-র্জ্জনের সহিত, অগ্রে পৈতৃক ক্রিয়া কলাপ লোপ ও পূর্ব্ব পুরুষ

* দ্বারকানাথের কাগজ পত্র সমস্ত নষ্ট হইয়া না গেলে এরূপ কতকগুলি দানের দৃষ্টান্ত দেখান যাইত।

প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলাটির বিসর্জ্জন দিয়া কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা দ্বারকানাথের হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতার জন্য শতবার ইঁহাকে তিরস্কার করিতে পারেন, ও এই অপরাধে এই স্থানেই ইঁহার জীবন চরিত পাঠ বন্ধ করিতে পারেন। কিন্তু, আমরা এই মহত্বের জন্য ইঁহার শত-মুখে প্রশংসা করি। বাপু! নিজের যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু গরিব পিতৃ পিতামহের যাহা কিছু আছে তাহা লইয়া আর টানাটানি কেন? প্রতি বৎসর পূজার সময় দ্বারকানাথ দেশে পূজার আনন্দে যোগ দিতেন; অবস্থার উন্নতির সহিত এই উৎসবেরও উন্নতি হইয়াছিল। গ্রাম সুদ্ধ ধনী, নির্ধন, বালক, বৃদ্ধ, যবা সকলেই দ্বারকানাথের বাটিতে নিমন্ত্রিত হইয়া তিন দিন আমোদ আহ্লাদ করিত। এরূপ সৎকার্য্য ও নির্দ্দোষ আমোদে দ্বারকানাথ কখন বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন না।

যখন 'বিশ্বাসের' কথাটা উঠিল, তখন এই সঙ্গে দ্বারকনাথের ধর্ম্ম মতটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাউক। হিন্দুধর্ম্মে দ্বারকানাথের কতদূর বিশ্বাস ছিল তাহা তিনিই জানিতেন। তবে তাঁহার কোন কোন বাল্য বন্ধু বলেন, বালক কালে দ্বারকা-নাথের হিন্দুধর্ম্মে বেশ শ্রদ্ধা ছিল। তখন হিন্দুর দেব দেবী পূজা ও অপরাপর কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল, কিন্তু যৌবনে এই অনুরাগ ক্রমে তিরোহিত হইয়া পড়ে, ও সেই সময় কোমতের নব ধর্ম্ম লক্ষ্য স্থল হয়। দ্বারকানাথের ন্যায় এক জন অসাধারণ মানসিক ক্ষমতাশালী ও চিন্তাশীল লোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ মতিভ্রম হওয়া কিঞ্চিৎ কষ্টকর হইলেও তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, বরং এরূপ মতানৈক্য হওয়াই স্বাভাবিক। প্রায় সকল

দেশেই এইরূপ অতিরিক্ত মানসিক ক্ষমতাশালী ও চিন্তাশীল লোকের মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বারকানাথ বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক অগস্ত্য কোমতের শিষ্য—প্রতক্ষ্যবাদী (Positivist) ছিলেন। "পরোপকার পরম ধর্ম্ম"—দ্বারকানাথ যদি কোন ধর্ম্ম মানিতেন, যদি কোন ধর্ম্মে ইঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, তবে সে এই ধর্ম্ম। হিন্দু যেরূপ বেদকে, মুসলমান কোরাণকে এবং খ্রীষ্টাণ বাইবেলকে মান্য করিয়া থাকেন, দ্বারকানাথ সেই রূপ কোমৎকে মান্য ও তাঁহার মতানুসরণ করিতেন। পজিটিভিজমের প্রতি দ্বারকানাথের আন্তরিক অনুরাগের আর এক পরিচয় এই যে, ইনি আপন কোন কোন বন্ধুকে এই মতের অনুসারী করিয়াছিলেন। সিবিলিয়ান গেড়িস সাহেব ও কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল লব সাহেব এই দুই জন বিখ্যাত পজিটিভিষ্টের সহিত এই ধর্ম্ম বিশ্বাস সূত্রে দ্বারকানাথের পরম বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। পজিটিভিজমের প্রতি দ্বারকানাথের এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি দাঁড়াইয়াছিল যে, ইনি ফ্রান্সে যাইয়া কোমতের জন্ম ভূমি দর্শন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

জাতীয় ধর্ম্ম হইতে এই প্রকার ইহাঁর বিশ্বাস টলিলেও আধুনিক মহাপুরুষদিগের ন্যায় ইনি কখন আপন পৈতৃক ধর্ম্ম প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতেন না, বা ইহার উচ্ছেদ কামনা করিতেন না। বরং ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের প্রথমাবস্থায়—যে সময় নব উৎসাহের সহিত কোমতের নব ধর্ম্মাবলম্বন করেন—সেই সময় জনৈক বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তর, তাঁহার অভিনব উৎসাহ স্রোতে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। দ্বারকানাথ, মহাত্মা বৈজ্ঞানিক প্রবরকে এই

প্রকার উন্মত্ত দেখিয়া ধর্ম্মত্যাগে বিমুখ হইবার জন্য অনেক বুঝাইয়া ছিলেন। এই সময় তাঁহাতে এবং দ্বারকানাথে খ্রীষ্ট এবং হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা লইয়া বিলক্ষণ তর্কবিতর্ক হয়। দ্বারকানাথ হিন্দু ধর্ম্মের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বন্ধুবরকে তর্কে আহ্বান করেন, ও রীতিমত বিচার এবং মীমাংসার জন্য ফাঁকা মৌখিক তর্কের পরিবর্ত্তে ডাক্তার বাহাদুরকে তাঁহার তর্ক ও যুক্তি সকল কাগজ কলমে লখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। উভয়েই কাগজ কলমে লিখিয়া এই বিচার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শেষ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মহাশয়কেই দ্বারকানাথের তর্ক এবং যুক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া ধর্ম্মত্যাগের অভি-প্রায়কে বিদায় দিতে হয়।

জীবনের এই অবস্থায় (পজিটিভিষ্ট হইলে পর) হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি দ্বারকানথের বিশেষ আস্থা না থাকিলেও ইহার প্রতি বিল-ক্ষণ সমাদর ছিল। কোমৎ প্রচারিত প্রত্যক্ষবাদের (Positivism) সহিত অপর সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্মের অধিক ঐক্য থাকায় ইনি ইহাকে নিজ অবলম্বিত ধর্ম্মের পরেই গণ্য করিতেন। আর অপর সকল ধর্ম্মাপেক্ষা নিজ পৈতৃক ধর্ম্মের যে ইনি শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন, ও তাহার প্রতি অলক্ষিত ভাবে যে হৃদয়ের অনুরাগ ছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনায় তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। জীবনের শেষ অবস্থায় হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি দ্বারকা-নাথের স্পষ্ট অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল।

মাতার প্রতি দ্বারকানাথের অসীম ভক্তি ছিল। এজন্য কথন এমন কোন কাজ করিতেন না যাহাতে তাঁহার মনে কষ্ট হইতে পারে। দ্বারকানাথ স্বয়ং কোন বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন না;

কোন আত্মীয়ের উপর এই সকলের ভার ছিল। এই আত্মীয়ের সহিত ইঁহার গর্ভধারিণীর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক। দ্বারকানাথ জজ হইবার পর বাটি নির্ম্মাণ, গৃহ সজ্জা প্রভৃতি উপলক্ষে এই আত্মীয়ের হস্তে যে টাকা ন্যস্ত করেন, কিছু দিন পরে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সেই পরমাত্মীয় * * * মহাশয় সেই টাকার অধিকাংশ আত্মসাৎ করিয়া নিজ উদর পূরণ করিয়া ফেলিয়াছেন। দ্বারকানাথ একবারে মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। যে ব্যক্তি যত চতুর বুদ্ধিমান হউক না কেন, সকল বিষয়ে কেহ কখন পাকা হইতে পারেনা। দ্বারকানাথ অর্থ উপার্জ্জনে সুচতুর হইলেও বিশ্বাস স্থাপনে অপরিণামদর্শী ও বিষয় রক্ষায় বড় অপটু ছিলেন ; নিজে কিছু দেখিতেন না, সকল ভার অপরের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। এক্ষণে দেখিলেন, ওকালতীতে তিনি যে পরিমাণে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই আত্মীয় তাঁহার বিশ্বাসের ফল স্বরূপ তাহার অনেকাংশ উদরসাৎ করিয়া তাঁহাকে এক প্রকার নিস্ব করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এই প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও দ্বারকানাথ তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না, কারণ, তাহা হইলে তাঁহার মাতার মনে কষ্ট হইবে। এই সকল তত্বাবধান কার্য্যে লক্ষাধিক টাকা এই ব্যক্তি আত্মসাৎ করেন।

একবার যাঁহার সহিত দ্বারকানাথের আলাপ পরিচয় হইত, তিনিই ইঁহার সুমধুর স্বভাব গুণে ইঁহার গুণগ্রাহী ও বন্ধু হইয়া পড়িতেন। আবার যাঁহাদিগের সহিত দ্বারকানাথের বন্ধুতা জন্মিত, তাঁহাদিগকে ইনি অকৃত্রিম স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। দ্বারকানাথের হৃদয় স্বাভাবিক কোমল ও সহানুভূতিপূর্ণ ছিল।

কোন বন্ধু বিপদে পড়িলে বা তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কোনরূপ দুর্ঘটনার সংবাদ শ্রবণ করিলে ইনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেন, আবার সম্পদেও সেইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। রায় দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু সংবাদ দ্বারকানাথের নিকট পঁহুছিবামাত্র ইনি শোকে নির্ব্বাক হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইঁহার চক্ষুদ্বয় শোকাশ্রুতে পূর্ণ হইয়াছিল; সে রাত্রি ইঁহার হৃদয় শোকভারে এত কাতর হইয়া পড়ে যে, আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করেন নাই। সেইরূপ বাবু অনুকূল মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করিলে পর ততোধিক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ওকালতী কালে, দ্বারকানাথ, সময়াভাবে ইচ্ছামত বন্ধুদিগের সহিত মিলিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার মনে বড় দুঃখ ছিল। বিচারপতি পদ লাভে, এই অভাব অনেকাংশে দূর হওয়ায়, যে দিন তিনি এই পদ লাভ করেন, সেই দিনই এজন্য বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপন অভিপ্রায় সকলকে জ্ঞাত করেন, ও সেই অবধি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুদিগের সহিত নিয়মিতরূপে সম্মিলিত হইতেন। দ্বারকানাথ ভবানীপুরে থাকিতেন, বন্ধুগণের সকলে ততদূর যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইতেন না বলিয়া, ইনি প্রতি সপ্তাহে এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে মৃত বাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাসের বাটিতে উপস্থিত হইয়া, তথায় অপরাপর বন্ধুদিগের সহিত সম্মিলিত হইতেন। যদিও এই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ ও খোস গল্প করিয়া কতকটা সময় অতিবাহিত করা, তথাপি এই সম্মিলনের প্রায় প্রতি অধিবেশনেই রাজনীতি, সমাজনীতি ও অপরাপর অনেক সারগর্ভ বিষয়ের আলোচনা হইত।

দ্বারকানাথের হৃদয় বালকের ন্যায় স্বাভাবিক সরল ছিল। অহঙ্কার, দ্বেষ, হিংসা, কপটতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি কখন ইঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। স্বাভাবিক সাদাসিদে গোছের লোক হওয়ায় যাঁহাদিগের সহিত ইহাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিত, তাঁহা-দিগকেই ইনি আপনার ভাবিতেন, ও এই জন্য কথাবার্ত্তায় তাঁহাদিগের সহিত কোন প্রকার আদব কায়দা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন না। এজন্য অনেক বন্ধুকেই দ্বারকানাথ তুই, ওরে প্রভৃতি ঘনিষ্ঠতা সূচক বাক্যে সম্বোধন করিতেন। দ্বারকানাথ সরল—অকপট হৃদয়ে এই সকল শব্দ ব্যবহার করিতেন বলিয়া, ইহা সকলের নিকট মিষ্ট বোধ হইত, ও এ জন্য কেহ কখন ক্রুদ্ধ হইতেন না, বা অপমান বোধ করিতেন না।

কে কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা জানিতে হইলে, তাঁহার বন্ধুদিগকে 'দেখিলে অনেকটা জানিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন, পরিচ্ছদ ও গৃহ সজ্জায় মনুষ্যের অনেক আভ্যন্তরিক পরিচয় পাওয়া যায়। এক জন সৌখিন লোকের বেশ ভূষা ও গৃহ সজ্জায় যে রূপ বিলাসিতা, পারিপাট্য থাকিবে, এক জন মোটামুটি ধরণের লোকের কখন সেরূপ হইবেনা। দ্বারকানাথ কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা ইঁহার গৃহ সজ্জায় পাঠকগণ বিচার করিয়া লইবেন। বিলাসিতা অপেক্ষা সচ্ছন্দতার উপর—বাবুয়ানা অপেক্ষা কাজের উপর, দ্বারকানাথের অধিক দৃষ্টি ছিল। কতকগুলা ঝাড়, লণ্ঠন, ছবি প্রভৃতি দ্বারা গৃহ সুশোভিত করা অপেক্ষা কাজের জিনিষ দ্বারা ঘর সাজান দ্বারকানাথ অধিক আবশ্যক মনে করিতেন। অন্যান্য সৌন্দর্য্য দ্বারা গৃহ সজ্জিত করা অপেক্ষা

পুস্তক এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সৌন্দর্য্যে গৃহ সজ্জিত করিতে দ্বারকানাথ অধিক পসন্দ করিতেন।

জজ হইবার পর, কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বাস করিবার নিমিত্ত, দ্বারকানাথ ভবানীপুরে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া এক বাটি কিনিলেন। এই বাটিতে তিনি নিজের পাঠগৃহের নিমিত্ত প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া পুস্তক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সংগ্রহ করেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে তাঁহার সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতদিগের লিখিত প্রায় সকল পুস্তক এই পাঠগৃহে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সকল ভিন্ন, অন্য প্রকার বিলাসিতার সামগ্রী ইঁহার গৃহে অতি অল্প ছিল। চিত্রের মধ্যে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের এক খানি চিত্র, নিজের দুই খানি প্রতিকৃতি এবং কয়েকখানি স্বভাব দৃশ্যের চিত্র মাত্র ইঁহার গৃহ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল।

দ্বারকানাথ সকল বিষয়েই কিছু হাতে কলমের লোক ছিলেন। গণিত শাস্ত্রের প্রতি বড় অনুরাগ থাকায়, এই বাটির উদ্যানস্থিত ভূখণ্ডের উপর জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার অনুরূপ, ঘাসের ও ফুল গাছের কেয়ারি নির্ম্মাণ করাইয়া আপন পুত্রকে তাহা হইতে বাগানের কার্য্য প্রণালী ও উদ্ভিদ্ তত্ব শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে জ্যামিতির শিক্ষা দান করিতেন।

আজকাল কেমন এক প্রকার সমাজের স্রোত ফিরিয়া গিয়াছে, যাহাদিগের কিছু সংস্থান আছে তাঁহাদিগের গৃহিণীরা প্রায়ই আর নিজে শিশু সন্তান পালনের কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না; আর কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, যাঁহার একটু সচ্ছল অবস্থা, তিনিই আর পুত্রের শিক্ষাদান সম্বন্ধে নিজে কিছু দৃষ্টিপাত

করেন না। নিয়োজিত শিক্ষক, পুত্রের নিমিত্ত যাহা কিছু করেন, তাহাই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করিয়া থাকেন। অবশ্য তাঁহারা পুত্রের শিক্ষা কার্য্যে যে শিথিলযত্ন বা অমনোযোগী তাহা নহে, তবে তাঁহারা কেবল পরের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেও শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলে ফল সমধিক ভাল হয়। এ সম্বন্ধে দ্বারকানাথকে আমরা বিলক্ষণ সতর্ক দেখিতে পাই।

দ্বারকানাথ পুত্রের শিক্ষার নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। পুত্র কন্যাকে, দ্বারকানাথ মুখে যেরূপ নিজ আত্মার প্রতিনিধি স্বরূপ বলিতেন, মনেও সেই রূপ জ্ঞান করিতেন বলিয়া কার্য্যে অনুরূপ ব্যবহার করিতেন। পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে যতদূর পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন, দ্বারকানাথ সে বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রটি করেন নাই। নিয়মিত শিক্ষক ব্যতীত মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক রীজ সাহেবকে পুত্রের অঙ্ক শাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাহেব প্রত্যহ তিন ঘণ্টা করিয়া পড়াইতেন। ইহার উপর দ্বারকানাথ, নিজে ধনবান এবং উচ্চ পদস্থ হইয়া ও নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও স্বয়ং পুত্রের শিক্ষাকার্য্যে সাহায্য করিতেন ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিতেন। দ্বারকানাথের ইচ্ছা ছিল, পুত্রকে এখানে ভাল রূপ গণিত বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া কেম্ব্রিজে পাঠাইয়া তথাকার অধ্যাপকদিগের নিকট অঙ্ক শাস্ত্রে পারদর্শী করিয়া পুত্রকে তথাকার বড় বড় গণিতজ্ঞদিগের সমকক্ষ করিবেন। অকাল মৃত্যুাত, দ্বারকানাথের এ আশা আর পূরিল না।

পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে দ্বারকানাথের কতদূর আগ্রহ ছিল,

তাঁহার নিজ কথায় পাঠকগণ তাহা অনুভবে সক্ষম হইবেন। দ্বারাকানাথ তাঁহার বন্ধুদিগের নিকট অনেক সময় বলিতেন, "দরিদ্রতা বশতঃ আমার নিজেরত আর কিছু শিক্ষা হইল না, কিন্তু পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে যদি আমার সমস্ত ব্যয় হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি তাহাকে পূর্ণভাবে শিক্ষা দান করিব।" দ্বারকানাথের এই কথায় বুঝিতে পারা যায়, শিক্ষার প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল, এবং এ দেশের শিক্ষিত লোকদিগের তুলনায় তাঁহার শিক্ষা বড় সামান্য না হইলেও, তিনি পণ্ডিতবর নিউটনের ন্যায় নিজ শিক্ষার কিরূপ হীনতা স্বীকার করিতেন,— কিরূপ অভিমান শূন্য ছিলেন।

ওকালতী কালে দ্বারকানাথকে এত কাজে ব্যস্ত থাকিতে হইত যে, পাঠের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ থাকিলেও অবকাশাভাবে পড়িতে পাইতেন না। এক্ষণে, বিচারপতি পদ লাভ করায়, ইহাঁর সে অসুবিধা অনেকাংশে দূর হইল। সময় বুঝিয়া দ্বারকানাথ লাটিন ও ফরাসী ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইলেন। আদালতে ও গৃহে যতটুকু সময় অবসর পাইতেন সেই সময় পাঠে মনো-নিবেশ করিতেন।

এই সময় মৃত মহাত্মা উড্রো সাহেব শিক্ষা বিভাগের ডিরে-ক্টর ছিলেন। দ্বারকানাথ বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় নিয়মিত রূপে প্রতি রবিবারে তাঁহার নিকট যাইয়া গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। শিক্ষার প্রতি দ্বারকানাথের এত গাঢ় অনুরাগ ছিল যে, জজ হইবার পর তিনি প্রায় বলিতেন, ওকালতীর দশ বৎসর কাল আমার বৃথা অপব্যয়ে কাটিয়া গিয়াছে। বস্তুত, শিক্ষা যে কি পদার্থ তাহা দ্বারকানাথ যথার্থ বুঝিয়াছিলেন।

কোমতের প্রতি দ্বারকানাথের যেরূপ ভক্তি ছিল, ফরাসী ভাষার প্রতিও ইহাঁর তদনুরূপ অনুরাগ ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দ্বারকানাথ যখন অগস্ত্য কোমতের প্রত্যক্ষবাদের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন, সেই সময় মূল ভাষায় ইনি এই গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিলেন না বলিয়া মনে বড় ক্ষোভ হইয়াছিল। এক্ষণে সুবিধা পাইয়া সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত দ্বারকানাথ এক মনে ফরাসী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন, ও শিক্ষকের সামান্য মাত্র সাহায্য না লইয়া, কয়েক খানি পুস্তক অবলম্বনে এক বৎসর মধ্যে ফরাসী ভাষা এরূপ আয়ত্ত করিলেন যে, ইনি উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে কোমতের পুস্তক সকল একে একে বিনা আয়াসে পাঠ শেষ করিয়া ফেলিলেন। ক্রমে ফরাসী ভাষার প্রতি দ্বারকানাথের এতদূর অনুরাগ জন্মে যে, সমস্ত বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকারের পুস্তক একে একে ইহাঁর পাঠ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। দ্বারকানাথ নিজ লাইব্রেরীতে প্রায় সহস্রাধিক উৎকৃষ্ট ফরাসী পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় অধিকাংশ এখানে পাওয়া যাইত না বলিয়া, কলিকাতার থ্যাকার কোম্পানি ওই সকল পুস্তক দ্বারকানাথের বিশেষ অনুমতিক্রমে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স হইতে ইহাঁর নিমিত্ত স্বতন্ত্র আনাইয়া দিতেন। দ্বারকানাথ বিশেষ পরিশ্রম সহকারে কোমৎ প্রণীত বিশ্লিষ্ট জ্যামিতির (Analytical Geometry) ফরাসী হইতে ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। সেই সময়কার "মুকর্জ্জির ম্যাগাজিনে" তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

গণিত শাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানের উপরও দ্বারকানাথের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। প্রতি বৎসর শীতকালে ফাদার লাফোঁর যে

সকল বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা হইত, দ্বারকানাথ নিজ পুত্র এবং জামাতাকে সঙ্গে লইয়া সেই সকল বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। দ্বারকানাথ প্রত্যেক বক্তৃতায়, ঠিক নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইতেন। পুত্র এবং জামাতা ব্যতীত অনেক বন্ধুকেও দ্বারকানাথ সঙ্গী করিতেন; তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থার হীনতা প্রযুক্ত যাঁহাদের প্রবেশের টিকিট কিনিবার সঙ্গতি হইত না, দ্বারকানাথ নিজ ব্যয়ে তাঁহাদিকের টিকিট কিনিয়া দিতেন। সপ্তাহে দুই রাত্রি এইরূপ বক্তৃতা হইত। বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়া আবার তৎক্ষণাৎ পুত্র এবং জামাতাকে সেই সকল লিখিতে বলিতেন। ইহাতে তাহাদের যাহা ভুল হইত বা যে সকল বিষয় তাহারা বুঝিতে অক্ষম হইত, দ্বারকানাথ নিজে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা সেই সকল বুঝাইয়া দিতেন। বিজ্ঞান শিক্ষায় দ্বারকানাথ বিলক্ষণ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। এই বঙ্গ ভূমিতে যাহাতে বিজ্ঞানানুশীলনের আধিক্য হয়, ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। এজন্য ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের বিজ্ঞান সভা স্থাপনের যখন প্রস্তাব হয়, দ্বারকানাথ তাহাতে চারি হাজার টাকা দিয়া চাঁদার খাতায় প্রথমে নাম স্বাক্ষর করিয়া অপর সকলকে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে শিক্ষা দান করেন।

দ্বারকানাথ কখন অকারণ সময় নষ্ট করিতেন না। যে সময় টুকু অবকাশ পাইতেন তাহা প্রধানত পাঠে অতিবাহিত করিতেন। পাঠ করা দ্বারকানাথের এক প্রকার অভ্যাস ছিল বলিলেও চলে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ইনি বড় কষ্টকর বোধ করিতেন। পাঠানুরাগ এতাদৃশ প্রবল ছিল যে, বঙ্গের প্রধান বিচারালয়ের বিচারাসনের গুরুতর পরিশ্রমের কার্য্যভার সমাধা

করিয়া যেটুকু অবসর পাইতেন, তাহা অকারণ নষ্ট না করিয়া পাঠে ব্যয় করিতেন। এই সময়, দ্বারকানাথ. স্যর বার্ণেসের সহিত যখন বিচার করিতে বসিতেন, তখন তাঁহার পাঠের আর একটা সুযোগ হইত। স্যর বার্ণেস একদিকে যেমন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ ছিলেন, অপর দিকে, সেইরূপ, সেই বৃদ্ধ বয়সেও বিলক্ষণ পরিশ্রমী ও কার্য্য তৎপর ছিলেন,—খুব খাটিতে ভাল বাসিতেন। অপরাপর জজগণ যেরূপ মোকদ্দমার তর্ক বিতর্ক শ্রবণের পর ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিবার জন্য হউক বা আলস্য বশত হউক, রায় প্রকাশে বিলম্ব করিয়া থাকেন, বিশেষ কারণ ব্যতীত, স্যর বার্ণেস কখন তাহা করিতেন না, মোকদ্দমা শুনানির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উর্ব্বর মস্তিক হইতে তৎক্ষণাৎ বিচার ফল বাহির হইত। উভয় পক্ষের তর্ক বিতর্ক শুনিবার পর স্যার বার্ণেস যতক্ষণ নিজ বেঞ্চ ক্লার্কের দ্বারা রায় লিখাইয়া রায় প্রকাশ করিতেন, দ্বারকানাথ সেই অবসরে যে দশ পনর মিনিট সময় পাইতেন, পাঠ করিয়া লইতেন। স্নান করিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিত; এই সময় এক জন চাকর ইহাঁকে তেল মাখাইয়া দিত, ও ইনি পুস্তক পার্শ্বে রাখিয়া পড়িতেন; কিন্তু দ্বারকানাথ খুব পাঠানুরাগী ছিলেন বলিয়া বাজে বই পড়া স্বভাব ছিলনা। নিজেও বাজে বই পড়িতেন না, বন্ধুদিগকেও পড়িতে নিষেধ করিতেন। ইঁহার পাঠগৃহে নাটকাদির সংখ্যা অতি অল্প ছিল। প্রতি মাসে যত ভাল নূতন পুস্তক বাহির হইত, দ্বারকানাথ তাহার প্রায় সকল গুলিই সংগ্রহ করিতেন। শেষ জীবনে ফরাসী পুস্তকের প্রতি বড় অনুরাগ বাড়িয়াছিল। উৎকৃষ্ট ইংরাজী কাব্য গুলি দ্বারকানাথ পুনঃপুন পাঠ করিয়া প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন। ইদানীং,

সেলি ও লংফেলোর বড় আদর করিলেন। মৃত্যুর কয়েং দিবস পূর্ব্বে, কলিকাতা পরিত্যাগের দুই চারি দিন থাকিতে, যখন ইনি বুঝিয়া ছিলেন যে, এ যাত্রা আর রক্ষা পাইব না, সেই সময় এক দিন সমাগত আত্মীয় বন্ধুদিগের সমক্ষে জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে ডাকাইয়া লংফেলোর "Psalm of Life" নামক কবিতা পাঠ করান। ইহা দ্বারা দ্বারকানাথ পুত্রের প্রতি শেষ উপদেশ ও কর্ত্তব্য শিক্ষা দান করেন। সেলি পড়িয়া নাকি দ্বারকানাথের পজিটিভিজ্‌মের দিকে প্রথম লক্ষ্য পড়ে; সেলির কুইন ম্যাবের ইনি বড় ভক্ত ছিলেন। নিজে পড়িতে অক্ষম হওয়া প্রযুক্ত, মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস নিজ জামতাকে কুইন ম্যাবের কতকাংশ পড়িয়া শুনাইতে আদেশ করেন। দ্বারকানাথ নিজে কবি না হইলেও কাব্যের বড় সমাদর করিতেন।

বিচারপতি হইবার অল্প দিন পরেই হৃদ্‌রোগে দ্বারকানাথের পত্নীর কাল হয়। জননীর উপরোধে এবং অবিবাহিতা অপেক্ষা বিবাহিত জীবন অনেকাংশে সংস্বভাবের উপযোগী ভাবিয়া দ্বারকানাথ তৃতীয় বার বিবাহ করিলেন। শ্রীরামপুরের অন্তর্গত ঋষড়া গ্রামের বাবু কালী কুমার দের কন্যার সহিত এই পরিণয় সম্পন্ন হয়। এ বিবাহেও দ্বারকানাথ সুখী হইয়াছিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে ইঁহার এক পুত্র সন্তান হয়, তাঁহার নাম ভুপেন্দ্র নাথ। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক বাবু রাজ কুমার সর্ব্বাধিকারীর তত্ত্বাবধানে এই বালক এক্ষণে শিক্ষালাভ করিতেছেন।

বহুবাজার দত্ত পরিবারের বিখ্যাত বাবু রাজেন্দ্র নাথ দত্তের দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্র নাথ দত্তের সহিত দ্বারকানাথের কন্যা ভুবনের বিবাহ হয়। বিবাহের পর দ্বারকানাথ জামাতাকে সুশিক্ষিত

করিবার জন্য নিজ বাটীতে আনিয়া রাখেন। পুত্র ও জামাতার প্রতি দ্বারকানাথের সম ব্যবহার ছিল, কোন প্রকার পক্ষপাত ছিল না। এই জামাতা এক্ষণে গত হইয়াছেন।

দ্বারকানাথ ভিতরে কিরূপ লোক ছিলেন, সে বিচার ভার পাঠকগণের উপর। তাঁহার গাহস্থ্য জীবনের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর পাঠকগণ তাহার বিচার করিতে পারেন।

সপ্তম অধ্যায়।

জীবনের শেষ অঙ্ক।

দিন ফুরাইয়া আসিল—পীড়ার সূত্রপাত—রোগের অনুমাণিক কারণ—মত পরিবর্ত্তন—মনুর বিধি ও অনুতাপ—মোক্ষ মূলরের পত্র—পীড়াবৃদ্ধি—মাতা ও পুত্র—গেডিস সাহেব—লব ও অপরাপর উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের সহানুভূতি প্রদর্শন—জন্মভূমি প্রত্যাগমন—মৃত্যুর ঘটনা—বিদায় গ্রহণ—শোক প্রকাশ।

পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, মধ্যাহ্নের সূর্য্যের ন্যায়, দ্বারকানাথের সৌভাগ্য এক্ষণে দীপ্তিদান করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, যে দ্বারকানাথকে কালের কুটিল গতিতে, 'কি করিব কি হইবে" ভাবিয়া অস্থির হইতে হইয়াছিল, এক দিন যে দ্বারকানাথকে কয়েক টাকা বেতনের দাসত্বের অনুসন্ধানে যাইয়া এক জন সামান্য দরোয়ানের নিকট অপদস্থ হইতে হইয়াছিল, কালের বিচিত্র গতিতে আজ ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি—ভারতের অদ্বিতীয়

অধীশ্বর, লড মেয়ো এবং নর্থব্রুক আবার সেই দ্বারকানাথকে, বন্ধুভাবে সসম্মানে হস্ত ধারণ করিয়া পার্শ্বে বসাইতেছেন। আবার, কালের অনন্ত লীলায়, দেখিতে দেখিতে সেই দ্বারকানাথ, কাল সাগরে কোথায় লুকাইবেন কেহ বলিতে পারে না। প্রাতঃকালে, সূর্য্যদেব যেরূপ অল্পে অল্পে আলোক দানের পর, মধ্যাহ্নে, যেরূপ উজ্জ্বল কিরণে চারিদিক প্রদীপ্ত করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে একবারে অন্তর্হিত হন, দ্বারকানাথও সেই রূপ বাল্যকাল হইতে অল্পে অল্পে বিকাশিত হইয়া, এক্ষণে নিজ প্রভায় বঙ্গ ভূমিকে সমুজ্জ্বল করিয়া পুনরায় অস্তগামী হইবার সীমায় আসিয়া পড়িয়াছেন। দ্বারকানাথ সম্ভ্রম, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য এবং সাংসারিক সুখে বঙ্গবাসীর দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া পরম আনন্দে আছেন—কিন্তু দিন ফুরাইয়া আসিল। সকলের অগোচরে কাল অলক্ষিতভাবে আসিয়া দ্বারকানাথকে সকল সুখ হইতে ছিন্ন করিয়া হরণ করিতে উদ্যত হইল।

১৮৭৩ সালের শারদীয় পূজার অবকাশ ফুরাইয়াছে। শীতাগমে সকলে সবল সুস্থ শরীরে পুনরায় নিজ নিজ কার্য্যে প্রফুল্ল মনে মনোনিবেশ করিল। হাইকোর্টের ছুটি শেষ হওয়ায়, কর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলে, পুনরায় একত্রে সম্মিলিত হইয়া বন্ধুগণ পরস্পর পরস্পরের কুশল প্রশ্ন করিয়া নব উৎসাহে কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। দ্বারকানাথ এবার পূজাবকাশে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে আসিয়া সহযোগী বিচারপতির সহিত পুনরায় বিচারাসনে উপবেশন করিলেন। আজ সকলের প্রফুল্ল মুখ। কাহার ভাগ্যে কবে কি হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। দ্বারকানাথ জানিতেন না যে, তিনি জন্মের মত এই শেষ বার বিচারাসনে বসিলেন, আর এক দিন পরে এ জগতে

তাঁহাকে আর এ আসনে বসিতে হইবে না; তাহা হইলে আজ তাঁহার মুখ কখন প্রফুল্ল দেখা যাইত না। * * * * হঠাৎ কাসিতে কাসিতে মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হইল, দ্বারকানাথ বুঝিলেন, তিনি বিষম সঙ্কটাপন্ন পীড়ার হস্তে পড়িয়াছেন। যাহার আক্রমণে মানুষকে একবারে জীবনাশা পরিত্যাগ করিতে হয়, তিনি সেই দারুণ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। সভয়ে পর দিবস তিন মাসের ছুটি লইলেন।

পূজার বন্ধের কিছু পূর্ব্বে, প্রথম ইহাঁর গলদেশে স্ফোটকের ন্যায় এক প্রকার পীড়া হইতে আরম্ভ হয়, ইহাই রোগের সূত্র-পাত। প্রথম নানা প্রকার চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় সলোমন্স নামক এক জন কাফ্রি ডাক্তরকে এলেন সাহেবের অনুরোধে চিকিৎসার্থ নিযুক্ত করেন। এ ব্যক্তি জগ্ স্যুপ এবং পাতি লেবুর রসের ব্যবস্থা করিয়া রোগকে আরও বাড়াইয়া তোলায় দ্বারকানাথ অবশেষে আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে লক্ষ্ণৌ গমন করেন। পরে, তথা হইতে প্রত্যা-গমন করিয়া, এই সাংঘাতিক কান্সার পীড়ায় আক্রান্ত হন।

দ্বারকানাথের ন্যায় সবল, সুস্থকায়, সচ্চরিত্র ও সুবি-বেকী যুবা পুরুষ, কেন এতাদৃশ কঠিন পীড়ায় অকালে প্রাণ হারাইলেন, তাহার কারণ অবধারণ করা বিশেষ আব-শ্যক। মনুষ্য যত কেন সুবিবেকী ও বুদ্ধিমান হউক না, কোন না কোন বিষয়ে তাহার দুর্ব্বলতা থাকিবে। দুর্ব্বলতা মনুষ্যের অন্যতম স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মানুষ কখন পূর্ণ মাত্রায় বিবেকী ও সতর্ক হইয়া চলিতে পারেনা। আহার সম্বন্ধে দ্বারকানাথ বড় অসাবধান ছিলেন, আর অধিক বালব

না। * দ্বারকানাথের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে আমরা আর একটি গুরুতর কলঙ্ক রেখা দেখিতে পাই ; উল্লেখ যোগ্য না হইলেও এক্ষণকার নব্য যুবকদিগের উপকারার্থে তাহা বলিতে হইল,—দ্বারকানাথ সুরাপান করিতেন। কিন্তু বিচারপতি হইবার পর এই অভ্যাস এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, আহারাদি সম্বন্ধে হিন্দু মতানুযায়ী না চলিয়া বড় অকাজ করিয়াছেন; কিন্তু যে ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা সংশোধনের আর উপায় নাই। তবে রুগ্নাবস্থায় যতদূর সতর্ক হইয়া চলিতে পারা যায়, দ্বারকানাথ চলিতে লাগিলেন। এক্ষণে ইঁহার আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ হিন্দুর ন্যায় হইল। এই সময়, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, গৃহে ধূপ ধুনার ধূমদান করিতেন।

দ্বারকানাথ এত দিনে বুঝিতে পারিলেন যে, হিন্দুদিগের যাহা কিছু আচার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহার সকলগুলিই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপযোগী, এত দিন এ সকল অগ্রাহ্য করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। এই জন্য ইঁহার পজিটিভিষ্ট বন্ধু গেডিস্ সাহেবের নিকট এই কথা উত্থাপন করিয়া একদিন অনুতাপ করেন। দ্বারকানাথ বলিলেন, "মনু আমাদিগের (হিন্দুদিগের) নিমিত্ত যে সকল বিধান করিয়াছেন, ঠিক সেই নিয়মানুযায়ী চলিতে পারিলে আমাদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক

* দ্বারকানাথের কোন সম্পর্কীয় লোক বলেন, আহারাদি সম্বন্ধে দ্বারকানাথের প্রথমে কোন দোষ ছিল না, পরে তাঁহার কোন আত্মীয় ও জনৈক ব্রাহ্মণ পারিষদ্ আপনাদিগের স্বার্থ সাধনোদ্দেশে ইঁহার প্রবৃত্তি ঐ দিকে উত্তেজিত করেন।

সকল প্রকার উন্নতি এক সঙ্গে সাধিত হয় ; তাঁহার আদেশ সকল বিজ্ঞান সম্মত।" এই সকল নিয়ম না মানিয়া চলায় এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করিতেছি। এ যাত্রা বাঁচিতে পারিলে জীবনকে নূতন পথে চালাইতে আরম্ভ করিব।" গেডিস্, এ সম্বন্ধে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে ইচ্ছা করিলে, দ্বারকানাথ, অধ্যাপক মোক্ষমূলর, বাবু রামদাস সেনকে নব্য হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিলেন।

বড় দুঃখ, দ্বারকানাথের এ আশা পূরিল না,—দ্বারকানাথ এ যাত্রা আর পরিত্রাণ পাইলেন না। যদি ইনি এই সঙ্কটাপন্ন রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বিশুদ্ধ হিন্দু আচারে চলিতে পাইতেন, তাহা হইলে ইহাঁর ন্যায় ক্ষমতাবান, সুশিক্ষিত বড় লোকের সদৃষ্টান্তে, অনেক আচার ভ্রষ্ট ইংরাজীনবীশ হিন্দু সন্তানের বিলাতী চাকচিক্য বিঘূর্ণিত মস্তক প্রকৃতিস্থ হইত। যে সকল হিন্দু সন্তান যথেচ্ছ পানাহারকে বাহাদুরীর কাজ মনে করেন, দ্বারকানাথের এই অনুতাপ ও পরিণাম দৃষ্টেও যদি তাঁহাদের চৈতন্য না হয়, এই জন্য, এই সঙ্গে সেই বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, বহুদর্শী, ভারত হিতৈষী পণ্ডিত ইংলণ্ডের বক্ষে বসিয়া, ভারতবাসীর ইংরাজী আচার ব্যবহার গ্রহণ সম্বন্ধে যে অক্ষয়, অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছেন, অনুবাদ না করিয়া অবিকল সেইটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

" Take all what is good from Europe, only do not try to become Europeans, but remain what you are, sons of Manu, children of a bountiful soil, seekers after truth, worshippers of the same unknown God,

whom all men ignorantly worship, and whom all very truly and wisely serve by doing what is just and good."

আমরাও মোক্ষমূলরের সঙ্গে একবাক্যে বলি, বাপু! সাহেবদের যাহা কিছু ভাল আছে, স্বচ্ছন্দে তাহার অনুকরণ কর, কিন্তু সাহেব হইও না।

এই সঙ্গে আমরা অপর একজন সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান হীন ভারতবাসী ইংরাজ, এদেশে ইংরাজী সভ্যতা বিস্তারের ফলাফল এবং আমাদিগের প্রাচীন আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে, দ্বারকানাথকে যে পত্র লিখেন, তাহারও কিয়দংশের উল্লেখ করা যাইতেছে। পাঠক দেখিবেন, উভয় পত্রলেখকেরই মনের ভাব প্রায় একরূপ।

MR. LOBB'S LETTER ON HINDUISM.

" * * The old Brahminical ceremonials must have had a very salutary hygienic effect, and must have pre-disposed the subject in many ways. In loosening the old bonds, we are producing a general laxative effect, which, although primarily intellectual and moral, re-acts with considerable force upon the physical organism. It is very strange that the rise of cholera exactly synchronizes with the establishment of European influences in this country; I believe these epidemics (cholera and epidemic fever) too are quite common. You find very little disease among tribes whose mental unity has not

been disturbed. I sadly fear that the longer we (Europeans) govern this country, the worse the state of things will become. Hinduism ought not to be broken up prematurely."

দ্বারকানাথের রোগ যন্ত্রণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিন দিন নিদ্রার অভাব হইতে লাগিল। দ্বারকানাথ তাঁহার নিজ স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রভাবে রোগ যন্ত্রণাকে যত অগ্রাহ্য করিয়া বাহ্য ও মানসিক সুস্থিরতা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যন্ত্রণাও তত প্রবল বেগে ইহাঁর সহিষ্ণুতাকে পরাস্ত করিয়া ইহাঁকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। এই স্থলে বলা উচিত, দ্বারকানাথের চিকিৎসা কার্য্য আগাগোড়া বড় বিশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। সে সকল আনুপূর্ব্বিক বলিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে, অথচ সে সকল বিস্তৃত বিবরণ পাঠে কাঁহারও কোন উপকার নাই, এজন্য তাহা লিখিতে নিরস্ত হওয়া গেল। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, এক বার ডাক্তারি, একবার হোমিওপ্যাথিক, একবার কবিরাজী চিকিৎসায় রোগ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল।

এই রূপে, দুই মাস মধ্যে দ্বারকানাথের অবস্থা এতদূর মন্দ হইয়া দাঁড়াইল যে, ইহাঁর জীবনের আশা সকলকেই এক প্রকার বিসর্জ্জন দিতে হইল। দিন যত শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, রোগও তত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যন্ত্রণায় মুহূর্মুহু অচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শেষ, মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে, রোগ যন্ত্রণা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে, ইনি প্রকৃত উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। দ্বারকানাথ তাঁহার মাতাকে

কতদূর ভাল বাসিতেন এই অবস্থায় তাহার আর একটি পরিচয় দিব। একদিন দ্বারকানাথ এই প্রকার মৃতবৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, ইঁহার জননী ব্যস্তভাবে দেখিতে আসিতে কোমরে দারুণ আঘাত পান। দ্বারকানাথ চেতনা লাভের পর এই কথা শুনিতে পাইয়া মনের দুঃখাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, পরে সস্নেহ কাতর কণ্ঠে জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! আমাকে তাড়াতাড়ি দেখ্‌তে আস্‌তে তোমায় আঘাত লেগেছে," এই কথা বলিতে বলিতে দ্বারকানাথের কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হইল, তখন, সেই সজল লোচনে, শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে দ্বারকানাথ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মা, তোমার দোয়ারিকে বাঁচাতে এসেচ, আমাকে একবার জন্মের মত আশীর্ব্বাদ কর।"

পুত্রকে এইরূপ আকুল ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া স্নেহময়ী জননী আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া পুত্রের পার্শ্বে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই পাপ ভরা পৃথিবীতে যদি আজ পর্য্যন্ত কিছু পবিত্র থাকে তবে সে এই স্নেহপূর্ণ অশ্রুজল; আর এ দৃশ্য হৃদয়বিদারক হইলেও মাতৃভক্তি ও সন্তানবাৎসল্যের উজ্জ্বল ছবি তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বারকানাথের পীড়ার কথা প্রচার হইবামাত্র চারিদিক হইতে ইঁহার বন্ধুগণ দেখিতে আসিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথের সহধর্ম্মী বন্ধু, সিবিলিয়ান গেডিস্ সাহেব, এই সময় দ্বারকানাথের পার্শ্বে প্রায় অনেক সময় বসিয়া থাকিতেন। অনেক সময় সস্ত্রীক আসিয়া দ্বারকানাথকে সান্ত্বনা করিতেন। বাঙ্গালীতে ও দাম্ভিক ইংরাজ সিবিলিয়ানে যদি কখন নিঃস্বার্থ অন্তরের মিল হইয়া থাকে—অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ বন্ধুতা জন্মিয়া থাকে, তবে দ্বারকানাথে গেডিসে

হইয়াছিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হইতে কন্‌গ্রিভ প্রভৃতি পজিটিভিষ্ট, বন্ধুদিগের নিকট হইতে সমবেদনাসূচক পত্র সকল আসিতে লাগিল। হাইকোর্টের জজগণ আসিয়া মধ্যে মধ্যে দ্বারকানাথকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। জজদিগের মধ্যে জষ্টিস মার্কবি এই সময় দ্বারকানাথের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, তিনি প্রায় প্রত্যহ আসিয়া ইহাঁকে দেখিয়া যাইতেন। এই সঙ্গে ইহাও বলা উচিত, স্যর বার্ণেস পিকক ব্যতীত, হাইকোর্টের জজদিগের মধ্যে মার্কবি, ফিয়ার, কেম্প এবং নর্ম্ম্যান দ্বারকানাথকে মুখে যেরূপ বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিতেন, মনেও সেইরূপ ভাবে তাঁহাকে দেখিতেন। ইদানীং লুই জ্যাক্‌সনের সহিতও ইহাঁর বেশ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। একথা এ স্থলে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কোন কোন জজ, মুখে যেরূপ ভাবই প্রকাশ করুন, মনে মনে দ্বারকানাথের বিলক্ষণ হিংসা করিতেন। স্যর বার্ণেস পিকক ইংলণ্ড গমন করিলে দ্বারকানাথ তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের চীফ জষ্টিস (হাইকোর্টের ভূত পূর্ব্ব জজ) মরগান সাহেব দ্বারকানাথকে এতদূর স্নেহ করিতেন যে, তিনি পীড়ার কথা শুনিয়া মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় দ্বারকানাথকে দেখিতে আইসেন, ও প্রিয় বন্ধুর অবস্থা দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে ফিরিয়া যান। বড় লাট লর্ড নর্থব্রুক দ্বারকানাথকে দেখিবার ও ইহাঁর প্রতি সমবেদনা জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার একজন সহচরকে পাঠাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, অনেক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ এবং গণ্য মান্য দেশীয় লোক দ্বারকানাথের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন।

আরও এক মাস কাটিয়া গেল। দ্বারকানাথের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে অধিকতর মন্দে দাঁড়াইতে লাগিল, কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল দর্শিল না। তাহার উপর, প্রথমেই বলা হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন মতের চিকিৎসায় আরো গোল বাধিয়া গেল। দ্বারকানাথ, এত দিন বহু কষ্টে, আশায় ধৈর্য্য ধরিয়াছিলেন, এক্ষণে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, এ যাত্রা আর তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে, শেষ বার, জন্মভূমি দেখিবার নিমিত্ত দ্বারকানাথের প্রাণ ব্যাকুল হইল,—ভবানীপুরের সুশোভিত রাজ অট্টালিকায় আর মায়া রহিলনা, জন্মভূমির মায়ায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দ্বারকানাথ সকরুণভাবে, তাঁহার পরিজনবর্গকে, তাঁহাকে আগুন্সীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। "আর আমি বাঁচিবনা," "আর একবার আমাকে আমার সেই আগুনসীতে নিয়ে চল," "যে খানে আমি জন্মিয়াছি, সেই খানে আমি মরিব," "অন্যত্রে আমি সুখে মরিব বলিয়া বোধ হয় না।" দ্বারকানাথের এই সকল সকরুণ অনুরোধ কেহ এড়াইতে পারিল না। যদিও দ্বারকানাথের অবস্থা এখন খুব মন্দ, স্থান পরিবর্ত্তনের নিতান্ত অনুপযোগী, তথাপি যাহার আর আশা নাই, তাহার আশা পূর্ণ না করা অপেক্ষা নিষ্ঠুরের কাজ আর কি হইতে পারে? ১৬ই ফেব্রুয়ারি বেলা এগারটার সময় দ্বারকানাথ জন্মের মত কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন, কলিকাতার সহিত এ জন্মের মত দ্বারকানাথের সম্পর্ক ঘুচিল।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" আবার, অনেক দিনের পর, দ্বারকানাথ জন্মভূমিতে আসিয়া দেখা দিলেন। ইহাঁর দারুণ পীড়ার বার্ত্তা পূর্ব্বেই গ্রামে প্রচারিত হইয়াছিল; ইঁহাকে

দেখিবার জন্য গ্রামবাসিগণ ছুটিয়া আসিল। কয়েক মাস পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে, আজ আবার তাহাকেই দেখিয়া তাহাদের চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। জগতের কি বিচিত্র গতি! যুবতীগণ গৃহের অন্তরাল হইতে দ্বারকানাথকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, বৃদ্ধাগণ দ্বারকানাথের অবস্থা দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, আর গ্রামের ভদ্রলোকগণ, যাঁহারা এক দিন দ্বারকানাথকে দেখিয়া উৎসাহ, আনন্দ প্রকাশ ও ইঁহার গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন, আজ তাঁহারা দ্বারকানাথের অবস্থা দেখিয়া জগতের অনিত্যতার প্রতি অভি-সম্পাত করিতে করিতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহে গমন করিলেন।

দ্বারকানাথ পুনরায় জন্ম ভূমিতে পদার্পণ করিয়া চতুর্দ্দিকে চিরপরিচিতদের দেখিয়া বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক একবার ম্লান মৃদু হাসি হাসিলেন—এ হাসি আনন্দের নয়—হতাশের। বড় দুঃখে, মানুষ যখন বড় আশায় হতাশ হয়, যখন আর কোন দিকে কিছু মাত্র আলোক দেখিতে পায় না, তখনও মানুষ হাসিয়া থাকে, দ্বারকানাথ আজ জন্মের মত সেই হাসি হাসিলেন। দ্বারকানাথের শিরায় শিরায় বেগে রক্ত প্রবাহ ছুটিল—পূর্ব্ব স্মৃতি স্মরণ করিয়া দ্বারকানাথের চক্ষে জল আসিল। দ্বারকানাথ একে একে গ্রামস্থ প্রতিবাসী, মাঠ, ঘাট, বৃক্ষাদি জন্মের মত সাধ মিটাইয়া দেখিতে দেখিতে গৃহে গমন করিতে লাগিলেন; সেই সঙ্গে সেই বাল্য-কাল, সেই খেলা ধূলা, পিতার মৃত্যু, কষ্ট প্রভৃতি পূর্ব্ব ঘটনার স্মৃতি সকল মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল; হয়ত আর দুই দিন পরে এ সকল কিছুই দেখিতে পাইবেন না, দেখা দূরে থাকুক,

আর ইহাদের বিষয় ভাবিবারও অবকাশ পাইবেন না, পৃথিবীর সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচিবে।

দ্বারকানাথ আগুন্‌সীতে পঁহুছিয়া পীড়ার অনেক উপশম বোধ করিলেন, কিন্তু শরীর দিন দিন দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। পাছে মায়ের মনে কষ্ট হয়, এই জন্য, দ্বারকানাথ অন্তরের অবস্থা গোপন রাখিয়া, বাহিরে স্বচ্ছন্দ ভাব দেখাইতে লাগিলেন; অনেক কষ্টে, ধৈর্য্য সহকারে দ্বারকানাথ এই নিরোগীতার ভাণ করিতেন। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে দ্বারকানাথের সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে বাসনা হইল; দুই ঘণ্টা ধরিয়া, এক মনে ও ভক্তি সহকারে সঙ্কীর্ত্তন শুনিলেন। দ্বারকানাথের পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মে বড় আস্থা ছিল না, বোধ হয়, অন্তিমে সে অনাস্থা দূর হইয়াছিল। দ্বারকানাথ পূর্ব্বের অপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভাল আছেন।

আজ দ্বারকানাথের শেষ দিন। আজ দ্বারকানাথ বেশ ভাল আছেন বলিয়া মৃদু মন্দ গতিতে পাদচারণা করিয়া বারাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে প্রভাত সমীরণ সেবন করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসী আত্মীয় স্বজন ও পরিজনবর্গ, স্থান পরিবর্ত্তনের সহিত অবস্থার পরিবর্ত্তনে কিছু আশ্বস্ত হইয়াছিল, আজ প্রাতে দ্বারকানাথকে বেশ সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখিয়া তাহারা আরো আনন্দ লাভ করিল। সর্ব্বাপেক্ষা দ্বারকানাথের স্নেহময়ী জননী ইহাতে যার পর নাই হর্ষযুক্ত হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, আর কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে। প্রদীপ নিবিবার পূর্ব্বে একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে,—রোগী মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার সুস্থতা বোধ করিয়া থাকে; দ্বারকানাথের আজ সেই ভাব দাঁড়াইয়াছিল।

বিশেষত, স্থান পরিবর্ত্তনে ও মনোমত স্থানে আগমন করায়, মনে সহসা যে একটু আনন্দ উৎসাহ জন্মিয়াছিল, তাহাতেই এই কয়েক দিন দ্বারকনাথকে কথঞ্চিৎ সুস্থের ন্যায় দেখাইয়াছিল। কিন্তু সে ভাব আর কয় দিন থাকিবে? দ্বারকানাথ আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বৈকালে, দিবা চারি ঘটিকার সময়, আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া, বঙ্গভূমিকে গভীর শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া, বঙ্গের অমূল্য রত্ন—বঙ্গবাসীর গৌরবের ধন, মহাত্মা জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র ইহলোক হইতে পলায়ন করিলেন। আর কি লিখিব,—সব ফুরাইল!

* * * * * *

১৮৭৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি, বাঙ্গালা ১২৮০ সালের ১৪ই ফাল্গুন বুধবার, দ্বারকানাথ বৃদ্ধা জননী, সপ্তদশ বর্ষীয়া পত্নী, দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ঊনচল্লিশ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। কয়েক মাস ধরিয়া দ্বারকানাথ যেরূপ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে কেহই মনে করে নাই যে, ইনি এরূপ শান্তিতে জীবন ত্যাগ করিতে পারিবেন। একদিন হাইকোর্টের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাঁহার কণ্ঠস্বর নিনাদিত হইত, যাঁহাকে দেখিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিত, অধম বাঙ্গালী জাতি যাঁহার নামে আত্ম গৌরব প্রকাশ করিত, চিতানলে আজ তাঁহার দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। *

---

* দ্বারকানাথের কোষ্ঠিতে লিখিত ছিল যে ইহার ৩৯ বৎসর ৮ মাস বয়সে এক ফাঁড়া আছে, ইহা হইতে উদ্ধার হইতে পারিলে ইনি দীর্ঘজীবী হইবেন। দ্বারকানাথ এই পীড়া কালীন এই কোষ্ঠি সর্ব্বদা হাতে করিয়া থাকিতেন।

ইহার পর যাহা যাহা হইল, তাহা আর লিখিবার প্রয়োজন নাই, তবে যাহা বলা নিতান্ত প্রয়োজন, সংক্ষেপে দুই এক কথায় তাহা শেষ করিব।

ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ পত্রে দ্বারকানাথের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হইল। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে দ্বারকানাথের প্রশংসা বাহির হইল। বাঙ্গালার অনেক কার্য্যালয়, হাইকোর্ট এবং স্কুল দ্বারকানাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বন্ধ রাখা হইল। ইংরাজ, বাঙ্গালী, ছোট বড় সকলে এক বাক্যে দ্বারকানাথের প্রশংসা করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন। ইংরাজাধীন বাঙ্গালীর ভাগ্যে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি আশা করা যাইতে পারে? গরিব দ্বারকানাথ মৃত্যুর পর যে সম্মান লাভ করিলেন, এক জন ক্রোরপতি রাজার ভাগ্যে তাহা ঘটে কিনা সন্দেহ।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর, হাইকোর্টের জজ, ব্যারিষ্টর, উকীল, এটর্ণি প্রভৃতি সকলে দ্বারকানাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ একত্রে আদালত গৃহে সম্মিলিত হইলেন। এই সভায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জজ লুই জ্যাক্সন, বহুদর্শী বিজ্ঞ বারিষ্টর মন্‌ট্রিও এবং পিট্-কেনেডি বারিষ্টর দলের মুখ পত্র স্বরূপ হইয়া দ্বারকানাথের গুণ গান করিয়া শোক প্রকাশ করেন।

তাহার পর মে মাসের ২৭ শে তারিখে কলিকাতাবাসীদিগের অনুরোধ ক্রমে, কলিকাতার তৎকালিক সেরিফ মানিক্‌জী রস্তমজী কর্ত্তৃক টাউন হলে এক প্রকাশ্য সভা আহূত হয়। এই সভায় কলিকাতার প্রধান প্রধান লোকগণ, হাইকোর্টের জজ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদস্থ ইংরাজ এবং ভদ্রলোকগণ উপস্থিত ছিলেন।

দ্বারকানাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি চিহ্ন সংস্থাপন জন্য এই সভার অধিবেশন হয়। হাইকোর্টের বিচারপতি কেম্প সাহেব এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জজ, উকীল, বারিষ্টর, এটর্ণি ও অপরাপর সকলে এক বাক্যে এই সভায় মুক্ত কণ্ঠে দ্বারকানাথের নিমিত্ত শোক প্রকাশ ও তাঁহার স্মরণ চিহ্ন সংস্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। *

এতদ্ভিন্ন, ইংলণ্ডে কনগ্রিব প্রমুখ পজিটিভিষ্টেরা, বাঙ্গালী দ্বারকানাথের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া ইহাঁর স্মৃতি চিহ্ন সংস্থাপনে যত্নবান হন ও তাঁহাদিগের যত্নে ইংলণ্ডে Church of Humanity নামক পজিটিভিষ্টদিগের লণ্ডনস্থ উপাসনা মন্দির গৃহে (79 Chapel Street, Lawtos Conduit Street) দ্বারকানাথের এক ট্যাব্‌লেট্‌ নির্ম্মিত হইয়া ইহাঁর স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। Positive Sacredotal Fund হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। ট্যাব্‌লেটে এই কয়েকটি কথা অঙ্কিত আছে,—

DWARKA NATH MITTER.
1832—1874.
Primipilo della santa millizia
Nell' Oriente. †

এই ট্যাবলেট্‌ সংস্থাপনোপলক্ষে ডাক্তর কন্‌গ্রিভ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, দ্বারকা-

* এই উদ্দেশে ৫৫০০ টাকা চাঁদা উঠে ; ইহার সুদ হইতে প্রতি বৎসর ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলে দ্বারকানাথ বৃত্তি নামে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

† The first centurion of the holy militia in the East.

নাথের মৃত্যুতে ডাঃ কন্‌গ্রিভ শোক সূচক যে পত্র লিখেন, তাহার শেষাংশ হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল ;—

"One of Bengal's noblest sons has died the disciple of a new and human faith. Will none follow the example he set in adopting it, fill the gap he has left and re-form the bond which his life had created between the East and West? What satisfied one so competent can surely not be beneath the examination of others.

"But I forbear. My object was to honor the dead and offer all I can to his memory, the full recognition of the value of his adhesion, the sorrowful expression of my affectionate admiration."

অষ্টম অধ্যায়।

" Every life has its lessons ; and if the short and simple annals of the poor furnish material for study and reflection, the lives of successful men are even more fitted to instruct the mind and ennoble the heart."

বিবিধ।

এই অধ্যায়ে অপরাপর বিষয়ের সহিত দ্বারকানাথের জীবনের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। অতি সামান্য হইলেও ইহা পাঠে সকলে দ্বারকানাথের হৃদয়ের সবিশেষ পরিচয় পাইবেন।

দ্বারকানাথ ধর্ম্ম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক বা নীতি সংস্কারক ছিলেন না। তিনি নাম কিনিবার প্রত্যাশায়, এই সকলের কোনটিরই নিমিত্ত ঢাক ঢোল ঘাড়ে করিয়া আধুনিক দেশ হিতৈষী সংস্কারকের ব্যবসা অবলম্বন করেন নাই; নিঃশব্দে, আপন মনে, আপন কাজ আপনি করিয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহার সেই আড়ম্বর শূন্য নিঃশব্দতার মধ্যে এত সহজ সুন্দর উপদেশ পাওয়া যায়, যাহা উপরোক্ত সংস্কারক মহাশয়দিগের গম্ভীর বদন নিঃসৃত সুদীর্ঘ—বজ্র নিনাদিত বক্তৃতার বকাবকির মধ্য হইতে বহু কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে, মিত্রজায় খাঁটি জিনিস ছিল, ভেল বা দোকানদারী ছিল না,—তিনি মেষ-চর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্র ছিলেন না। নিম্নে যে সকল ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহার কোনটিই অলঙ্কারযুক্ত বাড়ান বা কল্পিত নহে।

নিরহঙ্কারিতা।

হাবড়া স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক বাবু * * * র সহিত দ্বারকানাথের বড় বন্ধুতা ছিল,—অনেক দিনের বন্ধু বলিয়া উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। দ্বারকানাথ জজ হইলে পর, হঠাৎ——বাবুর সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইয়া গেল।——বাবু দ্বারকানাথের নিকট যাওয়া আসা বন্ধ করিয়া দিলেন, আর দেখা করেন না। দ্বারকানাথ ভাবিয়া আকুল,——আর দেখা করে না কেন? দিন কয়েক পরে, এক দিন দ্বারকানাথ নিজে ইঁহার বাটিতে যাইয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। তখন বন্ধু——বাবু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, শেষ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া দ্বারকানাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বারকানাথ সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, এমন হোলি কেন? আর দেখা করিস নে যে?"——বাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তুমি এখন বড় লোক হলে, জজ হয়েচ, যদি আর না চিন্‌তে পার!" দ্বারকানাথ অবাক! বলিলেন, "জজই হয়েচি, আর দুটো পা বেরোয় নি ত? যা, এখন চাল ছোলা ভাজা নিয়ে আয়, দুজনে খাই।"

ভবানীপুরে দ্বারকানাথের এমন অনেক বন্ধু আছেন, যাঁহাদিগের অবস্থা ও পদ মর্য্যাদা তাঁহার তুলনায় অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, দ্বারকানাথ তাঁহাদের সহিত এরূপ সমভাবে মিশিতেন যে, অনেক সময় তাঁহারা বরং এজন্য মনে মনে কুণ্ঠিত হইতেন। তাঁহারা যেরূপ দ্বারকানাথের গৃহে যাতায়াত করিতেন, দ্বারকানাথও সেইরূপ তাঁহাদের গৃহে পদব্রজে গমন করিতেন। "আমি বড় লোক, উচ্চতম বিচারালয়ের বিচার-

পতি, সুতরাং সকলে আমার দ্বারস্থ হইবে, আমি কেন অপরের দ্বারে যাইব" এরূপ ক্ষুদ্র ভাব কখন দ্বারকানাথের হৃদয়ে স্থান পাইত না।

এই সকল বন্ধু বা তাঁহাদিগের পরিজনবর্গের মধ্যে কাহারও কোন পীড়া বা কোন সাংসারিক দুর্ঘটনা ঘটিলে, দ্বারকানাথ স্বয়ং তাঁহার গৃহে যাইয়া সংবাদাদি লইতেন ও তত্ত্বাবধান করিতেন। এ কার্য্যে কখন তাঁহার আলস্য বা তাচ্ছল্য দেখা যাইত না।

সৌজন্য।

দ্বারকানাথের জীবনের এক মহত্ত্ব এই যে, তিনি বড় লোক হইয়াও সকলের সহিত বন্ধুভাবে মিশিতেন। একবার তাঁহার সহিত যাঁহার আলাপ হইত, তিনিই এই মহত্ত্বের পরিচয় পাইতেন। দ্বারকানাথের বন্ধুদিগের মধ্যে, সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার লোক ছিল। হাইকোর্টের বড় উকীল, মফস্বলের জজ, মাজিষ্ট্রেট এবং রাজা রায় বাহাদুর উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত জমিদার হইতে তাঁহার বাল্যকালের সামান্য অবস্থার বন্ধু পর্য্যন্ত সকলের সহিত তিনি সম ব্যবহার করিতেন। বিভিন্ন অবস্থার বন্ধুর নিমিত্ত বিভিন্ন রূপ ব্যবহার তাঁহার ছিলনা। অথচ তাঁহার ব্যবহার এতদূর অমায়িক, সরল ও মিষ্ট ছিল যে, ছোট বড় সকলেই তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেন।

এ জগৎ স্বার্থপরতা, কপটতা, অহঙ্কার ও হিংসা দ্বেষে পরিপূর্ণ। এ মনুষ্য সমাজে এরূপ লোক অতি—অতি বিরল, যিনি আপনাকে এই সকল নিকৃষ্ট বৃত্তির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং যিনি এই সকল নিকৃষ্ট বৃত্তির উপর জয় লাভ করিয়াছেন; তিনি যে মহাপুরুষ লক্ষণাক্রান্ত, তাহাতে সন্দেহ

নাই। কয়জন লোক এই সকলের উপর জয় লাভে সক্ষম হইয়াছেন? দ্বারকানাথের ন্যায় উদার হৃদয় এ জগতে অতি বিরল। মহত্ব পূর্ণ উচ্চ হৃদয় লইয়া তিনি জন্ম গ্রহন করিয়াছিলেন। মনুষ্যলোকে দ্বারকানাথ দুর্ল্ভ—অমূল্য রত্ন।

শিষ্টাচারিতা।

দ্বারকানাথ নিজ কন্যা ভুবনের বিবাহ উপলক্ষে আপন পরিচিত ছোট বড় সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রিতদিগের অভ্যর্থনা উপলক্ষে দ্বারকানাথ যে সৌজন্য প্রদর্শন করেন, অনেক ধনী ও উচ্চপদস্থ লোক তাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। এই উপলক্ষে দ্বারকানাথ আপন বন্ধু বর্গ ও আত্মীয়দিগকে বড় বড় সম্ভ্রান্তদিগের অভ্যর্থনাদির ভার দিয়া স্বয়ং সামান্য ও মধ্যবিত্ত অবস্থার নিমন্ত্রিতদিগের সংবর্দ্ধনা করিয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

মানীর মান রক্ষা।

বাবু * * মুখোপাধ্যায় একজন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশ সংসৃষ্ট লোক। রাজবংশের সহিত ইহাঁর বিশেষ সংস্রব আছে। একবার দ্বারকানাথ কোন কারণ বশত অনেক গুলি বন্ধুবান্ধবকে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। এই উপলক্ষে——বাবুরও নিমন্ত্রণ হয়। বংশ মর্য্যাদায় তিনি দ্বারকানাথ অপেক্ষা উচ্চস্থানীয় হইলেও পদ মর্য্যাদায় তাঁহার অপেক্ষায় অনেক নিম্নস্থ,—সে সময় তিনি আলীপুরে মুন্সেফী করিতেন। পাছে দ্বারকানাথ আপনাকে উচ্চ পদস্থ ভাবিয়া তাঁহার উপযুক্ত সম্মান না করেন, এই ভয়ে তিনি এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অনিচ্ছুক হন। কিন্তু অপর দুই জন বন্ধুর পীড়াপীড়িতে ও 'দ্বারকানাথের নিকট তাঁহার

আশানুরূপ অভ্যর্থনার যে কিছুমাত্র ত্রুটি হইবেনা' তাঁহাদিগের এই আশ্বাস বাক্যে, শেষ তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়া দ্বারকানাথের গৃহে গমন করেন। তিন জনে সবে মাত্র দ্বারকানাথের বাটিতে পহুঁছিয়া উপরে উঠিতেছেন, এমন সময় দ্বারকানাথ প্রয়োজন বশত নীচে আসিতেছিলেন; হঠাৎ ইহাঁদিগকে দেখিতে পাইয়া প্রথমেই——বাবুর হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক এতাদৃশ বিনীত ভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা ও তাঁহার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন যে, ঠিক যেন তাঁহার মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া এতাদৃশ বিনীত ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ——বাবু আপনাকে আশাতিরিক্ত আপ্যায়িত বোধ করিয়া সেই বন্ধুদ্বয়কে বলিলেন, "তাইত, দ্বারকানাথ যে এতদূর আমার সম্মান করিবেন, আমি ভ্রমেও তাহা মনে করি নাই" বস্তুত, যিনি যেরূপ সম্মান যোগ্য, দ্বারকানাথ বড় লোক হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সে প্রাপ্য সম্মান প্রদানে কখন কৃপণতা করিতেন না।

পল্লীগ্রামের সামান্য লোকদিগের সহিত ব্যবহার।

দ্বারকানাথ যখন নিজ দেশে বা অপর কোন পল্লীগ্রামে যাইতেন, সে সময় তাঁহার স্বভাবে আরও মধুরতা দেখা যাইত। তিনি বড় লোক বলিয়া ভয় পাইয়া, পাছে কেহ তাঁহার সহিত মিশিতে—স্বাধীন ভাবে কথা বার্ত্তা কহিতে কুণ্ঠিত হয়, এই জন্য গ্রামস্থ লোকদিগের সহিত স্বয়ং যাচিয়া আলাপ করিতেন। বাল্যকালের গ্রাম্য সম্পর্ক সকল দ্বারকানাথ বড় হইয়াও সমভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। নিজ গ্রামের অতি সামান্য ও নীচ জাতীয় লোক, যাহাদিগকে অপরে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করে, দ্বারকানাথ স্বচ্ছন্দে তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতেন,—

তাহাদের অভাব জিজ্ঞাসা করিতেন। যখন তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, তখন এরূপ সমভাবে বা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন যে, তাহারা দ্বারকানাথের মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া আপন পরিবারস্থ লোকের ন্যায় সুখ দুঃখের সকল কথা মন খুলিয়া ব্যক্ত করিত। গ্রামস্থ অনেক নীচ জাতীয় লোকের সহিত দ্বারকানাথের (সে কালের ধরণে) খুড়ো, মেসো, ঠাকুর দাদা প্রভৃতি গ্রাম সম্পর্ক পাতান ছিল; নীচ বা ইতর জাতি বলিয়া কাহাকেও কখন ঘৃণা করিতেন না। সুতরাং ইহারাও দ্বারকানাথকে আপন সমকক্ষ বা ঘরের ছেলের ন্যায় বোধ করিত। কেবল মুখের মিষ্ট কথায় (শুষ্ক লৌকিকতায়) দ্বারকানাথ এই ঔদার্য্য প্রকাশ করিতেন না, এই সকল দরিদ্রদিগকে তিনি সর্ব্বদা খাদ্য, বস্ত্র ও অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিতেন। এক জন সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদস্থ লোকের পক্ষে এই ব্যবহার সামান্য মহত্ত্বের পরিচয় নহে। এ সকল কি প্রকৃত সাম্যের পরিচয় নহে?

স্বভাবের পরিচয়।

বয়সে প্রবীণতা লাভ করিলেও এবং ভিতরে গাম্ভীর্য্য থাকিলেও তাঁহাতে ছেলেমানুষির হ্রাস হয় নাই। দ্বারকানাথের ব্যবহারে বাল্যকালের সরলতার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইত।

দ্বারকানাথ স্বাভাবিক কিছু ছট্‌ফটে গোছের লোক ছিলেন। সাধারণত, বড় লোকদিগের ন্যায় তিনি মুখ ভার করিয়া গম্ভীর মূর্ত্তিতে, গম্ভীর চালে পারিষদ্ বেষ্টিত হইয়া কর্ণের তৃপ্তিলাভার্থ এক স্থানে গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। যখন দেশে যাইতেন, অনেক সময় মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভাল বাসিতেন। এরূপ বেড়াইতে বেড়াইতে কৃষকদিগের সহিত

কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং কখন কখন তাহাদিগের নিকট হইতে লাঙ্গল বা কোদাল লইয়া নিজে তাহাদের কাজে লাগিয়া যাইতে তাঁহার বড় আমোদ হইত। কখন কোন স্ত্রীলোককে ধান ভানিতে দেখিয়া, তাহাকে সরাইয়া দিয়া স্বয়ং ঢেঁকিতে পার দিতে বসিতেন। তাঁহার সরল হৃদয় এ সকল কাজে বড়ই আনন্দিত হইত। লোক দেখানার ভাব কিছুই ছিল না। যাঁহারা দ্বারকানাথের বিষয় ভালরূপ জানেন, তাঁহারা এ সকল কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবেন না। এক বার, নিকটবর্ত্তী গ্রামের জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক (খড়িয়পের জমিদার বসু বাবুদের একজন, নাম স্মরণ নাই) দ্বারকানাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখেন তিনি বাটীতে নাই, নিকটে বেড়াইতে গিয়াছেন। এদিক ওদিক খুঁজিয়া এক কলুর বাটিতে গিয়া দেখেন, যে অনরেবল জজ বাবু সে খানে এক ঘানি গাছের উপর শয়ন করিয়া দিব্য মনের আনন্দে ঘানি চালাইতেছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারকানাথের জীবনে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, এস্থলে সংক্ষেপে দুই একটির উল্লেখ করা হইল মাত্র। এই সকল কাজের জন্য এখনকার নব্য বাবুদের কেহ কেহ দ্বারকানাথকে অসভ্য, বর্ব্বর বলিলেও বলিতে পারেন, কিন্তু সে কথার প্রত্যুত্তরের জন্য দ্বারকানাথ দায়ী, তবে আমরা এই মাত্র বলিব যে, দ্বারকানাথ বেশ সবল, সুস্থকায় ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন, গুরুতর মানসিক পরিশ্রমে তিনি জড় ভরত হইয়া পড়েন নাই।

সাধারণ বেশ ভূষা।

এই সঙ্গে দ্বারকানাথ কিরূপ বেশ ভূষায় থাকিতেন, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া যাউক। ভবানীপুরে দ্বারকানাথের নিকট

অনেক বড় লোক, সাহেব সুবা আসিত বলিয়া, পরিচ্ছদের পারিপাট্য না থাকিলেও সময় বিশেষে অনেকটা কায়দা কারণ রক্ষা করিয়া চলিতে হইত, কিন্তু দেশে বা অপর কোন পল্লীগ্রামে যাইলে আর এ ভয় থাকিত না, তখন ইচ্ছামত সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে চলিতেন। দ্বারকানাথের পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল; সর্ব্বদা প্রায় এক ছুটে থাকিতেন, দেশে খালি পায়ে ও খালি গায়ে গ্রামের সর্ব্বত্র বেড়াইতেন, তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেন না। বস্তুত, দ্বারকানাথের ভিতরে এতটা সার ছিল যে, মোটা কাপড় পরিয়া বেড়াইতে, খালি গায়ে রাস্তায় বাহির হইতে ও খালি পায়ে চলিতে কিছু লজ্জা বা অপমান বোধ হইত না, আত্ম সম্মান ও বৃথা অভিমান যে বিভিন্ন বস্তু, দ্বারকানাথ তাহা বেশ বুঝিতেন।

প্রকৃত মহত্ত্ব।

দ্বারকানাথের গ্রাম্য জীবনের মহত্ত্বের আর একটি পরিচয় দিয়া তাঁহার নিজ গ্রামবাসীদিগের প্রতি ব্যবহারের কথা শেষ করিব। দ্বারকানাথ দেশে যাইয়া প্রত্যেকের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া কে কেমন আছে, সকলের তত্ত্ব লইতেন। গ্রামস্থ গরিব দুঃখী লোক এই সময় নিজ অভাব জানাইয়া তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইত ও দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত। এরূপ তত্ত্ব লওয়া প্রথা এখনকার সুসভ্য বাবুদিগের মধ্যে অতি বিরল দাঁড়াইয়াছে।

মহত্ত্বের অপর দৃষ্টান্ত।

একবার পূজার বন্ধে দ্বারকানাথ চুঁচুড়ায় বেড়াইতে যান। সেই বার একদিন প্রাতে বাবু প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ ও পূর্ণচন্দ্র সোমের

সহিত অপর কোন এক বন্ধুর বাটিতে গমন করেন। প্রত্যাগমন কালে, সেই বাটীর দ্বারের নিকট একটি অতি সামান্য অবস্থার প্রাচীন লোককে দেখিতে পাইয়া দ্বারকানাথ তাহার নিকট যাইয়া "এখন কোথায় আছ," "কেমন আছ" "কি কর" ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদে তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন ও একে একে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত সুখ দুঃখের সংবাদ লইয়া বলিলেন, "তুমি আমায় চিন্‌তে পার ? আমি তোমায় বেশ চিনি। ছেলে বেলায় তোমার দোকান থেকে সন্দেশ কিনে খেতুম; আমার নাম দোয়ারি, আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে, তোমার দোকান থেকে এক যোড়া সন্দেশ খেয়ে আসি।" ইত্যাদি পরিচয়ে তাহাকে বাল্যকালের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বস্তুত, সে লোকটী এতক্ষণ দ্বারকানাথকে চিনিতে পারে নাই, ও ইঁহার বন্ধু-দ্বয়ও তাহাকে ভাল চিনিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা একে চিন্‌তে পারচ্‌না ? সেই যে আমাদের স্কুলের পাশে ইহার সন্দেশের দোকান ছিল !" এই কথার পর, দ্বারকানাথ তাঁহার সঙ্গী কর্ম্মচারীর প্রতি সেই ব্যক্তিকে এক যোড়া কাপড় চাদর ও নগদ চারি টাকা দিবার আদেশ করিয়া বলিলেন, " আমি যত দিন এখানে থাকিব, তত দিন ইহার দোকান হইতে যেন সন্দেশ লওয়া হয়।"

A GOOD BARGAIN—মস্ত দাঁও।

বাবু * * চক্রবর্ত্তী একজন সঙ্গতিপন্ন ভদ্র লোক। একবার ইঁহার কোন জমিদারী বিক্রয়ের কথা উঠে, ন্যায্য মূল্য অপেক্ষাও ক্রেতারা অধিক মূল্য দিতে চাহিলে ইনি সে সময় তাহা বিক্রয়ে অস্বীকৃত হন। কিছুদিন পরে, ইঁহার অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ায়

ইহাঁকে উক্ত জমিদারী বিক্রয়ে বাধ্য হইতে হয়; কিন্তু, অদৃষ্টক্রমে সে সময় ইহার আর আশানুরূপ ক্রেতা না জুটায় ইহা প্রকৃত মূল্যে বিক্রীত হওয়াও দুর্ঘট হইয়া পড়িল। দ্বারকানাথের পূর্ব্ব হইতে এই জমিদারী ক্রয়ের ইচ্ছা ছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে, অর্থের প্রয়োজন বশত প্রকৃত মূল্যাপেক্ষাও অল্প মূল্যে বিক্রয়ে বাধ্য দেখিয়া, দ্বারকানাথের কোন আত্মীয় দ্বারকানাথকে বলেন, "ওহে, এই সময় একবার দাঁও কষে দেখনা, একটু মোচড় দিতে পার্‌লে আরো কমে।" দ্বারকানাথ ইহাতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সে কি কথা! যদি আমি লই, তাহা হইলে যথার্থ যা দাম তাহাই দিয়া লইব; ভদ্রলোক বিপদে পড়েছে, এ সময় বরং আমার তাহাকে সাহায্য করা উচিত, তা না করে আমি কি না বাগে পেয়ে তার জমিদারী খানা শস্তায় নিতে চেষ্টা করিব।" যে হৃদয় হইতে এ কথা বাহির হয় সে হৃদয় সামান্য উচ্চ—সামান্য মহত্ত্ব পূর্ণ নহে। এরূপ অবস্থায় লোভের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করা অল্প মনুষ্যত্বের পরিচয় নহে।

কৃতজ্ঞতার পরিচয়।

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত দ্বারকানাথকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং ওকালতীর প্রথম অবস্থায় বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ, পণ্ডিত মহাশয়ের এ উপকার কখন বিস্মৃত হয়েন নাই। শম্ভুনাথের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র বাবু প্রাণনাথ সরস্বতী অল্প বয়স্ক ও এক প্রকার অভিভাবক শূন্য। কোন বড় লোকের পুত্রকে এরূপ অবস্থায় পাইলে সচরাচর যেরূপ ঘটিয়া থাকে, ইহাঁরও সেইরূপ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। * * * মিত্র নামক এক ব্যক্তি ইহাঁদের বাটিতে বাস করিতে থাকেন, তাহার

স্বভাব চরিত্র বড় ভাল ছিল না। এক্ষণে অল্প বয়স্ক প্রাণনাথকে এই প্রকার অবস্থায় পাইয়া ইহাঁকে অসৎ পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে এই কথা দ্বারকানাথের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি এক দিন অন্নদা বাবুর সহিত শম্ভুনাথ বাবুর বাটিতে গমন করেন। তথায় স্বচক্ষে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া সেই মুহূর্ত্তে সেই লোকটাকে দূর করিয়া দিয়া শম্ভুনাথ বাবুর সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "আপনার পুত্রের উপর আমাদের কর্ত্তৃত্বের কোন অধিকার আছে কিনা?" প্রাণনাথ বাবুর মাতা প্রত্যুত্তরে দ্বারকানাথের প্রতি পুত্রের তত্ত্বাবধানের ভার প্রদান করায় দ্বারকানাথ ইহাঁকে প্রত্যহ দুই বেলা তাঁহার বাটিতে যাইয়া পড়া শুনা করিতে আদেশ করিলেন। সেই অবধি দ্বারকানাথ ইহাঁর শিক্ষার জন্য নিজ পুত্রের ন্যায় যত্ন করিতেন, ও যাহাতে পুনরায় না অসৎ সংসর্গে মিশিতে পারেন, সে জন্য ইহাঁর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন; এ কারণ, প্রত্যহ প্রাতে নয়টা ও বৈকালে স্কুল হইতে আসিবার পর রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নিজ বাটিতে রাখিয়া পড়া শুনা করাইতেন। দ্বারকানাথ সে সময় এতাদৃশ যত্ন না করিলে, সংসর্গ দোষে, প্রাণনাথ বাবুর জীবনের পরিণাম অন্য রূপ হইত সন্দেহ নাই। ইহা কি, শম্ভুনাথ পণ্ডিতের প্রতি দ্বারকানাথের উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নহে?

What man has done, man can do!

এই প্রসিদ্ধ বাক্যের উপর দ্বারকানাথের বড় বিশ্বাস ছিল। বস্তুত, যে কার্য্য একের সাধ্যক্ষম, তাহা যে অপরের সাধ্যাতীত নহে, দ্বারকানাথ বাল্যকাল হইতে এই মহাবাক্য মানিয়া চলিতেন বলিয়া অনেক কার্য্যে সফলও হইতেন, ও এই বিশ্বাস

তাঁহার উন্নতির অপর এক কারণ বলিলেও বলা যাইতে পারে। দ্বারকানাথের বয়স যখন সাত আট বৎসর, যখন প্রথম হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন, সেই সময় চুঁচুড়ায় দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি বেশ ভাল পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন, তাঁহার বয়স তখন প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর। পাখোয়াজ বাজাইবার জন্য তাঁহার বেশ নাম ডাক দেখিয়া বালক দ্বারকানাথ বলিলেন, "আমিও উহার মত বাজাইতে শিখিব।" মুখে যাহা বলিলেন কাজেও তাহা করিলেন। পিতাকে বাজনা শিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি প্রথম শিক্ষার জন্য দুটি ছোট ছোট বাঁয়া তবলা কিনিয়া দিলেন। দ্বারকানাথ অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই দুই বাজনা বেশ শিখিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ পরে আর পাখোয়াজ শিখিতে চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু করিলে যে সুন্দর রূপ শিখিতে পারিতেন, তাহার সন্দেহ নাই।

আইন ব্যবসায়ীদিগের প্রতি উপদেশ।

দ্বারকানাথ বলিতেন, কোমতের দর্শন পড়িয়া যদি আমার অপর কোন উপকার লাভ না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তর্কাদির বিশেষ বিশ্লেষণে আমার প্রচুর উপকার সাধন হইয়াছে, অন্তত, এই জন্য আইন ব্যবসায়ীদিগের ইহা পাঠ করা উচিত। এজন্য সর্ব্বদা ইংরাজীতে এই কথা গুলি বলিতেন ;—

"If the study of Comte's Philosophy has done no other good to me, it has vastly assisted me in forming correct analysis of any topic of discussion or conversation. It, therefore, behove all pleaders to study Comte, if not to adopt his views, to increase

their power of analysis, but unfortunately, they seldom think of such a study."

আশা করি, আইন ব্যবসায়ী এবং বিচার বিভাগের কর্ম্মচারীগণ এই কথা গুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শিক্ষানুরাগ।

বাবু * * বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে দ্বারকানাথ এক জন বরযাত্র ছিলেন। যথায় বিবাহ হয়, তথাকার লোকেরা বিবাহ উপলক্ষে স্কুল ফণ্ডের কিছু চাঁদা আদায় করিবার নিমিত্ত বরকর্ত্তাকে ধরিলেন। দ্বারকানাথের উপর এই সকল বিদায়ের ভার ছিল। তিনি তাহাদিগের প্রার্থনায়, বিনা আপত্তিতে সন্তুষ্ট মনে, তৎক্ষণাৎ একশত টাকা দান করিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে দ্বারকানাথ চিরদিন মুক্ত হস্ত ছিলেন। বিদ্যালয়ের গরিব ছাত্রদিগের দ্বারকানাথের নিকট অবারিত দ্বার ছিল। বিচারপতি পদ গ্রহণে, দ্বারকানাথের আয় যথেষ্ট হ্রাস হইলেও তিনি এই সকল বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করেন নাই।

বরযাত্র।

এই বিবাহ উপলক্ষে দ্বারকানাথের বেশ ভূষা লইয়া বড় মজা হইয়াছিল। দ্বারকানাথ বরযাত্র হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া, পল্লীগ্রামের লোকেরা (বিশেষত, স্ত্রীলোকেরা), হাইকোর্টের জজ দেখিতে সমাগত হইয়া চারিদিক হইতে উঁকি মারিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীরা কিন্তু বড় আশায় নিরাশ হইলেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, হাইকোর্টের জজ কি অপরূপ জিনিষ হইবে, বড় বড় রাজা রাজড়ার ন্যায় কত হীরা মুক্তা জড়িত সাটিন কিংখাবের পোষাক তাঁহার দেহে ঝলমল করিবে, কিন্তু, তাঁহার সেই

কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বকায় দেহ এবং তাহাতে এক মোটা থান কাপড় পরনে, এক পিরাণ গায়ে, চটি জুতা পায়ে ও শীত নিবারণের নিমিত্ত এক বিলাতী কম্বল মাত্র ভরসা দেখিয়া, তাঁহাদের হরি-ভক্তি এক বারে উড়িয়া গেল। গরিব জজ, কৃপণ জজ, ওটা কোন কাজের জজ নয়, বলিয়া দেবীরা তাহার পর দিন হইতে গ্রামে দ্বারকানাথের সুখ্যাতি যুড়িয়া দিলেন। *

যোগ্য পাত্রে উৎসাহ দান।

এক বৎসর, দ্বারকানাথ ফিয়ার সাহেবের সহিত, কলিকাতার বিখ্যাত গৌর মোহন আঢ্যের স্কুলে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। এককালে এই বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভাল ছিল। অক্ষয় কুমার দত্ত, শম্ভু নাথ পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বলকারী ব্যক্তিগণ, এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ইহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া, ও দেশীয় লোক পরিচালিত স্কুলের কার্য্যের সুশৃঙ্খলা দেখিয়া, উৎসাহ দানার্থ পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য শেষ হইলে পর, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট উপযাচক হইয়া মাসিক একশত টাকা চাঁদা দানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

দ্বারকানাথ ইংরাজ শিক্ষকের নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বস্তুত, ভাষা এবং সাহিত্য শিক্ষার নিমিত্ত, যে জাতির ভাষা এবং সাহিত্য শিক্ষা করিতে হইবে, সেই জাতীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিলে তাহা যতদূর ভালরূপ শিখিতে পারা যায়, অপরের নিকট কখন ততদূর ভালরূপ ভাষা ও সাহিত্য

* তথায় উপস্থিত কোন ব্যক্তির মুখে এই গল্প শুনিয়াছিলাম।

শিক্ষার সুযোগ হয় না। পূর্ব্বে, এই বিদ্যালয়ে ইংরাজ শিক্ষক দ্বারা ইংরাজী ভাষার শিক্ষা দান করা হইত; এজন্য দ্বারকানাথ পুনরায় ইংরাজ শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করিয়া উক্ত চাঁদা দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। * যোগ্য পাত্রে কিরূপ উৎসাহদান করিতে হয়, ও সম্মানিত ব্যক্তির স্মৃতির কিরূপ সম্মান করিতে হয়, দ্বারকানাথ তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন।

বাল্য স্মৃতি।

এক বৎসর পূজার ছুটিতে দ্বারকানাথ চুঁচুড়ায় যাইয়া বাস করেন। অনেক বৎসরের পর, দ্বারকানাথ আবার সেই পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাঁহার সেই বাল্য স্মৃতি সকল একে একে আবার মনে জাগিয়া উঠিল,—সেই হুগলী কলেজ, কলেজের ঘাট, পিতার কর্ম্মস্থান, বাসা প্রভৃতি একে একে দ্বারকানাথকে পূর্ব্ব কথা সকল স্মরণ করাইয়া দিল। প্রায় সকল মনুষ্যেই অল্প বিস্তর অহঙ্কারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এ দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে অতি অল্প লোকই এড়াইতে পারে। দ্বারকানাথ কিছু অভিমানী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাতে অহঙ্কারের লেশ মাত্র ছিলনা; অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহার মেজাজ পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাল্যকালে যাহাদের সহিত জানা শুনা ছিল, যে সকল গরিব দুঃখী লোক বালক দ্বারকানাথকে স্নেহ করিত, দ্বারকানাথ তাঁহাদের বাটি যাইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যাহারা এক দিন দ্বারকানাথকে সামান্য বালক দেখিয়াছিল, আজ তাহারা দ্বারকানাথকে এই অবস্থায় পাইয়া কত আহ্লাদ প্রকাশ

---

* আর কেহ এই জন্য চাঁদা না দেওয়ার এবং স্কুলের অধ্যক্ষগণও এজন্য বিশেষ মনোযোগ না করায় দ্বারকানাথের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য হয় নাই।

করিল, কত আশীর্ব্বাদ করিল। তিনিও দীন দুঃখীদিগকে অর্থ সাহায্য দানে আপ্যায়িত করিলেন। দ্বারকানাথ, কয়েক দিন পূর্ব্ববন্ধু বান্ধবদিগকে লইয়া খুব আনন্দে কাটাইয়া হুগলী কলেজ খুলিলে পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন। কলেজ দেখিয়া প্রত্যাগমন কালে, প্রিন্সিপালের নিকট প্রতি বৎসর উচ্চ শ্রেণীর যে ছাত্র যে বার ইতিহাসের পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট হইবে, তাহাকে সেই বৎসর একটি স্বর্ণ ঘড়ি ও চেন প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন।

দয়া।

দ্বারকানাথে যে আন্তরিক দয়া ছিল, মৌখিক বা লোক দেখান নহে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির উল্লেখ করা যাইতেছে। সুন্দরবন অঞ্চলে ইহাঁর কোন তালুকের প্রজাদিগের নিকট হইতে কয়েক বারের কর আদায় করিতে না পারিয়া তথাকার নায়েব ইহাঁকে সেই বিষয় জ্ঞাত করে। নায়েবের কথা শুনিয়া প্রথমে দ্বারকানাথ মনে করিলেন, সে বুঝি সবিশেষ মনোযোগ না করায় প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায়ে সক্ষম হয় নাই। এজন্য, নায়েবের কথা শুনিয়া প্রথমে তাহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠায়, সে ব্যক্তি বুঝাইয়া বলিল যে, অজন্মা বশত তাঁহার সেই প্রজাদিগের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক খাজনা বন্ধ করে নাই, অক্ষম হইয়া পড়াতেই খাজনা পরিশোধ করিতে সক্ষম হইতেছে না। শুনিয়া দ্বারকানাথ বলিলেন, "তবে আর কি হইবে, খাজনা মাপ করা যাউক।" এই কথায় নায়েব বলিল, "আজ্ঞা, আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে নালিস করিয়া তাহাদের নিকট হইতে সমস্ত বাকি

খাজনা আদায় করা যাইতে পারে।” এই কথায় দ্বারকানাথ বলিলেন, “তা বৈ কি, এখন আমি কোথায় তাদের সাহায্য করিব, না উল্টে তাদের নামে নালিস করে টাকা আদায় করিব!” নায়েব প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আর কোন উচ্চ বাচ্য না করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল; যাইবার সময় আপনা আপনি আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, বাবুর যেরূপ দয়ার শরীর, ভাগ্যে হাইকোর্টে জজগিরির একটা কাজ পেয়ে ছিলেন, নতুবা আজ এঁর নিজের চলা ভার হইত। দ্বারকানাথের পূর্ব্বোক্ত কথা কয়টিতে অনেক জমিদারের শিখিবার আছে।

বন্ধুর সহিত ব্যবহার—দোষ স্বীকার।

দ্বারকানাথ যেরূপ অহঙ্কার শূন্য, বালকের ন্যায় সরল ছিলেন, তেমনি তাঁহাতে আর এক বিশেষ গুণ ছিল, কেহ তাঁহার কোন দোষ বা ত্রুটি দেখাইয়া দিলে, তিনি তাহা অস্বীকার বা তাহার প্রতিবাদ করিতেন না। একবার কোন মোকদ্দমায় দ্বারকানাথ ও বাবু অনুকূল মুখোপাধ্যায় এক পক্ষের এবং বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অপর পক্ষের উকীল নিযুক্ত ছিলেন। অনুকূল বাবু এবং দ্বারকানাথের মনে বিশ্বাস জন্মে, এই মোকদ্দমায় হেম বাবু আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ জজদিগের নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, ইহাঁরা মোকদ্দমার বিচার কালে জজদিগের নিকট ইহার উল্লেখ করেন, ও পরে বিচার গৃহের বাহিরে আসিয়া, দ্বারকানাথ হেম বাবুকে বলেন, “তুই একজন লেঠেল হোবি।” বস্তুত, হেম বাবু কোনরূপ মিথ্যা ব্যবহার না করায়, ইহাঁদিগের এই ব্যবহারে এবং দ্বারকানাথের এই কথায় তাঁহার মনে বড় কষ্ট হয়; তিনি উকীলদিগের লাই-

ব্রেরী গৃহে যাইয়া, ইহাঁদিগের এই ব্যবহারের জন্য উভয়ের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। ইহাতে, এই ঘটনার এই স্থলেই এক প্রকার শেষ হইয়া যায়। কিন্তু, হেম বাবুর এই প্রতিবাদ সূচক দুঃখ প্রকাশে দ্বারকানাথের মনে গভীর অনুতাপ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি সেই দিবস রাত্রি এগারটার সময়, হেম বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠান। তাহাতে এই রূপ লিখিত থাকে;—"তোমার কথায় আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। তুমি যতক্ষণ না আমাকে ক্ষমা করিয়াছ বলিয়া পত্র লিখিতেছ, ততক্ষণ আমি আহার করিতে পারিব না, ও রাত্রে আমার নিদ্রা হইবে না।" দ্বারকানাথ এই প্রকারে আত্ম দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কিন্তু অনুকূল বাবু এ সম্বন্ধে কিছুই করেন নাই। দ্বারকানাথের এই মহত্ত্ব ছিল বলিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে 'বেঙ্গলি' একদিন বলিয়াছিলেন, "দ্বারকানাথ অন্তরের সহিত সকল প্রকার নীচতাকে ঘৃণা করিতেন। বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত বালকের ন্যায় সরল ভাবে আলাপ করিতেন। স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সমাদর করিতেন, এবং যাহাতে তাঁহার ব্যবহারে কেহ না মনঃক্ষুণ্ণ হন, সে জন্য তিনি বিশেষ সতর্ক থাকিতেন।" দুর্ব্বল মানব চরিত্রে ইহা অপেক্ষা মহত্ত্ব আর কি হইতে পারে?

লুই জ্যাক্সন।

লিখিতে লজ্জা করে, এক শ্রেণীর বাঙ্গালীর—বিশেষত, এক শ্রেণীর বাঙ্গালী বড় লোকের, আত্ম সম্মান জ্ঞানটা বড় কম— সাহেবদের কাছে। এই শ্রেণীর বাঙ্গালী ডেপুটি, মুন্সেফ, এবং সবজজ বাবুরা প্রায় জেলার জজ মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরদিগের

নিকট কিল খাইয়া কিল চুরি করিয়া থাকেন। অনেক মহারাজ, রাজা ও রায় বাহাদুর, অনেক সময় সাহেবদিগের নিকট অপমানিত হইয়া, হয় সেই খানেই হজম করিয়া ফেলেন, নয় সে গুলি পকেটে করিয়া গৃহে আনিয়া, তাহার পর আশ্রিত লোকদিগের দ্বারা সংবাদ পত্রে লিখিয়া মনের ঝাল মিটাইয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ এতদূর নির্লজ্জও আছেন যে, সেই সকল বিষয় বন্ধুদিগের নিকট গল্প করিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। সাহেবদের নিকট অপমানকে ইঁহারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না ইঁহাদের সকলের অপেক্ষা বেশী বাহাদুরী।

একবার ইংলিশ ডিপার্টমেণ্টের কোন কার্য্যোপলক্ষে কোন কারণ বশতঃ, জষ্টিস লুই জ্যাক্‌সনের সহিত দ্বারকানাথের মনান্তর হয়। যাঁহারা জ্যাক্‌সনকে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, যে, হাইকোর্টে অতদূর অহঙ্কারী জজ আর কখন আসিয়াছিল কি না সন্দেহ। ইহার পর হইতে, দ্বারকানাথ বিচার সম্পর্কীয় কথা ব্যতীত, এক বারে জ্যাক্‌সনের সহিত আলাপ বন্ধ করিয়া দিলেন। কিছু দিন এই রূপে যাইলে পর, শেষ একদিন মৃত বিচারপতি নর্ম্মান সাহেব, স্বয়ং উভয়ের হস্ত ধারণ করিয়া পুনরায় মিলন করিয়া দেন।

সার জর্জ্জ কেম্বেল।

সার জর্জ্জ কেম্বেলের সহিতও দ্বারকানাথের এইরূপ কিছু মনান্তর হয়। কেম্বেল যখন হাইকোর্টের জজ ছিলেন, তখন দ্বারকানাথের সহিত বড় বন্ধুতা ছিল, তাঁহার সবিশেষ খাতির করিতেন। কিন্তু লাট সাহেব হইবামাত্র সে মেজাজ বদলাইয়া যাইল। লাট সাহেব হইলে পর, দ্বারকানাথ যখন তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তখন স্যর জর্জ্জ তাঁহাকে সসম্মান সমাদরে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু এ আদর অভ্যর্থনা কেবল মৌখিক শিষ্টাচার মাত্র, হাইকোর্টের সে ভাব তখন আর তাঁহাতে ছিল না। অল্পক্ষণ কথোপকথনেই দ্বারকানাথ বুঝিতে পারিলেন, এ আর জর্জ্জ কেম্বেল নাই, বিচারাসন হইতে বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়া জন বুল নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। যাহা হউক, দ্বারকানাথ স্যর জর্জ্জের ভাব গতিকে কিছু ক্ষুদ্ধ হইলেও স্যর জর্জ্জ দ্বারকানাথকে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিতেন, ও কখন কখন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অনেক বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। কিন্তু এ বন্ধুতাও অধিক দিন টিঁকিল না। যে কারণে, ইহাঁদিগের মধ্যে মনান্তর ঘটে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—

মালদহ, চাঁচালের জমিদার রাজা ঈশ্বর চন্দ্র রায়ের ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসে মৃত্যু হয়। রাজা, দুই সহধর্ম্মিণী এবং কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণীর গর্ভজাত একমাত্র বালিকা কন্যা রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। বালিকা কন্যার পক্ষে সমস্ত বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে পতিত হয়। এই ঘটনার পর, জেলার মাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর আলেকজণ্ডারের নিকট ঈশ্বর চন্দ্রের কনিষ্ঠা পত্নীর পক্ষ হইতে জ্যেষ্ঠা সহধর্ম্মিণী রাণী সিদ্ধেশ্বরীর নামে জাল উইল এবং বিষয় সম্পত্তি লুকাইয়া রাখার এক অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। মাজিষ্ট্রেট আলেকজাণ্ডার নালিসের কারণ মাত্র শুনিয়াই, ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না লইয়া, একবারে ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটি আক্রমণ ও অন্তঃপুরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া ভয়ানক অত্যাচার করেন।

রাণী সিদ্ধেশ্বরী, ইহাতে হাইকোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথের নিকট আপীল হয়। দ্বারকানাথ সমস্ত অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া, পুলিস-সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মাষ্টার এবং মাজিষ্ট্রেট আলেকজণ্ডারের কার্য্য সমালোচন করিয়া তীব্রভাবে তাহাদিগের কার্য্যের নিন্দা ও তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। স্যর জর্জ্জ কেম্বেল এই সময় বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা—সমস্ত সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীদিগের রাজা। দ্বারকানাথ বাঙ্গালী হইয়া তাঁহার (স্যর জর্জ্জের) অধীনস্থ প্রধান দুই জন জেলার ইংরাজ কর্ম্মচারীর প্রকাশ্য আদালতে দোষ ঘোষণা করিয়া তিরস্কার করায়, সার জর্জ্জ দ্বারকানাথের উপর হাড়ে চটিয়া যান, ও সেই হইতে তাঁহাদের বন্ধুতা এক বারে নষ্ট হইয়া যায়। দ্বারকানাথের কোন কোন বন্ধু বলেন, হাইকোর্টের কোন জজ (নামোল্লেখে প্রয়োজন নাই) এই মোকদ্দমার কথা লইয়া ছোট লাটের নিকট দ্বারকানাথের নামে নিন্দা করায় ছোট লাট এত চটিয়া যান।

আমরা এই মোকদ্দমার উল্লেখ মাত্র করিলাম, যাঁহারা সমস্ত ঘটনা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ১৮৭৩ সালের ৩রা এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারির হিন্দু পেট্রিয়ট দেখিবেন।

উকীল এলেন।

দ্বারকানাথ স্বয়ং যে রূপ কাহার অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন না, সেইরূপ কাহারও অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ওকালতীর প্রথম অবস্থায়, দ্বারকানাথ এক দিন এজলাসে বসিয়া নিজ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, পার্শ্বে অপর একজন নূতন উকীল বসিয়াছিলেন, এমন সময়, উকীল এলেন সাহেব সেই গৃহে উপস্থিত হইয়া বসিবার আসনের

অভাব প্রযুক্ত দ্বারকানাথের পার্শ্ববর্ত্তী সেই জুনিয়র উকীলকে তাঁহার আসন ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন। দ্বারকানাথ এলেনের এই প্রকার হঠকারিতায় ও অভদ্রোচিত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, নবীন সহযোগীর গা টিপিয়া উঠিতে নিষেধ করিলেন। এলেন তাহা দেখিতে পাইয়াও এই রূপে একজন সামান্য বাঙ্গালী জুনিয়র উকীল দ্বারা অপদস্থ হইয়া, দ্বারকানাথকে আসন ছাড়িয়া দিতে নিষেধ করার জন্য, ভয় দেখাইতে লাগিলেন। দ্বারকানাথ বলিলেন, "আদালতের একজন উকীলকে উঠাইয়া দিয়া তোমার বসিবার কোন অধিকার নাই, তোমার আবশ্যক হয়, তুমি অপর আসন আনাইয়া বসিতে পার। আমি তোমাকে দশ মিনিট সময় দিতেছি, তোমার ক্ষমতা থাকে তুমি ইঁহাকে উঠাইয়া আসন অধিকার কর।"

এলেন, এইরূপে একজন নূতন বাঙ্গালী উকীলের সম্মুখে অপর একজন বাঙ্গালী উকীল কর্ত্তৃক অপদস্থ হইয়া ও কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া, তখন "দ্বারকানাথ কোর্টে কিরূপে পসার রাখেন" ও "তাঁহার পসার মাটি করিয়া জব্দ করিবেন" বলিয়া শাসাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনা প্রকাশ্য বিচারালয়ে বিচারপতির সম্মুখে নিঃশব্দে হয়। তাহার পর যাহা হয়, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এই ক্ষুদ্র ঘটনায় শেষ কিন্তু, এলেনকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। কারণ, বাঙ্গালী উকীল মোক্তারগণ অল্প বয়স্ক দ্বারকানাথকে একজন ইংরাজ উকীলের সহিত এই প্রকার স্বাধীন ও তেজস্বী ব্যবহার করিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হওয়ায় ও এলেনের প্রতি বিরক্ত হওয়ায় তাঁহার ব্রিফ কিছু কম পড়িতে লাগিল। এই প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত

হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সাহেব শেষ নিজেই দ্বারকানাথের সহিত সদ্ভাব করিয়া লন। এই অকিঞ্চিৎকর বিষয় উল্লেখের অাদৃশ প্রয়োজন ছিলনা, কিন্তু আজকাল অনেক বাঙ্গালী উকীল ব্যরিষ্টরদিগকে এই প্রকার আত্ম সম্মান বিরোধী কার্য্য (বড় বারিষ্টর দেখিলেই সুড়্ সুড়্ করিয়া চেয়ার খানি ছাড়িয়া দেওয়া) করিতে দেখিয়া ও তাঁহাদিগের অতিরিক্ত মাত্রায় সাহেব ভক্তি দেখিয়া বলিতে হইল।

লর্ড মেয়ো।

গবর্ণর জেনারেলদিগের মধ্যে লর্ড মেয়ো দ্বারকানাথের বড় খাতির করিতেন; ইঁহাদের উভয়ে খুব বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। লর্ড মেয়ো সর্ব্বদা দ্বারকানাথকে আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন, ও নিজ সহধর্ম্মিণীর পার্শ্বে বসাইয়া একত্রে আহার করিতেন। বোধ হয়, দ্বারকানাথ ভিন্ন আর কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে এ সম্মান ঘটে নাই। গবর্ণর জেনারেল দ্বারকানাথের গুণের এতদূর পক্ষপাতী ছিলেন যে, সে সময়ের অনেক প্রধান লোক জানিতেন, যে ব্যবস্থাপক সভায় ব্যবস্থা মন্ত্রীর (Law Member) পদ শূন্য হইলে রাজ প্রতিনিধি দ্বারকানাথকে সেই পদ প্রদান করিবেন। * লর্ড মেয়োর হঠাৎ মৃত্যু না হইলে বোধ হয়, বাঙ্গালীর ভাগ্যে এই উচ্চ পদ উন্মুক্ত হইত। লর্ড নর্থব্রুকও দ্বারকানাথের যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

স্যর ফিট্ জেমস্ ষ্টিফেন্স।

এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় যতগুলি ভারত

* ফিয়ার সাহেব প্রথম এই কথা প্রচার করেন।

বিদ্বেষী, ক্রূরমনা ও নীচ প্রকৃতির ব্যবস্থা সচিব আসিয়াছেন, ষ্টিফেন্স সাহেব তাহাদের সকলের উপর টেক্কা দিয়া গিয়াছেন। * সাহেবের আইন জ্ঞান যত থাকুক বা নাই থাকুক, অভিমান টুকু বিলক্ষণ ছিল,—আর ছিল, এ দেশীয় লোকের উপর ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাব টুকু। এ দেশীয়গণ যে কোন প্রকার উচ্চ পদের যোগ্য নয়, আইনে ইহাদের কিছু মাত্র জ্ঞান নাই, এই সব কথা লইয়া তিনি প্রায়ই বড় বড় সাহেবদের কাছে তর্ক করিতেন। আর কৃষ্ণকায় নেটিবেরা যে রাজকার্য্যে তাঁহার স্বজাতির সমান বেতন প্রাপ্ত হয়, ইহা তাঁহার নিরপেক্ষ হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিত। এই জন্য, তাঁহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চার বিষয় হইলেও, তিনি এই নিঃস্বার্থ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য (যাহাতে এ দেশীয় লোকে শ্বেতকায় ইংরাজদিগের ন্যায় সমান বেতন না পায়) বিধিমতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। স্যর বার্ণেস পিককের কাছেও এই কথা লইয়া এক দিন তর্ক করেন। পিককের এই অন্যায় নিন্দা সহ্য হইল না; কিন্তু পিকক বড় চতুর লোক, মুখে কিছু বলিলেন না, জব্দ করিবার নিমিত্ত একটু কৌশল খাটাইলেন। এক দিন স্যর বার্ণেস, দ্বারকানাথ এবং ষ্টিফেন্স উভয়কে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া, এ কথা ও কথা কহিতে কহিতে আইন সম্পর্কীয় কথা তুলিয়া তর্ক উপস্থিত করেন। আইন সম্বন্ধে দ্বারকানাথের সহিত আলাপ করিয়া সাহেবের ভ্রম ঘুচিল। তর্কে

* সাহেব এতদিন বিলাতে জজগিরি করিতেছিলেন। সেখানকার লোকজনও সাহেবের উপর ভারী খুসী; মধ্যে মধ্যে গুণের পরিচয় দিতে কসুর করিতেন না। এজন্য সম্প্রতি বাধ্য হইয়া তথাকার চীফ জষ্টিস লর্ড কোলরিজের পরামর্শানুসারে চাকুরিটি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

ষ্টিফেন্স দ্বারকানাথের নিকট বিলক্ষণ শিক্ষা পাইলেন ও সেই অবধি রোগটি ঘুচিল।

আর্থর হবহাউস।

ষ্টিফেন্সের পরবর্ত্তী ল মেম্বর স্যর আর্থর হবহাউস, দ্বারকানাথের গুণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হন। লাট কৌন্সিলে কোন কঠিন আইনের তর্ক উঠিলে বা কোন নূতন আইন প্রণয়ন করিতে হইলে, তিনি প্রায়ই অগ্রে দ্বারকানাথের সহিত পরামর্শ করিতেন। নূতন আইন প্রণয়ন কালে তিনি প্রায় দ্বারকানাথের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেন ও অনেক সময় তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিতেন। বলিতে গেলে, ব্যবস্থা মন্ত্রী হবহাউসের দ্বারকানাথ এক জন মন্ত্রী ছিলেন।

ফ্রাঙ্কো প্রুস যুদ্ধ।

নেপোলিয়ন যেরূপ দ্বারকানাথের আদর্শ ছিলেন, কোমৎ যেরূপ দ্বারকানাথের গুরু স্থানীয় ছিলেন, ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ভূমি ফ্রান্সকে দ্বারকানাথ সেইরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। দ্বারকানাথের নিকট তাঁহার নিজ জন্মভূমি যেরূপ, ফ্রান্সও সেইরূপ ছিল। বস্তুত, তিনি ফ্রান্সকে যেরূপ চক্ষে দেখিতেন, আর কোন ভিন্ন দেশীয় লোক অপর দেশকে সেরূপ চক্ষে দেখিতে পারে না। যখন ফ্রাঙ্কো-প্রুস যুদ্ধারম্ভ হয়, দ্বারকানাথ সেই সময় যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে সর্ব্বাগ্রে ঠিক খবর পাইবার নিমিত্ত বিশেষ সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার অনেক অর্থ ব্যয় হয়। এই যুদ্ধের ফলাফলের প্রতি দ্বারকানাথের এত দূর দৃষ্টি ছিল যে, অধিক রাত্রিতে যদি

টেলিগ্রাম আসিত, নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তিনি সে সংবাদ পাঠ করিতেন। ভৃত্যদিগের প্রতি, টেলিগ্রাম আসিবামাত্র, রাত্রিতে তাঁহাকে জাগাইবার জন্য বিশেষ আদেশ ছিল। যে দিন ফ্রান্স প্রুসের নিকট পরাজিত হইল, সে দিন দ্বারকানাথের চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারে জল পড়িল, শোকে সে রাত্রি তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আইসে নাই।

সচ্চরিত্রতা।

সুরাপান ব্যতীত দ্বারকানাথে অপর কোন কলঙ্ক কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই। দ্বারকানাথ একবার বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত কিছু দিন কাশীপুরের বাগানে বাস করিয়াছিলেন; সেই সময় তাঁহার করতলে এক প্রকার দাগ হয়। দ্বারকানাথ এই জন্য তথাকার একজন ডাক্তরকে ইহার চিকিৎসায় নিযুক্ত করেন। ডাক্তর বাবু হস্ত দেখিয়া দ্বারকানাথকে ইহার সম্বন্ধে কোন অসম্বন্ধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায়, দ্বারকানাথ নিজ চরিত্রের নির্ম্মলতায় দৃঢ় বিশ্বাস থাকা প্রযুক্ত, ঘৃণায় বিরক্ত ভাবে, ডাক্তরের কথার কোন উত্তর না দিয়া গৃহ মধ্যে এরূপ চঞ্চল ভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন যে, ডাক্তর তাঁহার এইরূপ আকস্মিক ভাবান্তর দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন। পরে তাঁহাকে বিদায় দিয়া দ্বারকানাথ তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, আমি আর কখন উহার মুখ দেখিব না, ও ব্যক্তি আমাকে এরূপ জঘন্য চরিত্রের লোক মনে করে।

দ্বারকানাথের নৈতিক চরিত্র কলঙ্ক শূন্য ও বড় নির্ম্মল ছিল। আজ কাল এক শ্রেণীর লোক অভ্যুত্থিত হইয়াছেন, যাহাদের অনেকেরই ভিতর যেমন হউক না কেন, বাহিরটা বিলক্ষণ

চাকচিক্যময়! ইঁহাদের মুখে কচিৎ হাস্য রেখা দেখা যায়, মুখ সদাই গম্ভীর—পুত্র শোকাতুরের ন্যায় বিষণ্ণ। ইহাঁরা কথায় কথায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন,—কুনীতি ও কুরুচির বিভীষিকায়। কিন্তু, ইহাঁদের অধিকাংশের নৈতিক চরিত্রএতদূর হীন, হৃদয়ের বল এতই স্বল্প, যে, অতি সামান্য প্রলোভন হইতে ইহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে অক্ষম। ইহাদের চরিত্র এরূপ তরল যে, সহজেই ভাসিয়া যায়। লোক দেখান হাঁক ডাক, আস্ফালন ও ভণ্ডামিই ইহাঁদের জীবনের সার। দ্বারকানাথের স্বভাব ঠিক ইহার বিপরীত ছিল। তাঁহাতে দোকানদারী বা ভণ্ডামী ছিল না। বন্ধুদিগের সহিত হাস্য পরিহাস কালে, দ্বারকানাথ প্রতি কথায় সতর্কতা অবলম্বন না করিলেও, তাঁহার স্বভাব চরিত্র এতদূর নির্ম্মল ছিল যে, এই সকল ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন। ফাঁকা মৌখিক শিষ্টাচার যেমন তিনি পসন্দ করিতেন না, তেমনি লোক দেখান ভণ্ডামী তাঁহার উন্নত চরিত্রে স্থান পাইত না। বাল্যকাল হইতেই অসৎ সংসর্গ ও দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতেন। হুগলী কলেজে তাঁহার কোন সহপাঠী, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে কাটাইয়া বাসায় আসিত বলিয়া, দ্বারকানাথ তাহার সহিত আলাপ বন্ধ করিয়া দেন। পরিচিত কাহারও কোন চরিত্র দোষের কথা শুনিলে দ্বারকানাথ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন, এমন কি, আবশ্যক বিবেচনা করিলে, তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিতে ত্রুটি করিতেন না। ভবানীপুরে কোন আটর্ণীর চরিত্রে বিশেষ কোন দোষ থাকায়, তাহাকে ইনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন।

চরিত্রের পবিত্রতার ন্যায়, দ্বারকানাথের আর এক মহৎ গুণ এই ছিল, তিনি কখন কাহাকেও কটু, কর্ক্কশ বা অপ্রিয় বাক্য বলিতেন না। অত্যন্ত ক্রোধের সময়ও দ্বারকানাথ কখন কাহারও প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, যাহাতে হৃদয়ে আঘাত লাগে। দ্বারকানাথ বলিতেন, "আমি উহা পারি না, বলিতে আমার বড় কষ্ট হয়।" * সমস্ত জীবনে দ্বারকানাথ যদি কখন কাহারও প্রতি কর্ক্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে—সে একবার, মহেন্দ্র সোমের প্রতি। মহেন্দ্র বাবু, সট্‌ক্লিফের পক্ষপাতিতায়, এক বৎসর অগ্রে পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাওয়ায়, দ্বারকানাথ বিরক্ত হইয়া যখন প্রেসিডেন্সী কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কমিটি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন দেখিয়া, সর্ব্বদা পরিহাস করিতেন, কিহে, তুমি দেখচি আমাদের আগে উকীল হোলে ; ইহাতে দ্বারকানাথ বিরক্ত হইয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "যা এখন তোর সট্‌ক্লিফ **কে ধরে পাস হোগে যা, সদর দেওয়ানীতে তোর নাকের ওই চসমা খানা নাবিয়ে দেবো।"

পাশা ও দাবা খেলায় ঝোঁক।

যদিও, কার্য্যানুরোধে অনেক সময় দ্বারকানাথকে গম্ভীর হইতে হইত বটে, কিন্তু স্বাভাবিক সুরসিক থাকায়, গান বাজনা ও হাস্য পরিহাসে বিলক্ষণ তৎপর ছিলেন। দাবা ও পাশা খেলায়

* কিন্তু এমন নীতিবাজ লোক দেখা যায়, যাঁহারা সুনীতি ও সদাচার শিক্ষা দিবার ধুয়া ধরিয়া পৃথিবী তোলপাড় করিতেছেন, অথচ নিজেরা সামান্য কারণে অতি ইতরের * * ভাষা প্রয়োগ করিয়া লোককে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন।

দ্বারকানাথের বড় ঝোঁক ছিল। একবার দাবা খেলিতে বসিলে তাঁহাকে সে খান হইতে উঠান ভার হইত। একবার, যশোহরের এক ঘর সম্ভ্রান্ত জমীদার বংশের এক জন নিঃস্ব জ্ঞাতিকে, প্রধান অংশীদার (নাম বলিবার প্রয়োজন নাই) কোন প্রকারে বিষয়ের অংশ হইতে বঞ্চিত করে। লোকটি অত্যন্ত কষ্টে পড়ে, কিন্তু কিছু না থাকায় বিষয় উদ্ধারের উপায় করিতে পারেন না। লোকটি দাবা খেলায় বড় সুনিপুণ ছিলেন। দৈব গতিকে একদিন কোন স্থানে দ্বারকানাথকে দাবা খেলিতে দেখিয়া, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া দুই একটা চাল দেখাইয়া দিয়া দ্বারকানাথকে কয়েক বাজি জিতাইয়া দেওয়ায়, দ্বারকানাথ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বিনা অর্থ গ্রহণে তাঁহার পক্ষে ওকালতী করিয়া মোকদ্দমাটি জিতাইয়া দেন।

হাইকোর্টে ওকালতী কালে, দ্বারকানাথের গৃহে এত মওক্কেলের ভিঁড় হইত যে, তাঁহার আহার নিদ্রার অবসর হইত না, কিন্তু ইহাতেও তিনি পাশা খেলার অনুরাগ ভুলিতে পারিতেন না। দ্বারকানাথ সচরাচর রাত্রি একটা দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া পড়া শুনা, গল্প ও খেলা করিতেন বলিয়া, একটু অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেন। প্রাতে মক্কেলদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া তেল মাখিতে মাখিতে দুই এক বাজি খেলিয়া লইতেন। আবার রাত্রিতে যে সময় দেখিতেন, বিস্তর লোক মোকদ্দমা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে গেলে অনেক সময় কাটিয়া যাইবে, সে দিন অমনি এক আধ ঘণ্টা তাহাদের মোকদ্দমার কথা শুনিয়া, এক খান মোটা চাদর আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়া কপট নিদ্রায় অচেতন হইয়া থাকিতেন। মক্কেলরা ডাকা-

ডাকি ঠেলা ঠেলি করিয়াও আর সাড়া শব্দ না পাইয়া চলিয়া গেলে পর, দ্বারকানাথ যখন দেখিতেন, যে আর কেহ নাই, অমনি গায়ের চাদর ফেলিয়া দিয়া, উঠিয়া "ওহে আর কেন, এইবার পাশা পাড়" বলিয়া উপস্থিত বন্ধুদিগের সহিত খেলিতে বসিতেন। কোন দিন পড়া শুনায় বা কাজ কর্ম্মে রাত্রি দেড়টা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, নিদ্রা যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়েও যদি নিকটে কেহ খেলিবার লোক পাইতেন, দুই এক বাজি খেলিতে কসুর করিতেন না। পাশা ও দাবা খেলায় দ্বারকানাথের এত ঝোঁক ছিল।

জাতীয় ভাষা এবং জাতীয় পরিচ্ছদ।

এখনকার অপেক্ষা, দ্বারকানাথ যে সময় বর্ত্তমান ছিলেন, সে সময়কার ইংরাজী নবীশ বাঙ্গালী বাবুদিগের জাতীয় ভাষা—বাঙ্গালা ভাষার প্রতি আরো বিরাগ, অশ্রদ্ধা ছিল; সে সময়কার অনেক ইংরাজী শিক্ষিত লোক, বাঙ্গালা পুস্তকাদি স্পর্শ করাও অপমানের কার্য্য বলিয়া বোধ করিতেন। বাঙ্গালা ভাষার দুরদৃষ্ট ক্রমে, সে সময় ইহার প্রতি অনেকের অনুগ্রহ বড় কম ছিল। এতাদৃশ সময়ে, এরূপ অবস্থাতেও দ্বারকানাথের ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিত ও সর্ব্বদা উচ্চ পদস্থ ইংরাজ পরিবেষ্টিত লোককে, নিজ জাতীয় ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে দেখা যাইত না, ইংরাজীর ন্যায় বাঙ্গালা গ্রন্থাদিরও তিনি বেশ সমাদর করিতেন। বিচারপতি হইবার পর, ফরাসী এবং লাটিন ভাষা শিক্ষার সহিত, সংস্কৃতের প্রতিও বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিয়াছিল, অল্প অল্প সংস্কৃত ভাষাও শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

জাতীয় ভাষার ন্যায় জাতীয় পরিচ্ছদের প্রতিও দ্বারকানাথের

বিশেষ দৃষ্টি ছিল, কখন অশ্রদ্ধা জন্মে নাই। একটি ব্যক্তি গত ঘটনার উল্লেখে দ্বারকানাথের এই শ্রদ্ধার পরিচয় দিব। বর্ত্তমানের জনৈক বিখ্যাত বারিষ্টর একদিন সস্ত্রীক দ্বারকানাথের বাটী বেড়াইতে যান; তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পরিধেয় পরিচ্ছদ ইংরাজী ধরণের ছিল। দ্বারকানাথ ইহাঁকে কথায় কথায় বলিলেন, "আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, অসঙ্কোচে উত্তর দিবে কি?"——মহাশয়ের পত্নী সম্মত হইলে পর, দ্বারকানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বল দেখি, তুমি তোমার সেই বাঙ্গালীর কাপড় পরিয়া বেশী তৃপ্তি লাভ কর, না এই ইংরাজী পোষাক পোরে বেশী তৃপ্তি পাও?"——মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী, স্বামীর সমক্ষে কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া ইতস্তত করায়,——মহাশয় "যথার্থ কথায় দোষ কি" বলিয়া বলিতে অনুরোধ করালে, তিনি মেমের পোষাক অপেক্ষা আপন জাতীয় সাড়ী পরিয়া অধিক তৃপ্তি লাভ করেন উত্তর দিলেন। দ্বারকানাথ ইংরাজী ও ফরাসীতে বেশ সুপণ্ডিত, বাঙ্গালীর আশাতিরিক্ত উচ্চ পদস্থ হইয়া ও সর্ব্বদা উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজ সহবাসে থাকিয়া আপন জাতীয় ভাব কখন পরিত্যাগ করেন নাই। কেবল এক আহার সম্বন্ধে দ্বারকানাথে যা কিছু কলঙ্ক স্পর্শিয়াছিল, কিন্তু সে জন্য পরে তিনি যার পর নাই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

নিজ ক্ষমতায় বিশ্বাস।

স্বাবলম্বী বা আত্মনির্ভরকারী ব্যক্তিদিগের দৃঢ়ব্রত (প্রতিজ্ঞা-পরায়ণ), উচ্চাভিলাষী ও নিজ ক্ষমতার প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই সকল গুণ ব্যতীত মানুষ জগতে কখন উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এ সংসার ক্ষেত্রের এমনই বিচিত্র গতি,

যাহার কোন কার্য্যে দৃঢ়তা নাই, নিজ ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস নাই সে এ সংসারে পদে পদে নিষ্ফল—নিরাস হইতেছে। কিন্তু যাহার এই সকল গুণ আছে, সে নিশ্চয়ই তাহার সমকক্ষদিগকে এক দিন ছাড়াইয়া উঠিয়া থাকে। একটা প্রত্যক্ষ সামান্য দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, স্কুলের যে ছাত্র নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া পরীক্ষায় প্রথম কি দ্বিতীয় হইব বলিয়া দৃঢ় পণ করিয়া থাকে; সে তাহা হইতে না পারিলেও পঞ্চম বা ষষ্ঠ অবশ্য হইয়া থাকে। নিজ শক্তির উপর বিশ্বাস থাকায়, উৎসাহ বলে এরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহার এ বিশ্বাস নাই; সে নিরুৎসাহে নিশ্চয়ই অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে। স্বাবলম্বী দ্বারকানাথের এই গুণ গুলি ছিল; তাই সদর দেওয়ানীতে প্রবেশ মাত্র সেই সহায়হীন দ্বারকানাথকে, নিতান্ত অল্প বয়স্ক দেখিয়া বারের প্রধান রমাপ্রসাদ ও কৃষ্ণকিশোর বাবু "এ ছোঁড়া আবার কোথা থেকে এলো" বলিয়া উপহাস করেন। সেই কথা দ্বারকানাথের কর্ণ গোচর হওয়ায়, একদিন সদর্পে বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা, দেখ্‌বো, রমাপ্রসাদ আর কৃষ্ণকিশোর এখানে কি করে এই পসার এরূপ রাখে।" তেজস্বী দ্বারকানাথ ওকালতীতে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াই এই প্রতিজ্ঞা করেন। দ্বারকানাথ, রমাপ্রসাদ রায় ও কৃষ্ণকিশোর ঘোষেকে ওকালতী ব্যবসায়ে পরাস্ত করিতে পারুন বা নাই পারুন,* তাঁহার নিজ ক্ষমতার প্রতি যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল,

---

* এই সকল ব্যক্তিগত ঘটনা উল্লেখ অসুচিত হইলেও দ্বারকানাথের নিজ ক্ষমতার প্রতি কতদূর বিশ্বাস ও তিনি কতদূর আত্মনির্ভরকারী ছিলেন তাহা দেখাইবার জন্যই ইহার উল্লেখ করা গেল।

ইহাই যথেষ্ট। এই বিশ্বাস যে তাঁহার উন্নতির অন্যতম পরোক্ষ সহায় স্বরূপ ছিল, তাহায় সন্দেহ নাই। নিম্নে তাঁহার এই বিশ্বাসের আর একটি পরিচয় দেওয়া গেল।

দ্বারকানাথের উকীল হইবার তিন চারি বৎসর পরে, কলিকাতা ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজের পদে, সদর দেওয়ানীর এক জন ভাল উকীলকে নিযুক্ত করিবার জন্য, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তখনকার গবর্ণমেণ্টের সিনীয়র উকীল রমাপ্রসাদ রায়কে লিখিয়া পাঠান। রমাপ্রসাদ বাবু দুই তিন জনকে মনোনীত করিলে পর, দ্বারকানাথের কোন বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কেন এক বার রমাপ্রসাদকে ধর না—এত বড় মোটা মাহিনার কাজ!" দ্বারকানাথ হাসিয়া বন্ধুকে বলিলেন, "আমি আর কিছু দিন পরে দিন দেড় হাজার টাকা রোজগার করিব, মাসে পনর শ টাকার জন্য কিনা আমি রমাপ্রসাদকে ধরিব ?" আত্ম নির্ভর ও নিজ ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে, দ্বারকানাথের মুখ হইতে কখন এরূপ প্রতিজ্ঞা সূচক বাক্য বাহির হইত না। *

হৃদয়ের কোমলতা।

দ্বারকানাথ বাল্যকালে কিছু দুষ্ট প্রকৃতি সম্পন্ন হইলেও তাঁহার হৃদয় বড় কোমল ছিল। পিতার মৃত্যুর পর, শব দাহের সময় যখন দ্বারকানাথকে তাঁহার মুখে অগ্নি প্রদান করিতে বলা হইল, তখন দ্বারকানাথ কাঁদিয়া তাঁহার মুখে অগ্নি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন। এজন্য সকলে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও কাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। বলিলেন, যে পিতা

* পরে কয়েক বৎসরের মধ্যেই কৃষ্ণ কিশোর ঘোষকে ছাড়াইয়া উঠেন।

আমাকে এত ভাল বাসিতেন, এত কষ্ট করিয়া মানুষ করিয়াছেন, আমি কিছুতেই নিষ্ঠুরের ন্যায় তাঁহার মুখে অগ্নি প্রদান করিতে পারিব না। এত দুর নির্ম্মম কার্য্য আমা হইতে হইবে না। দ্বারকানাথ সকল কার্য্যেই অটল ছিলেন, মুখে যাহা বলিলেন, কাজেও তাহা করিলেন। পরে অপর একজন দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। অবশ্য, হিন্দুর চক্ষে এই কার্য্য নিন্দনীয় বোধ হইলেও ইহাতে তাঁহার পিতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তির ও সরল মনের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে।

হুগলী কলেজের ছাত্র বিদ্রোহ।

কিশোরী চাঁদ মিত্রের নিকট কর্ম্ম করিবার সময় দ্বারকানাথের তেজস্বীতার একবার পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। এক্ষণে হুগলী কলেজে পাঠ্যাবস্থা কালের এইরূপ আর একটি পরিচয় দিব।

একবার হুগলী কলেজে দ্বারকানাথ যে ক্লাসে পড়িতেন, সেই ক্লাসের ছাত্রদিগের ত্রিকোণমিতি কষা লইয়া অধ্যাপক থোয়েটস্ সাহেবের সহিত বিবাদ হয়। এই বিবাদ শেষ এতদুর গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল যে, ইহা সে সময়ের সংবাদ পত্রে পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, ও এডুকেশন কৌন্সিলের সভ্য বাবু রামগোপাল ঘোষ, ডাক্তার মাউএট্, এবং প্রেসিডেন্ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনকে গোল মিটাইতে হইয়াছিল। এই ব্যাপারেও দ্বারকানাথ এক জন সর্দ্দার ছিলেন। ঘটনাটি এইরূপ ;—একদিন থোয়েটস্ সাহেব ছাত্রদিগকে এক অপঠিত প্রতিজ্ঞা করিতে আজ্ঞা করেন। সাহেব ছাত্রদিগকে unmitigated blockhead, ninny-hammer প্রভৃতি সুমধুর বাক্যে সর্ব্বদা আপ্যায়িত করিতে বলিয়া ছাত্রেরা সহজেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল।

এক্ষণে পড়াশুনা থাকা হেতু কেহ উহা কষিতে না পারায় প্রত্যেকের দুই আনা করিয়া অর্থ দণ্ড করা হয়; দ্বারকানাথও এই দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।, পরদিন কেহ এই দণ্ড প্রদান না করায় সাহেব দুই আনার স্থলে চারি আনা করিলেন। ছাত্রগণ সকলে এক-বাক্যে এই অন্যায় দণ্ড প্রদানে অস্বীকৃত হওয়ায়, সাহেব বালক-দিগকে ক্লাস হইতে বাহির করিয়া দেন; কেবল যাহারা স্কলরশিপ্ পাইত তাহারা ক্লাসে রহিল, স্কলরশিপের টাকা হইতে তাহাদের দণ্ড কাটিয়া লওয়া হইবে। দ্বারকানাথ অধ্যাপকের এই অন্যায় আচরণ সহ্য করিতে না পারিয়া, ক্লাস হইতে বাহিরে আসিয়া বহিষ্কৃত ছাত্রদিগের সহিত মিশিয়া বলিলেন, আমার স্কলরশিপ্ বন্ধ হয় হউক, তথাপি এই অন্যায় দণ্ড সহ্য করিব না। এই সময় দ্বারকানাথের অবস্থা এতদূর শোচনীয়, যে স্কলরশিপের টাকা ভিন্ন আর অন্য গতি ছিল না। ইহা বন্ধ হইলে তাঁহার লেখা পড়া একবারে বন্ধ হইয়া যায়। শেষ, বাবু রামগোপাল ঘোষ এবং বেথুন সাহেব এই সকল অত্যাচার নিবারণ করিয়া ছাত্রদিগকে পুনরায় কলেজে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেন। দ্বারকানাথ স্কুলের শিক্ষকদিগের নিকট অতি নিরীহ ভাবে চলিলে ও তাঁহাদের অবাধ্য না হইলেও কখন অন্যায় ব্যবহার সহ্য করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

বাল্য চাপল্য।

হুগলী কলেজে পাঠ কালে দ্বারকানাথ নিজ স্বভাব সুলভ চপলতার অনেক পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সময়, প্রত্যহ একটা না একটা হুজুক লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, আর নিজের দলবলকে সেই হুজুকে মাতাইয়া রাখিতেন। যতক্ষণ ক্লাসে থাকিতেন,

গল্প প্রভৃতিতে কোন প্রকারে ঘণ্টা কয়টা কাটাইতেন, তাহার পর, বাহিরে আসিয়া, সহাধ্যায়ীদিগের গৃহে যাইয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিতেন। তাহাদের পাঠে নিযুক্ত দেখিলে, পুস্তকাদি কাড়িয়া লইয়া হয় বাঁয়া তবলা লইয়া গান বাজনা যুড়িয়া দিতেন, না হয়। হাস্য পরিহাসে তাহাদের সময় নষ্ট করিয়া, রাত্রিতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি জাগিয়া নিজ পাঠ অভ্যাস করিতেন। হুগলী কলেজে পাঠ কালে তাঁহার এইরূপ অনেক দুষ্টামি ছিল। এই সঙ্গে বলা উচিত, আমরা দ্বারকানাথকে দুষ্ট বলিলাম বলিয়া, দ্বারকানাথ কখন কাহারও সহিত বিবাদ, দাঙ্গা, মারামারি করিতেন না; এ পক্ষে দ্বারকানাথ বড় ভাল মানুষ ছিলেন। দ্বারকানাথের দুষ্টামি কিছু স্বতন্ত্র গোছের ছিল। আসল কথা, দ্বারকানাথ জড় ভরতের মত চুপ করিয়া বড় থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার মনটা বড় প্রফুল্ল ছিল, কিছুতেই তাঁহার স্ফূর্ত্তির অভাব হইতনা, তজ্জন্য সর্ব্বদা একটা না একটা গোলমাল লইয়া আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইয়া দিতে ভাল বাসিতেন।

গ্রেব্স্ সাহেব।

দুষ্টামির আর একটা পরিচয় দেওয়া যাউক। সেই ক্লাস উঠা ব্যাপার লইয়া হেড মাষ্টার গ্রেব্সের উপর দ্বারকানাথ হাড়ে চটিয়া ছিলেন। সেই অবধি তাঁহাকে কোন রকমে অপদস্থ করিবার মতলব মনে মনে ছিল। একদিন সাহেব ক্লাসে পড়াইতে আসিয়া, বালকদিগকে লেখা পড়ায় উৎসাহ দিবার জন্য, পড়া শুনার চর্চ্চা সম্বন্ধে খুব এক লম্বা বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার সঙ্গে, গ্রেব স্ নিজ বিদ্যা বুদ্ধি ও পাঠানুরাগের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়া, নজীর স্বরূপ একখানি অতি সুন্দর কাজ করা মিল্টনের প্যারা-

ডাইস্ নষ্ট পুস্তক দেখাইয়া বলিলেন, "আমি যখন ডবলিন কলেজে পড়িতাম, তখন আমার বিদ্যা বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়া কলেজের প্রিন্সিপাল আমাকে এমন সুন্দর পুস্তক পুরস্কার দিয়াছিলেন।" দ্বারকানাথের মনে গ্রেব্‌স্‌কে একটা অপদার্থ লোক বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে গ্রেব্‌স্ অপর ক্লাসে প্রস্থান করিলেন,—তাড়াতাড়িতে পুস্তক খানি সঙ্গে লইতে ভুলিয়া যাওয়ায় তাহা টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল। সাহেব যে এত আত্মপ্রশংসা করিয়া গেল, তাহার কথা সত্য কি মিথ্যা, দ্বারকানাথের মনে সন্দেহ হওয়ায়, তাড়াতাড়ি পুস্তক খানি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার ভিতর লেখা রহিয়াছে,—"Joseph Graves, for regular attendance." যোসেফ গ্রেবস্, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত হওয়ার জন্য পুরস্কার!! হরিবোল হরি! দ্বারকানাথ ক্লাস সুদ্ধ ছেলেকে তাহা দেখাইয়া, সাহেবের বিদ্যার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে একবারে মাটি করিয়া দিলেন। বলিলেন, "লোকটা আমাদের চক্ষে ধূলা দিয়া বাহাদুরী লইতেছিল।"

স্বভাবের অকপটতা।

দ্বারকানাথ বাল্যকালে এই প্রকার দুষ্ট থাকিলেও, তাঁহার মনে কোন প্রকার হিংসা দ্বেষ বা কপটতা ছিল না, মন বড় সাদা ছিল। জুনিয়র স্কলরশিপ্ পরীক্ষার সময়, তাঁহার কয়েক জন সহপাঠি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা না থাকায়, এক জন ভাল ছাত্রের সহিত বুদ্ধি খাটাইয়া, গোপনে বন্দোবস্ত করিল যে, যে সকল প্রশ্ন তাহারা কঠিন বোধ করিবে, তাহা টেলিগ্রাফের সঙ্কেতের ন্যায়, একটা ছাতার শব্দ দ্বারা ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। দ্বারকানাথ কিরূপে এই কথা জানিতে পারিয়া-

ছিলেন। অবশ্য, তিনি এই সব ফন্দির অনুসন্ধানে থাকিতেন। পরদিন পরীক্ষার সময় দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে এক জনের নিকট একটা ছাতা রহিয়াছে, আর মধ্যে মধ্যে তাহার ঠক্ ঠকানি শব্দ হইতেছে, আর এক জন ইঙ্গিতে প্রশ্ন সকল বলিয়া দিতেছে। এইরূপে ত সে দিন কাটিয়া গেল। দ্বারকানাথ নিঃশব্দে সকল দেখিলেন, কিন্তু পরীক্ষক বা অপর কাহার নিকট এ কথা প্রকাশ করিলেন না। পরদিন সকলের আগে আসিয়া তাহাদের সেই ছাতাটি লুকাইয়া রাখিলেন। যাহার ছাতা সে বড় সঙ্কটে পড়িল। ছাতাটি না হইলে ইঙ্গিত চলিবে না, ইঙ্গিত না চলিলে পরীক্ষায় ফেল হইতে হইবে। সে বালক ছাতার জন্য দ্বারকানাথের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিল; দ্বারকানাথও কিছুতে তাহার ছাতা তাহাকে দিবে না। দ্বারকানাথ কি জন্য ছাতা আট্‌কাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন না, তাহা হইলে সে বালক মারা যায়, তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হয় না। যাহার ছাতা সেও জোর করিয়া তাহা কাড়িয়া লইতে পারে না, ভয় আছে, পাছে দ্বারকানাথ সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া, তাহার পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। ক্লাসের অপরাপর ছাত্রেরা, এই রহস্যের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া অবাক হইয়া রহিল। শেষ, দ্বারকানাথের কোন বন্ধু তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, গোপনে সব খুলিয়া বলিলেন, যে, কাল ইহারা এই ছাতা দ্বারা পরীক্ষার প্রশ্ন চালাচালি করিয়াছিল, আজিও করিবে বলিয়া আমি ছাতা আটক করিয়া রাখিয়াছি। শেষ, বন্ধুর অনুরোধে ছাতা ফিরাইয়া দেওয়া হইল। সম্ভবত, অপর কোন বালক হইলে এরূপ প্রতি-

যোগীতার পরীক্ষায়, পরীক্ষককে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদের পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিত।

জমীদার শ্রেণীর প্রতি অভিপ্রায়।

অনেকের বিশ্বাস, দ্বারকানাথ জমীদার শ্রেণীর বিপক্ষ ছিলেন। কিন্তু, যাঁহারা এই কথা প্রথম প্রচার করেন, তাঁহারা কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যে এই কথা প্রচার করেন, বলিতে পারি না। বোধ হয়, কর সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায়, দ্বারকানাথ প্রজাপক্ষের স্বত্ব রক্ষার্থ প্রাণপণ যত্ন করায়, তাঁহাদিগের মনে এই ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে, ও এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, জমীদার শ্রেণীর অনেকে দ্বারকানাথকে বিদ্বেষ চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর জমীদার, যাঁহারা দ্বারকানাথকে ভালরূপ জানিতেন, তাঁহারা এই অমূলক আরোপিত বাক্যের স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের কেহ কেহ, জমীদার শ্রেণীর প্রতি দ্বারকানাথের অভিপ্রায় কিরূপ তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে, দ্বারকানাথ জমীদার শ্রেণীর প্রতি বিলক্ষণ উচ্চ ভাব প্রকাশ করেন। দ্বারকানাথের মতে, সমাজ মধ্যে মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবি শ্রেণীর যেরূপ আবশ্যক, জমীদার শ্রেণীরও স্থায়িত্ব সেই রূপ প্রয়োজন। মনুষ্য যেরূপ মস্তক শূন্য কেবল হস্ত পদ লইয়া কাজ করিতে অক্ষম, মানবসমাজ-রূপ দেহকেও সেইরূপ সুরক্ষিত ও সুপরিচালিত করিতে, জমিদার-রূপ ধনশালী ও বলবান মস্তকের প্রয়োজন। তাহার উপর, পজিটিভিষ্ট হওয়ায় তিনি বলিতেন, কোন ব্যক্তি বা কোন শ্রেণী বিশেষের প্রতি বিরুদ্ধভাব থাকা বা থাকিতে দেওয়াও আমার পক্ষে অন্যায়। তবে যেরূপ সকল সমাজে ভাল

মন্দ লোক আছে, জমীদার শ্রেণীর মধ্যেও সেইরূপ বিদ্যমান আছে। সুতরাং, সমাজের জন কয়েক লোকের দোষ বা গুণের জন্য সমস্ত সমাজকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা উচিত নহে।

সামাজিক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ।

একদল মহাপুরুষ আছেন, যাঁহারা আমাদের বেওয়ারিস সমাজের প্রতি বড় কৃপাবান! সমাজকে অষ্টে পৃষ্ঠে ইংরাজী আইনের বন্ধনে বান্ধিয়া, ইহার সংস্কার করিতে ইহাঁদের বড় আগ্রহ। কিন্তু, ইহার ভবিষ্যত ফল ভাল হইবে, কি মন্দ হইবে, সে বিষয়ে ইহাঁদের দৃষ্টি বড় কম, বা সে সকল তলাইয়া বুঝিবার শক্তি ইহাঁদের আদৌ নাই। দ্বারকানাথ আইন বিভাগের এক জন উচ্চ কর্ম্মচারী হইলেও, আইন দ্বারা সমাজ সংস্কারের, বা সামাজিক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের বড় বিরোধী ছিলেন। এই জন্য, তাঁহার কোন পত্রে দুঃখ প্রকাশ করিয়া এইরূপ লিখেন ;—" Our legislators are under the impression that society (of course, *Hindu Society*) is not governed by any inherent laws of its own, that it is entirely at their disposal, and that they can alter it in any manner they like by a single stroke of their pen." অর্থাৎ, আমাদের আইন কর্ত্তাদের সংস্কার যে, সমাজ কখন ইহার স্বাভাবিক কোন বিধি দ্বারা চালিত হয় না। ইহা (সমাজ) তাঁহাদের (ক্ষমতার) অধীন, এবং তাঁহারা তাঁহাদের সেচ্ছানুযায়ী লেখনীর এক আঘাতেই যে কোন ভাবে ইহাকে রূপান্তরিত করিতে পারেন। কথাটা যে খুব সত্য, সকলেই তাহার পরিচয় পাইয়াছেন।

মাছ ধরা।

বাল্যকালের ছেলেমানুষী টুকু দ্বারকানাথে বরাবর সমভাবেই বজায় ছিল; বিরক্তি জনক সহস্র কার্য্যের ভিড়ে এবং বিচারকের গাম্ভীর্য্যযুক্ত পদ লাভেও তিনি তাহা ভুলিতে পারেন নাই। এক বার কোন্নগরে বাবু ম———র বাটিতে বেড়াইতে যাইয়া দ্বারকানাথের মাছ ধরিবার ইচ্ছা হইল। ———বাবুর কোন সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন প্রতিবেশীর পুষ্করিণীতে মাছ ধরিবার বন্দোবস্ত হয়। প্রতিবেশী মহাশয় অবস্থাপন্ন লোক হইলেও বড় কৃপণ স্বভাব। তাঁহার পুষ্করিণী হইতে যে মাছ ধরা হয়, ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা নহে, কেবল———বাবুর খাতিরে তিনি এ কার্য্যে সম্মতি দান করেন। দ্বারকানাথ ইহা জানিয়া শুনিয়াই দল বলে মাছ ধরিতে যান। এক জন ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতে বসিয়া গেলেন। ভদ্র লোকটি, কাতরভাবে, নিকটেই ছিলেন। দ্বারকানাথ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ও তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া, মধ্যে মধ্যে সন্ত্রস্তভাবে, "আরে করো কি, করো কি, এত বড় মাছটা মেরে ফেল্লে" বলিয়া উঠিতে লাগিলেন।

দ্বারকানাথ যাই এইরূপ চীৎকার করিয়া উঠেন, আর ভদ্র লোকটি অমনি ব্যস্তভাবে সেই স্থানে ছুটিয়া আসেন। আসিয়া দেখেন যে কিছুই নাই, সব ফাঁকি, জজ বাবুটি মিথ্যা করিয়া এরূপ ভয় দেখাইতেছেন। চারি পাঁচ বার এই রূপে ভদ্র লোকটি অপ্রস্তুত হইলে পর, শেষ বলিলেন, "বাপু! তুমি না হাইকোর্টের জজ, আমি প্রাচীন লোক, তোমার মত লোকের আমার সঙ্গে এরূপ তামাসা করা কি ভাল দেখায়!" এই কথা বলিবা মাত্র অমনি লজ্জায় সকলে ছিপ সূতা ফেলিয়া দৌড়।

নেটিব জজ :

দ্বারকানাথের জজ হইবার সংবাদ হাইকোর্টে প্রচার হইলে পর, হেম বাবু দ্বারকানাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দোয়ারি যে অন্ধকার কালো, ওকে জজ মানাবেনা।" এই পরিহাস বাক্যে দ্বারকানাথ উত্তর করিলেন, "এইত ঠিক হলো, শম্ভুনাথ বাবু ছিলেন সাহেবের মত ধপ্‌ধপে, সাহেব কি বাঙ্গালী বলে হঠাৎ ঠাওরানো যেতো না, এখন লোক কোর্টে ঢুকেই দেখ্‌বে, কালো নেটিব জজ আদালত অন্ধকার করে বসে রয়েছে, খুঁজে নিতে কষ্ট পেতে হবে না।" দ্বারকানাথের এ পরিহাস বড় মন্দ হয় নাই। বস্তুত, শম্ভুনাথ বাবু এত সুন্দর ফরসা ছিলেন যে, যদি তিনি ইংরাজের ন্যায় পোষাক পরিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যথার্থই ইংরাজ কি দেশীয় লোক বলিয়া সন্দেহ হইত।

বিবাহ রহস্য।

দ্বারকানাথ, মানসিক শক্তি সম্পন্ন, তেজীয়ান গোছের লোক হইলেও তাঁহার মনটা বড় সরস ছিল, কবি না হইলেও তাঁহার অনেক কার্য্যে বেশ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি স্বাভাবিক খুব আমোদ প্রিয় ছিলেন। একবার শান্তিপুর অঞ্চলে কয়েকজন বন্ধুর সহিত নৌকা করিয়া বেড়াইতে যান। ক্ষৌর কার্য্য সমাধার নিমিত্ত, এক ঘাটে নৌকা থামান হইলে তীরে নামিয়া তথাকার এক নাপিতকে ডাকিয়া ক্ষৌর কার্য্য সম্পন্ন করিতে বসিলেন। এই সময় ঘাটে কতক গুলি স্ত্রীলোক স্নান করিতে আসিতেছিল; তাহারা দূর হইতে ইহাঁদিগকে ক্ষৌর কার্য্য করিতে দেখিয়া, পরস্পর বলাবলি করিতে করিতে আসিতেছিল যে, "ইহারা বুঝি বিবাহ করিতে আসিয়া বর কামাইতেছে।"

দ্বারকানাথ এই কথা শুনিয়া, তাড়াতাড়ি এক জনকে চারটি দূর্ব্বা আনিতে বলিয়া, অপর একজনের পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া, এক চেলির কাপড় পরাইয়া অমনি বর সাজাইতে বসিলেন। যে নাপিত ইঁহাদিগকে কামাইতে বসিয়াছিল, সে বড় চতুর সুরসিক ছিল, সেই বা ছাড়িবে কেন? তাড়াতাড়ি নিজের কাজ সারিয়া পরিত্যক্ত সাত আট টাকা যোড়ার কাপড় খানি লইয়া লম্বা দৌড় দিল। নাপিতকে কাপড় লইতে দেখিয়া, ইঁহারা যেমন হাঁ হাঁ করিয়া বারণ করিবেন, সে, কাপড় খানি তখন বেশ করিয়া বাগাইয়া লইয়া "বাবু, তোমরা এখানে বেড়াতে এসে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করে নিলে, আর আমি একটা পয়সা নিয়ে নাপিত বিদাই হ'ব নাকি?"—বলিয়া চম্পট দিল।

বিচার রহস্য।

আর একটা রহস্যের কথা বলিয়া আমরা পাঠকগণের নিকট হইতে বিদায় লইব। এটা বড় গুরুতর রহস্য, যে সকল আইনজীবি, কেবল আইনের তর্ক জালে বিচারপতিকে আবদ্ধ করিতে পারেন না, তাঁহাদের এটা একটু মনোযোগ দিয়া পাঠ করা উচিত! যদি লেগে যায়!!

দ্বারকানাথের জনৈক বন্ধুর পুত্র ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, একদিন দ্বারকানাথের সহিত সাক্ষাৎ হয়। দ্বারকানাথ, এ কথা সে কথার পর বলিলেন, "বাবাজী নূতন উকীল হলে, দুচারটা উকীলির ফিকির ফন্দি শিখে লও, পরে ত করে কর্ম্মে খেতে হবে," বলিয়া নিম্ন লিখিত গল্পটি বলিলেন। গল্পটি এইরূপ;—একবার কোন এক মোকদ্দমার আপিলাণ্ট, দ্বারকানাথকে

তাঁহার পক্ষে উকীল নিযুক্ত করেন। উকীল নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, এই মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিয়া দ্বারকানাথ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, যে ইহাতে জিতিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই কারণ, তিনি, প্রথমত মোকদ্দমা গ্রহণে অস্বীকার করিলে, আপিলাণ্ট দ্বারকানাথের এক বিশেষ বন্ধুর অনুরোধে পত্র দ্বারা ও অতিরিক্ত পরিমাণে ফি দিয়া মোকদ্দমা লইতে জেদ করায়, অগত্যা দ্বারকানাথ মোকদ্দমা গ্রহণ করেন। কিন্তু, মোকদ্দমা গ্রহণ কালে তিনি আপিলাণ্টকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "আপনি এত অধিক টাকা দিয়া আমাকে নিযুক্ত করিতেছেন বটে, কিন্তু আপনার জিতিবার কোন সম্ভাবনা নাই।" যাঁহার মোকদ্দমা, তিনি সহাস্য বদনে বলিলেন, "সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।" জষ্টিস গ্লো——সাহেবের নিকট এই মোকদ্দমার বিচার হয়। রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে বাবু আ——উকীল ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত উকীল; তিনি তাঁহার পক্ষে যতদূর বলিবার তাহা বলিয়া বসিলেন। দ্বারকানাথ দেখিলেন, ———বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপর আর কিছু বলিবার নাই, তিনি ঠিক আইন সঙ্গত বলিয়াছেন, আইনানুযায়ী তাঁহার জয়লাভ সম্ভব। তবে যখন আপিলাণ্টের পক্ষে ওকালতী গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কিছু না বলিলে ভাল দেখায় না, সুতরাং, একবার দাঁড়াইয়া কিছু বলিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ মোকদ্দমায় তাঁহার হার হইবে। একটা কথা বলা হয় নাই। এই মোকদ্দমার পরের মোকদ্দমায় এলেন সাহেব উকীল ছিলেন। এই মোকদ্দমা উঠিবার পরেই, তিনি আসিয়া ইহাঁদের মধ্যস্থলে বসিলেন।——বাবু যতক্ষণ বক্তৃত

করিলেন, সাহেব ততক্ষণ আপনা আপনি নানা প্রকার মুখভঙ্গি করিয়া মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়িতে লাগিলেন; তাঁহার সেই মুখ ভঙ্গি ও মাথা নাড়ার ভাবে এরূপ বোধ হইতে লাগিল, যেন —বাবুর বক্তৃতা অসার—কোন কাজেরই হইতেছেনা। তাহার পর, দ্বারকানাথের পালা। এবারও মাথা নড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু কিছু ভিন্ন ভাবে! এবার, সাহেব একবার সহাস্য বদনে দ্বারকানাথের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করেন, এক এক বার বিস্ফারিত নয়নে, গম্ভীর ভাবে, দ্বারকানাথ যেন অতি যুক্তিযুক্ত বক্তৃতা করিতেছেন, মাথা নাড়িয়া এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথ ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র জজ সাহেব রায় দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, দ্বারকানাথ নিশ্চয় হারিবেন জানিতেন, তাঁহার জয় হইল। দ্বারকানাথ বিচার দেখিয়া অবাক! তিনি একে বিশেষ কিছু বলেন নাই, তাহাতে রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল যেরূপ অকাট্য যুক্তির সহিত লড়িয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বলিবারও কিছু ছিল না। যাহা হউক, তাঁহার মনে একটা কৌতূহল জন্মিল যে, ইহার ভিতর অবশ্য কিছু রহস্য আছে। শেষ তাঁহার মোয়াক্কেলকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, যে এলেন সাহেবের সেই তিপান্ন রকমের মুখভঙ্গী ও মাথা নাড়াই এই জয় লাভের কারণ! আর, কেবল সেই মাথা নাড়ার জন্য, সাহেবকে পাঁচ শত টাকা দিতে হইয়াছে!! জষ্টিস গ্লো——র এলেন সাহেবের উপর বড় ভক্তি তিনি ইহাঁকে খুব প্রতিভাশালী উকীল বলিয়া জানিতেন। আর সে সময় দ্বারকানাথের খুব নাম ডাক। এহেন এলেন সাহেব, যখন দ্বারকানাথের বক্তৃতার প্রতি কথায় মাথা নাড়িয়া সায় দিতেছেন,

তখন আর জজ সাহেব মাথা ঘামাইয়া নিজ বুদ্ধির অপব্যবহারের কোন আবশ্যক দেখিলেন না, এবং সেই জন্য দ্বারকানাথের বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র তাঁহার পক্ষে রায় দিলেন। আপিলাণ্টের পূর্ব্ব হইতে এই এলেন-গ্নো——সংবাদ জানা ছিল বলিয়া, এলেনকে পাঁচশত টাকা দিয়া মাথা নাড়া কাজে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন।

আমরা জানিনা, এখন হাইকোর্টে এরূপ জজ আছেন কিনা, তবে এলেনের মত উকীল বারিষ্টর দুই একজন থাকিতে পারেন। আজ কাল হাইকোর্টের বিচারের উপর সাধারণের যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি, তাহাতে আর এ সকল ঘটনা প্রকাশ না করাই ভাল, তবে দ্বারকানাথের বৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া প্রকাশ করিতে হইল। যাহা হউক, বিবাহ রহস্য এবং বিচার রহস্যের সহিত মধুরেণ সমাপয়েৎ করিয়া আমরা দ্বারাকানাথের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

পরিশিষ্ট।

TRIAL OF WILLIAM TAYLER.

উইলিয়ম টেলরের মোকদ্দমা। *

এই বিখ্যাত মোকদ্দমার সহিত দ্বারকানাথের হাইকোর্টের বিচারক জীবন বিশেষ রূপে সংসৃষ্ট। ১৮৬৯ সালের এপ্রেল মাসে, বিচারালয়ের অবমাননাকারী, এই বিখ্যাত মোকদ্দমার বিষয় লইয়া, এ দেশের ইংরাজ সম্প্রদায় মধ্যে, এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই প্রসিদ্ধ মোকদ্দমার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক মধ্যে প্রদান করা অসম্ভব, তাহা হইলে অপর একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়। কিন্তু তাহা জানিয়া পাঠক সাধারণের কোন লাভ নাই, এজন্য, এস্থলে অতি সংক্ষেপে দ্বারকানাথের সহিত টেলারের মোকদ্দমার যে অংশ টুকু বিশেষ রূপে সংসৃষ্ট, তাহারই উল্লেখ মাত্র করা যাইবে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের সময় উইলিয়ম টেলার সাহেব পাটনা বিভাগের কমিশনর ছিলেন। সেই সময় সাহেব, পাটনার কোন সম্রান্ত মুসলমান, লুতফ্ আলী খাঁর প্রতি অত্যাচার করায় তাঁহাকে উক্ত পদ হইতে অপসৃত করা হয়। টেলার সাহেব এই প্রকারে অপদস্থ হইয়া, সিবিল সার্ব্বিসের সংস্রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদর দেওয়ানীর সনন্দ লইয়া ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময় টিকারীর ভূম্যধিকারিণী রাণী উম্মেদ কুমারীর মামলা

---

* ইহা মুদ্রিত হইবার জন্য যাইতেছে, এমন সময় বিলাত হইতে ইহার মৃত্যু সংবাদ এদেশে আসিয়া পঁহুছে।

মোকদ্দমাদির তদ্বির করিবার জন্য মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে এজেণ্ট নিযুক্ত হন। এই নির্দ্দিষ্ট বেতন ব্যতীত, মোকদ্দমাদি চালাইবার জন্য স্বতন্ত্র পারিশ্রমিক পাইবার বন্দোবস্ত থাকে।

টেলার সাহেবের দুর্ভাগ্যক্রমে, অধিক দিন এ বন্দোবস্ত অনুযায়ী কার্য্য চলিল না। সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে না পারা প্রযুক্ত এবং অর্থাদি সম্বন্ধে গোলযোগ করায় টেলারকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হইল। ইহার পর উভয়ে উভয়ের নামে বিস্তর টাকার দাবী দিয়া নালিস উপস্থিত করেন। টেলার সাহেবের নালিসের কারণ, রাণীর নিকট হইতে বেতন ও পারিশ্রমিকাদের অনাদায়; রাণীর অভিযোগের কারণ, সাহেব তাঁহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন নাই। টেলার সাহেব সর্ব্বসুদ্ধ আটান্ন হাজার ছয় শত তিরাশী টাকার দাবী দিয়া নালিস করেন। এ সকল ১৮৬২ সালের ঘটনা। জষ্টিস লক্ এবং নর্ম্যানের নিকট এই উভয় মোকদ্দমারই বিচার হয়। দুরদৃষ্ট ক্রমে, টেলার সাহেব পরাজিত হন, তাঁহাকে রাণীর প্রাপ্য ছয় হাজার এক শত টাকা এবং উভয় মোকদ্দমার ব্যয় প্রদান করিবার আদেশ করা হয়।* ১৮৬৯ সালের বিখ্যাত আদালতের মানহানি মোকদ্দমার ইহাই সূত্রপাত।

এই ডিক্রীর আদেশানুযায়ী, ১৮৬৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী, রাণী উম্মেদ কুমারী নিজ প্রাপ্য আদায় জন্য, বেহারের জজের নিকট টেলার সাহেবের সম্পত্তি (গয়ার অন্তঃপাতী দারগাঁও নামক জমিদারী) অধিকারার্থ আবেদন করেন। ইতিমধ্যে টেলার সাহেব এই মোকদ্দমা প্রীভি কৌন্সলে আপীল করিতে

* See W. R. Vol. II., N. 86.

উদ্যত হন, ও আপীল নিষ্পত্তির পূর্ব্বাহ্নে, যাহাতে রাণী উম্মেদ কুমারী তাঁহার সম্পত্তি অধিকার করিয়া বিক্রয় করিতে না পারেন তজ্জন্য দরখাস্ত করেন। এই সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪০ ধারা অনুসারে টেলার সাহেব এই ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করিতে অক্ষম। এ দিকে প্রীভি কৌন্সিলের বিচার শেষ পর্য্যন্ত, যাহাতে রাণী এই ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করিতে না পারেন, টেলার সাহেব এই মর্ম্মে দরখাস্ত করায় রাণীর প্রতি উপযুক্ত জামিন দিবার আদেশ হইল। উম্মেদ কুমারী উপযুক্ত জামিন দিয়া দারগাঁও জমিদারী দখল করিয়া রাখিলেন।

উপরে বলা হইয়াছে, আইনানুযায়ী টেলার সাহেব প্রীভি কৌন্সিলের শেষ নিষ্পত্তি পর্যান্ত হাইকোর্টের আদেশানুযায়ী চলিতে বাধ্য,——এই ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয়-ক্ষমতা-চ্যুত। কিন্তু টেলার সাহেব ইহা জানিয়া শুনিয়াও শ্রীমতী জহুরাণ নামক পাটনার জনৈক মুসলমান রমণীকে এই সম্পত্তি পঞ্চান্ন হাজার টাকায় বিক্রয় করিলেন। বিক্রয় কালে, এই সম্পত্তি যে অপর এক জনের নিকট ডিক্রী জারীতে ক্রোক করা রহিয়াছে, তাহা আদৌ প্রকাশ করিলেন না। শেষ আপীলেও টেলার সাহেব পরাজিত হওয়ায়, পর বৎসর (১৮৬৭) ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাণী উম্মেদ কুমারী উক্ত দখলাকৃত সম্পত্তি যখন বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইলেন, তখন সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। জহুরাণ বিবি নিজ ক্রীত সম্পত্তি রক্ষার্থ জজের নিকট আপীল করিলেন। কিন্তু, ইতিপূর্ব্বে ইহা ডিক্রী দায়ে অপরের অধিকৃত হওয়ায় আপীলে কোন ফল হইল না। তখন নিরপরাধিনী জহুরাণ

বিবি, নিজ হইতে টেলারের ডিক্রীর বার হাজার চারিশত ছয় টাকা দণ্ড প্রদান করিয়া নিজ সম্পত্তি রক্ষা করিলেন। জহুরাণ বিবি এইরূপে ক্ষতিগ্রস্থ এবং প্রতারিত হইয়া, টিকারীর রাণীকে প্রদত্ত টাকা, টেলার সাহেবের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য, সাহেবের নামে নালিস করেন। পরে হাই-কোর্টে ইহার আপীল হয়। চীফ জষ্টিস সার বার্ণেস পিকক এবং দ্বারকানাথের এজলাসে আপীলের বিচার হয়। আপীলে টেলার সাহেবের পক্ষ হইতে এই বিশেষ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, তিনি তাঁহার বহুমূল্য (৮৮০০০ হাজার টাকার) সম্পত্তি অতি অকিঞ্চিৎকর মূল্যে যখন বাদিনীকে বিক্রয় করিয়াছেন, তখন আর বার হাজার টাকা অতিরিক্ত প্রদান করিলেও তাঁহার কোন ক্ষতি নাই, প্রত্যুত, বিস্তর সহস্র টাকা লাভ থাকিবে। এ আপত্তি বড় মন্দ নহে। আবার টেলার সাহেবের ইংরাজ কর্ম্মচারী কেলী সাহেব বলেন, "এ জমিদারীর মূল্য দুই লক্ষ টাকা!! ইংরাজের শ্রীমুখ হইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই শোভা পায়!

পাঠক দেখিলেন, টেলার সাহেব এই বিক্রয় কার্য্যে কতদূর ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করিয়াছেন ও কিরূপ নির্দ্দোষিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে দ্বারকানাথের অপরাধ শুনুন, যে জন্য ইংরাজ মহলে হুলস্থূল বাধিয়া যায়।

চীফ জষ্টিস স্যর বার্ণেস আপন সুদীর্ঘ রায়ে, টেলার সাহেবের বিক্রয়ের অবৈধতা প্রমাণ করিয়া, তাঁহার বিপক্ষে জহুরাণ বিবির প্রার্থনীয় বার হাজার চারিশত টাকার ডিক্রী প্রদান করেন। দ্বারকানাথ এই রায়ে সম্মতি প্রদান কালে বিশেষ কোন মতা-

মত প্রকাশ করেন নাই, কেবল মন্তব্য স্বরূপ, টেলার সাহেবের কার্য্যে যে প্রতারণার পরিচয় ছিল, তিনি তাহার প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়াছিলেন। * .

এক্ষণে এই "প্রতারণা" (fraud) শব্দটা টেলার সাহেবের হৃদয়ে বিষম বাজিল। একজন সম্ভ্রান্ত এবং পদস্থ ইংরাজ হইয়া, সামান্য কয়েক সহস্র মুদ্রার জন্য তিনি যে কিরূপ নীচ-জনোচিত ব্যবহার করিয়াছেন, সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল না। কিন্তু, যে জাতি তাঁহার চক্ষে কুকুরের ন্যায় ঘৃণিত, সেই জাতীয় এক জন বিচারপতি যে প্রকাশ্য বিচারালয়ে তাঁহার প্রতি এতাদৃশ কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিল, ইহাতে তিনি ক্রোধে—রোষে ও প্রতিহিংসায় জর্জ্জরিত প্রাণ হইয়া, দশাননাত্মজ ইন্দ্রজিতের মেঘান্তরালে থাকিয়া শত্রু প্রতি শর বারষণের ন্যায়, টেলার সাহেব ইংলিসম্যান পত্রিকার অন্তরালে থাকিয়া, পরম বৈরী গরীব বাঙ্গালী দ্বারকানাথের প্রতি, বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন—আপন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ জন্য।

১৮৬৯ সালের ৪ টা ফেব্রুয়ারী এবং এপ্রেল মাসের ২রা, ৭ই, ১২ই এবং ১৩ই তারিখের ইংলিসম্যানে এই সকল পত্র প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রে টেলার সাহেব নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণে যতদূর সক্ষম হউন বা না হউন, ইহাতে বিলক্ষণ

* Justice Mitter's remark:—"I entirely concur. I feel no hesitation in holding that the plaintiff is entitled to recover, both upon the ground that she has paid a debt due from Mr. Tayler to Raneo Usmedh Kower, when she was under no obligation to pay it. As also upon the ground that a fraud has been perpetrated against her by Mr. Tayler, in concealing from her the fact that the state sold by him to her was under attachment in execution of a decree of Court. I should have been extremely sorry if the state of the law were otherwise.

রূপে সত্য গোপন, এবং দ্বারকানাথের প্রতি ও স্থল বিশেষে টিকারীর বিধবা প্রাচীনা মহারাণীর প্রতি * শ্লেষ, বিদ্রূপাদি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, অনেক উপন্যাসের প্রতি অধ্যায়ের আরম্ভ স্থলে, দুই চারি ছত্র করিয়া যেরূপ 'মটো' (motto) প্রদত্ত হইয়া থাকে, যদ্দারা সেই অধ্যায়ের লিখিত অংশের ভাব এক প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে, এই পত্র সকলের আরম্ভ স্থলেও সেই প্রকার সেক্ষপীয়র হইতে এরূপ দুই এক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যদ্দারা লেখকের মনের প্রকৃত ভাব প্রকাশ পায়। এ স্থলে, টেলার সাহেবের সেই সকল 'মটো' উদ্ধৃত করিয়া দিবার, বা পত্র সকল প্রকাশের স্থানাভাব, কেবল নমুনা স্বরূপ 'মটো' এবং শ্লেষ ও কটূক্তির দুই একটা উদ্ধৃত হইল, যথা ;—

"My reputation, Iago, my reputation."

Othello.

"Dogberry.—Come you hither, Sirrah ; a word in your ear, sir ; I say to you, it is thought you are false knaves.

Borachia.—Sir, I say to you, we are none.

Dogberry.—Well, stand aside. Fore God, they are both in a tale. Have you writ down that they are none ?"

Much Ado about Nothing.

ইয়াগো এবং ডগবেরীর লক্ষ্য দ্বারকানাথ।

পত্রাংশ,——

* My delicious irresistible old maid of Tikaree, who is in dangerous *En rapport* with all the amlahs.——ইত্যাদি। কি চমৎকার সুরুচি!

"The Judge on the Bench, like the Parson in the Pulpit, has it all his own way for a time; but the Preacher attacks man in general, the Judge deals with the individual. General condemnation hurts no one. Individual censure may be ruin to the object of it."

"If a District Judge had so acted, he would in all probability have been suspended, or at all events subjected to some such ordeal, &c., &c. * * *

" Thus justice, like the sword of Ali, strikes me at one and the same moment with both edges of the redoubtable Zoolf-i-kar, and each time, as was Ali's pleasant custom, with a shout of insult or derision. At the voice of Mr. Justice Dwarkanath Mitter down goes my reputation;" &c., &c.

দ্বারকানাথ প্রথম হইতে ইহা দেখিলেও, নিজ স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি অনুযায়ী এই সকল তীব্র বক্রোক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। টেলার সাহেবের শেষ দুই পত্র ১২ই এবং ১৩ই এপ্রেল প্রকাশিত হয়। এই দুই পত্র, বিশেষত, ১৩ই তারিখের পত্র, কিছু অধিক পরিমাণে বিষ উদ্গীরণ করিয়াছিল। কারণ, টেলার সাহেব বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া এই পত্র লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি জানিতেন, ইহা লইয়া কিছু গোলযোগ হইলেও তিনি তাহার পূর্ব্বে কলিকাতা পরিত্যাগ করিতেছেন, সুতরাং, ধরা পড়িবার ভয় না থাকায় নির্ভয় চিত্তে ইহা প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন। কিন্তু, টেলারের দুরদৃষ্টক্রমে, ১২ই এপ্রেলের পত্র স্যর বার্ণেসের দৃষ্টি পথে পতিত হয়; ইহা এবং ৭ই তারিখের এই উভয় পত্র পাঠ করিয়া স্যর বার্ণেস বুঝিতে

পারিলেন, তাঁহার প্রিয় বন্ধু এবং সহযোগীকে টেলার সাহেব অকারণ কিরূপ নীচ ভাবে আক্রমণ করিয়া বিচারালয়ের অবমাননা করিয়াছেন। স্যর বার্ণেস যখন এই পত্র দ্বয় পাঠ করিয়া ইহার লেখকের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল, কিন্তু পর দিবস প্রাতে টেলার সাহেব কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, পূর্ব্বাহ্নে এই সংবাদ জ্ঞাত থাকা প্রযুক্ত সেই রাত্রিতেই, পর দিবস অতি প্রত্যুষে দ্বারকানাথকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন।

দ্বারকানাথ এ পর্য্যন্ত স্যর বার্ণেসের নিকট টেলারের নামে কোন রূপ অভিযোগ না করিলেও, প্রধান বিচারপতি, বিচারালয়ের অবমাননাকারী এরূপ ব্যক্তিকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক না হওয়া প্রযুক্ত, পর দিবস প্রাতে দ্বারকানাথকে সঙ্গে লইয়া টাউন হলে উপস্থিত হইয়া টেলারকে একবারে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন। এই সময় উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে গোছ একটা রহস্য জনক ঘটনা হয়। টেলার সাহেব যে বাটিতে বাস করিতেন, হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যর চার্লস অাহাউসও সেই বাটিতে টেলারের সঙ্গে বাস করিতেন। সেরিফের লোকেরা টেলার ভ্রমে প্রথমে তাঁহাকেই গ্রেপ্তার করে। শেষ, কিঞ্চিৎ নিগ্রহ ভোগের পর, তিনি নিস্কৃতি লাভ করেন ও আসল টেলার ধরা পড়েন।

যাহা হউক, টেলার গ্রেপ্তার হইয়া আদালতে আনিত হইলে পর, তিনি এই সকল পত্রের লেখক বলিয়া স্বীকার করায় ২০ শে এপ্রেলে বিচারের দিন স্থির করিয়া সে দিবস উপযুক্ত জামিন লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

আমরা সংক্ষেপে, টেলারের আদালতের অবমাননাকারী (contempt of court) মোকদ্দমার স্থূল বিবরণ প্রদান করিলাম। এই মোকদ্দমার ঘটনা লইয়া এ দেশের ইংরাজ মহলে দিন কয়েক হুলস্থূল ব্যাপার বাধিয়া গিয়াছিল। ২৪শে এপ্রেল ইহার বিচার শেষ হয়। ইতি মধ্যে (২২শে) টেলার সাহেব আত্মদোষ স্বীকার করিয়া ইংলিসম্যান পত্রে ও বিচার কালীন প্রকাশ্য আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বিচারে টেলার সাহেবের প্রতি পাঁচ শত টাকা অর্থ দণ্ড এবং এক মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু, ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রযুক্ত, তাঁহাকে এই কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়, তথাপি তিন দিবস কাল তাঁহাকে কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল। *

এই মোকদ্দমা লইয়া, ইংলিসম্যান সম্পাদক কাপ্তেন ফেনুইক-কে, স্যর বার্ণেস পিককের উপর এক চাল চালিয়া বাহাদুরী লইতে গিয়া, বিলক্ষণ নাকাল হইতে হইয়াছিল। কিন্তু, দ্বারকানাথের জীবনীর সহিত ইহার বিশেষ সংস্রব না থাকায়, অনাবশ্যক বোধে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল না।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

পজিটিভিজম্ (প্রামাণিক বাদ) কি ?

পজিটিভিজম্ বা প্রামাণিক বাদ কি, তাহার আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, ও দুই চারি কথায় সেই প্রায় তিন

* বহুকাল পরে ১৮৮৩ সালের এপ্রেল মাসে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপধ্যায়ের আদালতের মানহানির বিচারে এই টেলার সাহেবের মোকদ্দমার নজীর উত্থাপন করা হইয়াছিল।

সহস্র পৃষ্ঠা পরিমিত দর্শণ গ্রন্থের, সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান. করা অসম্ভব। তবে যাঁহারা একবারে পজিটিভিজমের নাম মাত্র শ্রবণ করেন নাই, বা কেবল নাম মাত্র পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাদিগের জন্য দুই এক কথায় পজিটিভিজমের এক আধটি মূল মন্ত্রের মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে। যাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন, এই অভিনব পাশ্চাত্য দর্শণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কিরূপ মহৎ, কিরূপ উচ্চ।

পজিটিভিজম শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় নির্দ্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা প্রদত্ত হয় নাই, আপন আপন সুবিধা অনুযায়ী, কেহ প্রত্যক্ষ্যবাদ, কেহ প্রামাণিক বাদ, নামে ইহাকে অভিহিত করিয়া থাকেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শণিক পণ্ডিত ওগুস্ত কোম্‌ত (প্রকৃত উচ্চারণ ও গূৎ কোঁত্‌) এই আধুনিক দর্শণের প্রচার কর্ত্তা। তাঁহার তুল্য পণ্ডিত ব্যক্তি ইউরোপে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৩০ হইতে ৫৪ সাল পর্য্যন্ত চব্বিশ বৎসর কাল গুরুতর চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়া দশ খণ্ড বৃহৎ গ্রন্থে আপন এই মত প্রচার করেন। ইহাকে তিনি এক দিকে যেমন উচ্চ অঙ্গের দর্শণ শাস্ত্র, সেই রূপ অপর দিকে উচ্চ শ্রেণীস্থ ধর্ম্ম শাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়াছেন। যদিও এ পর্য্যন্ত ইউরোপ এবং আমেরিকায় অতি অল্প সংখ্যক লোক এই মতে প্রকাশ্যভাবে দীক্ষিত হইয়াছেন, কিন্তু ইহাঁরা সকলেই বিদ্যা বুদ্ধিতে সমাজ মধ্যে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্পন্ন; বস্তুত, এই মত এতদূর উচ্চ ভাব ও চিন্তা পূর্ণ যে, অশিক্ষিত বা সামান্য লোক ইহার ভিতর তলাইয়া প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না।

অনেকে কোমৎকে নাস্তিকতা অপবাদে অপরাধী করিয়া

থাকেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং এই অপবাদ অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুত, তিনি নিজে যাহাই থাকুন, তাঁহার দর্শণ শাস্ত্র আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে তাহাতে উক্ত অপবাদের ছায়া পড়ে। কোমতের মতে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সহিত মনুষ্যের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ক্রমে বিলীন হইয়া যাইবে। ইহাই অপবাদের প্রধান কারণ। মানব জাতিকে ধর্ম্ম শৃঙ্খলে বদ্ধ করা ও পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব এবং সহানুভূতির সঞ্চার করা কোমতের এই শাস্ত্র প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। কোমতের শাস্ত্রে নাস্তিকতার কণামাত্র আভাষ থাকিলেও ইহার নীতি ও অনুশাসন সকল অতি উচ্চ অঙ্গের। সুখ বা স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই মানবের উচিত। হিন্দুদিগের দর্শণ শাস্ত্র হইতে কোমতের দর্শণের এক বিষয়ে বিশেষ বিভিন্নতা—এবং শ্রেষ্ঠতা এই, হিন্দুদিগের দর্শণ আমিত্বে পূর্ণ, 'আমার সু ,' 'আমার স্বর্গ,' 'আমার মোক্ষ,' ইত্যাদি ব্যতীত কথা নাই, কিন্তু কোমৎ দর্শণের উদ্দেশ্য অপর সাধারণকে সুখী করা বা পরোপকার। সমস্ত মানব জাতিকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সেবা করা কোমতের এক বিশেষ আদেশ। এইরূপ উপচিকীর্ষা বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা মনুষ্য যে পরিমানে স্বার্থপরতাকে জয় করিয়া আত্ম বিস্মৃত হইতে সক্ষম হইবে, সেই পরিমানে তাহার পুরুষার্থ ও দেবত্ব (Grand etre) লাভ হইবে। কোমতের মতে এই সহানুভূতি ও পরার্থপরতা দ্বারা সমাজের বন্ধন যেরূপ দৃঢ়তর হয়, অপর কোন প্রকারে সেরূপ হইতে পারে না। অতএব দয়া, সহানুভূতিকে মানব জাতির মঙ্গলের া সাধ্যমত বিস্তৃত হইতে দাও, এবং এই জন্য প্রথমে আপন

পরিবার বর্গকে ভাল বাস, তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সহানুভূতির শিক্ষা লাভ কর, ক্রমে প্রতিবেশী, জন্মভূমি এবং মানব সাধারণকে ভাল বাসিতে আরম্ভ কর, ইহাদিগের প্রতি এই সহানুভূতির বিস্তার কর, ও শেষ পার ত ইতর জন্তু-দিগকেও ইহার অংশ প্রদান কর।

পজিটিভিজমের সহিত আমাদিগের (হিন্দুদিগের) ধর্ম্মের অনেক বিষয়ে এরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাকে পাশ্চাত্য আর্য্য ধর্ম্ম বলিলে নিতান্ত অন্যায় বলা হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে যেরূপ বিবিধ দেব দেবী উপাসনার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, পজিটিভিষ্টদিগের মধ্যেও সেইরূপ নর পূজার আদেশ আছে। অবশ্য, আমাদিগের দেব দেবীর পূজার প্রণালীর অনুরূপ নয়। কোমতের মতে, মনুষ্য কখন পূর্ণভাবে দোষ শূন্য (perfect) হইতে পারে না, কোন না কোন বিষয়ে তাহাতে খুঁত (imperfection) থাকিবেই থাকিবে। তবে যে ব্যক্তি যে পরিমানে পুর্ণত্ব লাভ করেন, তিনি সেই পরিমাণে সাধারণ লোক সমূহ হইতে উন্নত বলিয়া তাঁহার প্রতি তদনুরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শণ করা উচিত। এই হিসাবে, জগতে যাঁহারা মহানুভব অভিধানে অবিহিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সেইমত সম্মান করা কর্ত্তব্য। পজিটিভিষ্টেরা, এই জন্য ভুমণ্ডলে যত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শণ করিয়া থাকেন।

সম্পূর্ণ।

APPENDIX III.

THE GREAT RENT CASE.*

[A SATIRIC POEM.]

I

Ho! Nazirs, sound your *tom-toms*!
  Ho! Sheriff, clear the way!
The Judges ride, in all their pride,
  To the High Court to-day.
To-day the chairs and benches
  Are snatched from room and hall,
And still does Piddontonius
  For chairs more loudly bawl.
Shout! gallant little Crier!
  Your eye-glass tightly fit,
Arrange your splendid Forum
  So every Judge may sit.
Each Judge is robed in sable,
  His gills flow long and wide,
Like Bull-frog in the fable,
  He swells with conscious pride—
While flows the Hoogly River,
  While Ochterlony stands

* This poem, supposed to be written by Mr. W. H. Abbot, Attorney-at-Law, first appeared in the *Englishman* just after the decision of the case and afterwards separately in a pamphlet form.

The largest monument we have
  On Bengal's sultry lands,
So long will be remembered
  The dreary great Rent Case,
When fifteen Judges met at once
  With one grave solemn face:
So long will be remembered,
  Where white or black man treads,
The fifteen solemn Judgments
  Of fifteen learned heads.

II.

See how the fifteen Judges
  Come pouring in a main,
In buggy, brougham and britzka,
  Across the dusty plain.
From all along Chowringhee,
  From far off Theatre Road,
From many a lordly mansion,
  From many a swell abode;
From Clubs, where hen-peck'd husbands
  Find refuge from their wives,
Where broken-hearted bachelors
  Prolong their weary lives;
From Beebee Herring's quarters,
  From Mrs. Box's place,
Where mothers teach their daughters
  To flirt with proper grace—

See how the fifteen Brethren
  Come flocking to the Hall;
See Loccus, short and slender,
  Cambellus, thin and tall;
And there behold P. Coccus,
  The chief of all is he—
P. Coccus of the subtle brain,
  No subtler brain could be.
Of iron nerve and iron brain,
  No labour doth he shirk,
But toils and works, and toils amain,
  And makes the others work.
Their noses to the grinding stone,
  The sweat upon their brow,
The Judges get no holidays,
  No leave of absence now!
Ah! how they hate P. Coccus,
  Who will not let them go
To sniff the ocean breezes,
  Or climb the hills of snow!
Now rushes in stout Baylius,
  With light and springy tread,
As light as when, in days of old,
  He "played the ball to leg."
And now comes dear old Sterus,
  Whose "cannons" are so true,
Who handles his "Joe Manton"
  As deftly as his cue.

Who does not love good Sterus,
  Whose heart, in simple truth,
Shews far less of the Sudder Judge
  Than of warm-hearted youth ?
Now Suetonius Karrus,
  With the fine Roman nose,
Chief ruler of the Banquet
  When Scotia's whisky flows.
And after him comes Trevorus,
  Of gentle heart and mein
Then, arm-in-arm with Glova,
  Is Elfin Juksun seen.
Now comes the kindly Normnus,
  Erst acting chief was he,
No greater favorite anywhere
  Than Normnus can be.
Then Maurgnor the handsome,
  And Kempus, grave and glum.
Then, peering through his spectacles,
  Doth Mak Fersonius come.
And here comes Sambo-Niger,
  Swarth son of sultry zone,
As proud is he as lucifer
  Of his Judicial throne—
A sop to the Bengalee,
  To English minds a wrench,
Our rulers thought it right to raise
  One Native to the Bench.

Brown Hindustanee maidens,
While listening to the sighs
Of young Bengal, repeat the tale
Of Sambo Niger's rise—
And minstrels at the *nautches*,
Where young men take their fling,
To Rajah's and to Ranees,
Of Sambo's *tullub* sing.
Now, making up the number,
Though last not least is he,
With sparkling eyes and big black beard,
Ferus Barbatus see.
Of all those fifteen Brethren,
For wisdom far renowned,
Ferus Barbatus was the last
Who came from English ground.
What though of all the junior,
Though last not least is he;
The only Judge who wears a beard—
Ferus Barbatus see!

III.

Now gathered in the Forum,
The fifteen Brethern meet,
And Sheriff Collius marshals each
To his appointed seat.
P. Coccus and the Seniors,
Above make lordly show;

While Ferus and the Juniors
  Are ranged in line below.
Two goodly rows of Judges!
  So fine a sight, I ween,
Of talent, such a grand array,
  Is very rarely seen.
And while the fifteen Brethern
  Are sitting there in State,
And to each other whispering
  And holding short debate,
Before they give their judgments,
  Will turn, and for a space
Look on the crowd who gather round
  To hear the great Rent Case.
Here mingle swell attornies
  With members of the Bar,
And swarthy Native pleaders,
  And many a Zemindar.
From every town and district
  Which boasts the smallest Court;
From paddy fields and jungle,
  Where snakes and jackals sport;
From *talook* and from village,
  Where naked urchins play;
From hut and from Cutcherry,
  Where suitors bribe their way;
From where the dirty buffalos
  Through muddy marshes roam,

As greasy and as dirty
  As Baboos are at home ;
From many a "country garden,"
  From many a city slum—
To hear the Rent Case judgments,
  The swarthy Natives come.
Now see those Arian lawyers,
  Attornies and their clerks,
Who at the fifteen Brethern
  Pass "jocative" remarks.
But, ah! whose grand red whiskers,
  All fiery and a-glow,
Are those which, with the *punkah*
  Wave gently to and fro!
They're those of Bernus Rufus;
  Full proud is he, I ween,
Of his Dundreary whiskers,
  And of their ruddy sheen.
And there see Watkininius,
  The Lord of Airy Hall,
Talking to Pallia Logus
  With somewhat dreary drawl.
There, too, impulsive Fennus,
  of whom the words are true,
"You cannot know good Fennus,
  And fail to like him, too."
Near him stands long grey Stoccus,
  A Barrister erewhile,

And Collius and Augustus,
All son's of Erin's isle.
Now, bursting with importance,
The learned Hatchus see,
With Act VIII, at his finger's ends,—
As ready help is he
On every puzzling motion,
Or difficult decree,
Hatchus is ever to the front,
Amicus Curiæ !
There Graumus, with his calm, pale face,
With Eglintonius sits,
And whispers something now and then
And picks his brief to bits.
And bustling Coritonnus,
His eager fingers flips,
To the "Englishman" *Chuprassee*
In waiting for the 'slips.'
And dear old Jonni Cocranus—
Whose heart, as good as gold,
Still bears him upright manfully,
As in the days of old,
Sits twirling round his spectacles,
And, from his numerous store,
Tells to his laughing listeners
Some anecdote of yore.
There, too, Jucundus Paulus,
With ever ready jest,.

Cracks jokes with Dikki Doinius,
Of all the Bar the best,
Who, whether at the festive board
Or in forensic Hall,
For many years has proved himself
The leader of them all.
But now the fifteen Brethern
Have closed their short debate,
And each sits grim and solemn,
And shakes his learned pate.
Now fit your eyeglass, Crier!
Now "Silence!" loudly shout;
Then tumble from your little desk
And kick the rabble out.

IV.

Then first his judgment Trevorus
Read out in language clear,
And such a silence then was kept
A pin's drop you might hear.
He cited many authors
As ancient as the hills,
And quoted from the history
Of India by Mills—
From long forgotten statutes
Read many a dreary line,
Which seemed to unprofessionals
Like throwing pearls to swine—

Read Menu's regulations,
And many puzzling clause,
And long and dismal doctrines
About the old rent laws.
Of *pykhast* and of *koodphast* ryots
The difference did define,
And pointed out the bearing of
Act X of '59—
Read the decennial settlement,
And minutes by John Shore,
The laws of ancient Soubahs,
And Heaven knows what more!
At last, when all grew weary,
And sleep proclaimed her reign,
Great Trevorus thought 'twas time enough
To close the lengthen'd strain.
And this is how the learned Judge
The Rent Case did decide—
He settled that a tenant
Who twelve years should abide
Upon his landlord's property
Should have an owner's right
To share the rent—and landlord
Should get it as he might.
Then Trevorus nudged stout Baylius,
Who'd been an hour asleep,
And Baylius so pinched Loccus
As made his flesh to creep

And Loccus, Baylius, Glova,
Confirming the decree,
Said :—" With our learned Brother
We all of us agree."
And elfin Juksun said the same,
And with a gentle shake
Caused snoosing Mak Fersonius
From slumber to awake.
Then out spake Mak Fersonius
Of imposts and and *abwabs*,
Of *mirrikbundy* tenures,
Kabooleuts and *Kincobs*—
And used such wondrous language
That gentle sleep again
Of every tortured listener
O'er came the weary brain;
When suddenly he finished—
" With very slight demur,
With learned Brother Trevorus
In substance I concur."
Then spake Barbatus Ferus,
Not once asleep was he,
But through it all was wide awake,
As learned Judge should be,
And first, like Judge at Westminster
The facts he did relate,
The judgment of the lower Court,
The questions in debate—

Then sifted points of evidence,
  Doubted if facts were clear,
Discussed some learned questions
  Which no one cared to hear—
Said:—"Many loose admissions
  Throughout this cause I trace,
Which never would have been allowed
  Had I but tried the case;"
And added:—"Into regions
  (Where I am not at home)
Of novel legislation
  We're here required the roam.
The learned Courts of Westminster
  Ne'er go beyond the case;
'Gainst travelling from the issue
  They ever set their face.
But in this curious country
  We travel far beyond
The issue, till we tumble in
  The slough of sheer despond!
And 'tis so in this instance,
  We cannot help ourselves;
So I have run through all the books
  Which ornament my shelves—
And this important subject
  Has met with at my hands
That long and grave attention
  Which such a case demands."

Then argued he the matter
For half an hour and more,
And sleep again proclaimed her reign,
And men were heard to snore.
But every earthly thing must end,
All dreary though it be,
And Ferus was at last wound up,
And this was his decree—
"While my decision with the rest
Will in the main agree,
My Brethren's notions, I confess,
Have not assisted me;
And as it never is my rule,
Without some grave demur,
With any other learned Judge
Entirely to concur,
So now, though partly I dissent,
I on the whole agree
With all those learned Judges
Who have preceded me."
Then with a voice sonorous
Cambellus had his say,
And lethargy came o'er us
Throughout that weary day.
"Spare us! Cambellus, spare us!"
Was off the muttered cry.
As still he went on reading,
And still the hours went by.
But mortal is Cambellus,
He, too, wound up at last,
And with the others did concur,
And his decree was passed.
After Cambellus, Sambo,
Great Sambo Niger came,
And, following in his Brethren's wake,
His ruling was the same.

Then Mawgnor the handsome,
  Then Kempus, glum and grave,
And Normnus, the kind and good,
  The same decision gave.
'Twould be a weary story,
  'Twould take a day to tell,
The stories of legal wisdom
  That from those Brethren fell.
Then having roused himself from sleep,
  Sterus took up the cue,
And with a few remarks in point,
  Agreed with Trevorus too—
" Now yield thee, great P. Coccus,
  Now yield with proper grace,
And join with us in one decree
  In this important case."
Thus spake his learned Brethren,
  And all the crowd awoke,
When up rose great P. Coccus,
  And thus the silence broke :—
" I must confess, in all I've heard
  From all my great compeers,
I have not heard one single word
  To change my own ideas,
Or alter in the least decree
  Opinions I expressed,
When, in the case of Ishur Ghose,
  I differed from the rest.

I'll add that in sincerity
  Most wanting I should be,
If, for the sake of courtesy,
  I now with them agree,
Or for a moment were to say
  I entertain a doubt,
From anything I've heard to-day,
  That I am right throughout."
Then went he through his reasons,
  But long before he'd done
The crowd had all departed,
  The Judges were alone!
And Piddontonius gently fell
  Into a state of doze,
Now scratching of his forehead,
  Now fingering his nose.
And soon it was throughout the town
  By all the people known
That, in the Rent Case judgments,
  P. Coccus was alone!

V.

All through the dull, hot weather,
  When the Nor'-westers blow,
And down the throat the mango-fish
  With *simkin* glibly go—
When in his fine verandah,
  The money-making swell

Sits chatting with the pretty wife,
The wife he loves so well—
And through the bright cold season,
And through the wretched rains,
In country, town, and village,
O'er all these dreary plains,
When the chandeliers shine brightly
Or the small *chirag* is lit;
And when about our gardens
The little fire-flies flit—
In Court and in Cutcherry
Where Bar and Judges strut,
In club and lordly mansion,
In dwelling-house and hut,
When jackals hawl around us,
And the mosquito's hum
Tells that a much more worrying brute
To bother us has come—
At dances and at *nautches*,
Mid balls of dazzling light,
At weary *burra khannas*,
Or Christy Minstrels' night—
Of the great Rent Case the story
Full often will be told,
How Judge P. Coccus stood alone,
By all his Brethren sold!

———

APPENDIX IV.

Remarkable Judgments delivered by his Lordship in the Full Bench.

I.

HINDOO LAW—INHERITANCE CASE.

Omrit Kumari Debi *versus* Luckhee Narain Chuckerbutty.

In the absence of nearer relatives a man may be heir to his mother's brother as regards property subject to the Mitakshara.

The following judgment was delivered by Mr. Justice Dwarkanath Mitter :—

The question we have to determine in this case is whether, according to the Hindoo Law current in the Benares School, a sister's son is entitled to inherit as a *bundhu* or *cognate*. Before proceeding, however, to determine the question, we must answer a preliminary objection that has been raised before us by the pleader for the respondent. It has been contended that the point under our consideration has been already set at rest by a decision of the Privy Council reported in page 681 of Sutherland's Privy Council judgments. We are of opinion that this contention cannot be maintained. True it is that the decision of the late Sudder Court at Agra which was reversed by the Lords of the Judicial Committee, was based upon the ground that the sister's son is entitled to inherit as a *bundhoo*, but this position appears to have been abandoned before their Lordships by the learned Counsel who conducted the case on his behalf. What were the reasons which induced the learned Counsel to adopt this course,—whether it was because he thought that under the circumstances of the case, his client could not succeed in the suit unless he was placed in a higher rank than that of a bundhoo, or otherwise,—it is difficult for us to make out from the facts as reported. It is sufficient, however, for the purposes of the present argument to state that the result of this concession was, as their Lordships have themselves observed, to reduce the whole matter in controversy to the simple question as to "whether upon the proper construction of the Mitakshara, the sister's son is not entitled to come in among the earlier class of heirs or sapindas." This was in fact the only question that was discussed before their Lordships, and the only one upon which they have pronounced a judicial opinion. To remove all doubts on this point the following passage in their Lordship's judgment might be conveniently referred to. "He there put the sister's sons out of the category in which Mr.

Piffard would place them, though erroneously *perhaps* he has put them in the category of bundhoo." The word "perhaps" in the above sentence is sufficient to show that their Lordships did not intend to decide the point that we have now got before us, and the preliminary objection is accordingly over-ruled.

With reference to the main question itself, we are of opinion that the sister's son is entitled to rank as a *bundhoo* according to the definition of that term as given in the Mitakshara itself. This definition is contained in the following passage :—

"On failure of the paternal grandmother, the (gotraja) kinsmen sprung from the same family with the deceased and allied by funeral oblations, namely, the paternal grandfather and the rest, inherit estate. *For kinsmen sprung from a different family, but allied by funeral oblations, are indicated by the term cognate (bundhoo).*"—Colebrooke's Mitakshara Verse 3, Section 5, Chapter 2, page 350.

It will be observed that two conditions are necessary to meet the requirements of this definition, namely, first, that the claimant should be a kinsman sprung from a different family; and second, that he should be connected by funeral oblations. Both these conditions are strictly fulfilled in the case of the sister's son, and as we will show further on, in a much higher degree in his case than in that of any of the nine individuals whose claims to succeed as bundhoos are admitted on all sides. That he is a kinsman sprung from a different family is unquestionable, and it is equally clear that he is a sapinda, or one allied by funeral oblations, though some objections have been raised before us on this last point. It has been argued that according to Menu, a Hindoo is required to perform the funeral obsequies of his paternal ancestors only; that in consequence of this rule, the *sagotras*, or those who belong to the same *gotra* or family, are the only persons entitled to be recognized as sapindas; and that the sister's son must be accordingly excluded from that category. We are of opinion that there is no authority whatever to support this contention; and we might even say that, whatever other objections might have been hitherto urged against the heritable right of the sister's son, this is the first time that his position as a sapinda has been questioned or disputed. Indeed, the very definition before us is a sufficient answer to this sophism; for if the sagotras alone are entitled to rank as a sapindas, bundhoos, or kinsmen sprung from a different family, but allied by funeral oblations must be non-existent. We have, however, the express authority of Menu himself to decide this point, and what is of still greater importance for the purposes of the present discussion, it is an authority quoted and acted upon by the author of the Mitakshara.

"For with regard to the funeral obsequies of ancestors, daughter's sons are regarded as son's sons. Menu likewise declares :—

'By that male child whom a daughter, whether appointed or not, shall produce by a husband of equal class, the maternal grandfather becomes the grandsire of sons' sons.' Let that child give the oblation and take the inheritance."

It is manifest from the above that the maternal ancestors also are entitled to receive funeral oblations, and this proposition strikes at the very root of the contention that has been raised before us. Now, the sister's son is no other relative than the daughter's son of the father; and if it be once conceded, as it must be, that the daughter's son is a sapinda, it would follow as a matter of course that the sister's son is at least a sapinda of the father; and as such he would be clearly entitled at all events to rank as a *pitree-bundhoo*, or father's cognate. In point of fact, however, he is also a sapinda of the deceased proprietor himself, not so near as the daughter's son, but nearer than every one of those individuals who are admittedly recognized as *bundhoos*.

It is a well known principle of Hindoo Law recognized in all the schools current in the country, that the relation of sapinda exists not only between the immediate giver and the immediate recipient of funeral oblations, but also between those who are bound to offer them to a common ancestor or ancestors. This principle is based upon the theory according to which a Hindoo is supposed to participate after his death in the funeral oblations that are offered by any one of his surviving relatives to some common ancestor, to whom he himself was bound to offer them when living; and hence it is, that the man who gives the oblations, the man who receives them, and the man who participates in them, are all recognized as sapindas of each other. Thus, for example, brothers are not required to perform the obsequies of each other, but they are nevertheless sapindas, being connected with each other through the medium of the oblations that they are respectively bound to offer to their common ancestors. The same rule holds good in the case of the brother's son, and in fact of every sapinda who does not stand in a direct line of ascent or descent with the deceased proprietor himself. To place this point, however, beyond all dispute, we wish to refer particularly to the nine admitted bundhoos themselves. It will be seen that six out of these nine individuals are no other relatives than the daughter's son of the paternal grandfather, the daughter's son of the maternal grand-father, the daughter's son of the father's paternal grandfather, the daughter's son of the father's maternal grandfather, the daughter's son of the mother's paternal grandfather, and the daughter's son of the mother's maternal grandmother. The remaining three are the son's son of the maternal grandfather, the son's son of the father's maternal grandmother, and the son's son of the mother's maternal grandfather. Not one of these individuals, not even the highest among them, or, in other words, the daughter's son of the paternal grandfather, is required to offer

funeral cakes either to the deceased proprietor himself, or to his father, or to his mother, but at the same time they are admittedly entitled to rank as the sapindas of man himself or of his father, or of his mother, as the case might be. We can scarcely imagine upon what principle of Hindoo Law it can be seriously contended that the daughter's son of the father is not a sapinda when the dauhter's son of the paternal and maternal grand-fathers are acknowledged as such.

As regards the performance of funeral obsequies, the daughter's son of the father occupies the same position as a son's son of the father, or, in other words, as a brother's son; whereas the daughter's son of the paternal grand-father, who is the highest in rank among the admitted bundhoos, does not stand an inch higher, than the son of a paternal uncle. It is perfectly true that the lawyers of the Benares School sometimes use the word sapinda in the sense of consanguinity, or mere connection through the body; but in either case the position of the sister's son would remain unaffected. We have already pointed out that as regards funeral oblations, the sister's son occupies the same position as a brother's son; and as to consanguinity, the very nature of his relationship with the deceased proprietor obviously shows that he is nearer than the nearest of the admitted *bundhoos*. If authority is needed on this last point, the following passage of the Mitakshara might be referred to as conclusive :—

"A sapinda,—she who has the same pinda or body is a sapinda; a sapinda, not a sapinda (take) her. The relation of sapinda arises from connection as parts of one body, So the relation of ekpinda in the son with regard to the father arises from the connection as parts of the body of the father. And with the grand-father, &c., in consequence of the connection with their body through the father. In the same manner in regard to the mother, from connection as parts of the body of the mother. In the same manner in regard to the maternal grand father, &c., through the mother. In the same manner with the mother's sister and maternal uncle, and the rest, by reason of the connection or parts of one body." *Mitakshara, Achar Adhay*, leaf 6.

It is scarcely necessary to point out that in the passage before us the maternal uncle and the sister's son are distinctly recognized as sapindas of each other. The whole doctrine of sapinda, according to the authorities of the Benares School, has been correctly expounded in the Byabusta cited in the case reported in the third volume of the Select Reports, page 37. The pundits were unanimously agreed in declaring that there are two significations only in which the word sapinda is used by the lawyers of that school, namely, consanguinity and connection through funeral oblations; and the following passages from the *Purasur Madhub*, and the *Nirnoy Sindhoo*, both of which works are recognized as authorities

concurrently with the Mitakshara, were cited by them in support of this opinion.

"Those are sapindas who are connected by the tie of consanguinity; for instance the father and the son are sapindas to each other, and the body of the father is perpetuated in the son without any intervention. So also is the son by the medium of the father a sapinda of his paternal grand-father, and of his paternal great grand-father. So also the son by the medium of his maternal grand-father is a sapinda of his maternal aunt and uncle, and by the medium of his paternal grand-father he becomes a sapinda of his paternal aunt and uncle &c." (*Purasur Madhub.*)

"Those are sapindas between whom exists a reciprocity of giving or receiving funeral oblations. The fourth person and the rest share the remains of the oblation wiped off with the Kusagrass; the father and the rest share the funeral cakes. The seventh person is the giver of oblations. The relation of sapinda or men connected by the funeral cake extends, therefore, to the seventh person, or sixth degree of ascent or descent. It should not be supposed that an uncle or nephew are not reciprocally sapindas, as he who shares in the oblations offered by the uncle shares also in those offered by the nephew. *In short, if any one of those who participate in the funeral oblation offered by one individual be also the presenter of funeral oblations to one of his co-participators, then the whole number become sapindas of each other.*" (*Ni noy Sindhoo.*)

It is perfectly clear that according to either of these authorities, the sister's son is entitled to rank as a sapinda. Before concluding this part of our judgment, we cannot pass over an important point connected with the Byabusta we have already alluded to. The case in which it was given related to the daughter's son of the brother; and the Pundits, whilst admitting that he was entitled in every respect to rank as a sapinda, nevertheless stated, that he was not entitled to succeed as an heir. No text or authority of any kind was cited by them in support of this opinion, and the only reason put forward was that he is not a sagotra. This reason, we need hardly observe is obviously unsound; for if the sagotra sapindas are the only persons entitled to inherit, the word *bundhoo* which signifies sapindas of a different family, must be struck out from the law of inheritance. It has been said in a note attached to this case, that it is universally admitted that such description of persons (evidently meaning those who are sapindas but not sagotras) "are not sapindas for the purpose of inheritance." We are not aware of the authorities by whom this admission was made; and with all deference to the learned author of that note, we are bound to say that it is obviously incorrect. It may, however, be fairly asked if the word sapinda, when used for "the purpose of inheritance," does not mean either consanguinity or connection through funeral oblations, in what other sense is it to be understood when it is used for that

purpose, particularly with reference to such heirs as the daughter's son of the paternal grand-father, and the rest.

We have stated above that there are two significations only in which the word sapindas is used in the Benares School, and the pleader for the respondent has not even been able to suggest a third. We might also add that so far at least as the *Nirnoy Sindhoo* is concerned, the sister's son is expressly recognized as heir, as the following passage will show :—

"In default of the brother's son, the father, mother, the daughter-in-law, the sister, and her sons, are entitled to perform the shrad, because they are the heirs." (Page 219.)

We have shown by the foregoing remarks that the sister's son, is entitled to rank as a *bundhoo* according to the definition of that term as given in the Mitakshara.

We will now proceed to examine the various objections that have been urged, both before us and elsewhere, against his right to succeed as an heir. These objections may be all classified under the following heads :—

1st.—That the difinition referred to has no connection with the law of inheritance.

2nd.—That the enumeration of *bundhoo* made in Verse 1, Section 6, Chapter 2 is exhaustive, and that the sister's son is neither included in that enumeration, nor mentioned as an heir in any other part of the work.

3rd.—That it has been settled by a uniform course of decisions that the sister's son is not entitled to inherit under the Hindoo Law adminstered in the Benares School.

With reference to the first objection, we are of opinion that it is altogether untenable. The definition in question occurs in a part of the work which is exclusively devoted to the exposition of the law of inheritance; and it may be fairly asked, if it has no connection with that law, for what other purpose has it it been introduced in such a place? A little reflection, however, will remove all doubts on this point. The Mitakshara, it is well known, is a professed Commentary on the Institutes of Jagno Bulko. The following text of that ancient sage contains the law of inheritance applicable to the estate of a deceased proprietor who has left no male issue.

"The wife and the daughter also, both parents and their sons, Gentiles (gotraja), cognates (bundhoo), a pupil, and fellow student; on failure of the first among these, the next in order is indeed heir to the estate of one who departed for heaven leaving no male issue." (Mitakshara, Verse 2, Sec. 1. Chap. II, p. 324).

The whole of the second Chapter from this point downwards as far as Section 7 is nothing but a commentary upon the text cited above and which for the sake of convenience we shall hereafter designate by the name of the general text. The definition in question occurs in Verse 3, Section 5, which has been already set out at length at the very commencement of this judgment, and the words are, "*for kinsmen sprung from a different family but connected by funeral oblations are indicated by the term (bundhoo) cognate.*" It is obvious that the word *indicated* here means indicated in the general text which contains the law of inheritance it would therefore, be manifestly unreasonable to argue that the difinition in question has nothing to do with that law. It might be as well said that the difinition of gotraja given in the earlier part of the verse is also unconnected with it.

The second objection is also untenable. Verse I, Section 6, Chapter II, runs as follows:—"On failure of gentiles, the cognates are heirs. Cognates are of three kinds; related to the man himself, to his father, or to his mother, as is declared by the following text. 'The sons of his own father's sister, and the sons of his own mother's sister, and the sons of his own maternal uncle, *must be considered* as his own cognate kindred.' The sons of his father's paternal aunt, and the sons of his father's maternal aunt, and the sons of his father's maternal uncle must be deemed as his father's cognate kindred. The sons of his mother's paternal aunt, the sons of his mother's maternal aunt, and the sons of his mother's maternal uncles, must be recognized as his mother's cognate kindred.

There is nothing whatever in this verse to justify the contention that the author of the Mitakshara intended thereby to lay down an exhaustive list of bundhoos or cognates. He says first of all that bundhoos are entitled to inherit in default of gotrajas, and secondly, that bundhoos are of three kinds, namely, those who are related to the man himself, and those related to his father and mother respectively. There can be no doubt whatever, that if he had finished the sentence at this point, no one could have seriously contended in the face of these two propositions, so manifestly general in their character, that he intended to exclude one single individual who is really entitled to claim the benefit of his own definition. The only argument, therefore, which can be advanced in support of this contention is the simple fact of his having concluded this sentence by quoting a text from one of the Hindoo sages which contains the names of a limited number of bundhoos. We are of opinion that this argument *perse* is entitled to no weight whatsoever. Isolated texts from various Hindoo sages and of a similar description are to be frequently found in the Mitakshara and would be manifestly erroneous to contend upon the authority of any one of them that an exhaustive enumeration of heirs was intended to be made thereby. The following text of Vrihut Menu, quoted in page 326 of the Mitakshara, might be referred to as an illustration.

"The wealth of him who leaves no male issue goes to his wife. On failure of her, devolves upon daughter; if there be none, it belongs to the father; if he be dead, it appertains to the mother." It would obviou ly improper to say from the mere fact of the author of the Mitakshara having referred to this text, that he intended to declare that the particular persons mentioned therein are the only heirs to the estate of a deceased Hindoo who has left no male issue; or that such even was the intention of Vrihut Menu himself. As to the particular text before us, there is absolutely nothing in it from which it can be reasonably inferred that the author of it at least, if not the author of the Mitakshara, had such an intention in view. All that it says is that certain relatives must be considered as bundhoos of one class and certain others as bundhoos of two other classes respectively; it nowhere says that these persons are the only bundhoos recognized by the Hindoo Law. The object which the author of the Mitakshara had in view in referring to this text is evident. His own words are "as is declared by the following text"; and these words are sufficient to show that this text was referred to, merely for the purpose of establishing the three-fold classification of bundhoos involved in the second of the two of the general propositions before adverted to. The necessity of this reference is also obvious. The first proposition required no special authority for its support, inasmuch, as it was an obvious deduction from the order of succession laid down in the general text upon which he was commenting.

The second proposition, however, stood on a different footing, there being nothing in the institutes of Jagnovulkya to sanction it directly; and hence it was that the author of the Mitakshara was obliged to rely upon the authority of another Hindoo sage in order to support it. Why, then, are we to put a construction upon his words which is not only inconsistant with his own definition, but also with every general principle of law that has been inculcated by him throughout the treatise? It has been justly remarked by Sir William Jones, that the doctrine of funeral cakes is the key to the whole Hindoo Law of inheritance. All the schools of Hindoo Law that are current in the country are agreed in accepting this principle as their guide, however, much they might differ from one another with reference to particular points connected with its application. Those commentators who adopt the other doctrine of consanguinity, merely extend the limits of the sapinda relation by including a large number of persons *besides* those who are connected by funeral oblations. The author of the Mitakshara at all events is no exception to the general rule. The text of Menu which says "to the nearest sapinda the inheritance belongs" is frequently cited by him as a leading authority on all questions of Hindoo Law. Indeed the very definition of bundhoos under our consideration is based upon this fundamental doctrine and in the very next verse he distinctly lays down that the order of

succession to be observed among the different classes of bundhoos is to be regulated by "nearness of affinity." We have already stated that our argument would not be affected in the slightest degree, whatever interpretation might be put upon the word "affinity." Are we then to suppose that the author of the Mitakshara has been so far forgetful of this fundamental principle, as to render himself guilty, unconsciously as it were, of the gross inconsistency of laying down a definition and of excluding those very persons who are best entitled to claim the benefit of it? In what way, we might repeat in this place, are the sister's son of the father and of the mother better qualified to inherit than the sister's son of the deceased proprietor himself? What doctrine of Hindoo Law, directly or indirectly sanctioned by the author of the Mitakshara, can be cited in support of the contention that the maternal grand-father himself is not an heir when his son's sons and his daughter's sons—nay even when the son's sons and their daughter's sons of the father's and mother's maternal grand-father are acknowledged as such? How, again, are we to reconcile the proposition that the maternal uncle, or in other words the uterine brother of the mother, is to be excluded from the line of inheritance, when her cousins, namely, the son's of her father's sisters and the sons of her mother's sisters, are to be included in it? Startling anomalies like these, to use an expression of the Lords of the Judicial Committee, can not be imputed to an author without there being some tangible ground upon which such an imputation can rest. It is perfectly true that in the particular case before us, we are bound to administer the Hindoo Law as it has been expounded by the author of the Mitakshara; but we can hardly be justified in ascribing such gross absurdities to him at the very time when he was really trying to extend the category of bundhoos by introducing the threefold classification before alluded to.

The word *bundhoo* has been sometimes interpreted as "distant kindred," but we can hardly suppose that the author of the Mitakshara seriously intended to authorise the succession of the most distant *bundhoos* by sacrificing the right of those who are the nearest.

The following passages of the Mitakshara will remove all possible doubts on this point:—

(1) "When one dies in a foreign country, let the descendants, (bundhoos) cognates, gentiles, or his companions take the goods, or in their default, the king. When he, who goes to a foreign country of those who are associated in trade dies, then his share should be inherited by his heirs, that is, the son and other descendants, (*bundhoos*) cognates, *i. e.* the meternal side relatives, maternal uncle and others, the gentiles that is the sapindas, besides the son and other decendants; and those who are come, that is those among the the associates who are come from a foreign country; or in their

default, that is, of the heirs, &c. the king shall take. The word *ba* shows that the heirs, &c. are entitled in alternation. The *ruleas to this order is contained in the text.* '*The wife, the daughter, &c.* So it should be understood here. *The necessity for the text is to exclude the pupil, the fellow student, and the Brahmin, and to include the trader*, (Mitakshar)."

(2.) The sage extends the rule to the spiritual guide, thus—

"To the spiritual guide, the pupil, the learned Brahmin, the *maternal uncle*, and the learned in the Verdas also." The spiritual guide means, he who teaches the Vedas; pupil means, he who is taught to the Vedas; learned Brahmin means, he who recites the Vedangos. *By taking the maternal uncle, the cognates of one's self, the cognates of the father, and the cognates of the mother who are, connected by origin are also employed. They are shown in the commentary on the text. The wife, the daughter, &c.*

The first of these two verses relates to the law of succession applicable to the estate of a foreign trader and this law is contained in the text of Jagnovulkya which stands between inverted commas at the top of it, the rest being a mere commentary upon the text itself. It will be seen that the word *bundhoova* is expressly stated to include the maternal uncle, whoever else might be entitled to come in within the word "others" which follows immediately afterwards. In the case of a foreign trader, therefore, it is perfectly clear that the maternal uucle is an heir; but before we can apply this argument to the general case, it is necessary to meet two objections that have been raised against such an application. The objections are, first, that the word used in this passage is *bundhoova*, whereas the word used in the general tetx is *bundhoo*; and second, that the passage in question refers to an "exceptional state of things," and cannot therefore, be accepted as a guide for the general case.

Both these objections are conclusively met by the express words of the author himself. It is distinctly stated by him that the order of succession applicable to this case is exactly the same as that laid down in the general text, and further that the only necessity for making a separate text for the exceptional case arose from that of excluding the fellow pupil and the Brahmin, and of substituting the fellow trader in their place. It is perfectly clear therefore that the words *bundhoo* or *bundhoova* are of identical import, or in other words, that the two texts are identical in every respect except as to the slight modification which relates to the fellow pupil and the Brahmin. The second passage, too, is equally decisive on this point. It is distinctly pointed out therein that the word maternal uncle used in the text of Jugnovulkya stands for all the three classes of bundhoos described by the author in his commentary upon the general text.

The Vira Mitrodoy, which is a work of high repute in the Benares School concurrently with the Mitakshara, is also clear on this point. "Cognates are of three kinds related to the person himself, to his father, and to his mother, according to the following text. 'The sons of the father's sister, the sons of the mother's sister, &c.' Here by reason of near affinity, the cognate kindred of the deceased himself in the first instance, then the father's cognate kindred and next his mother's cognate kindred, succeed. This is the order of succession. In the text of Menu, then the distant kinsmen shall be the heir or the spiritual preceptor or the pupil, the terms *saculya* comprehends the person descended from the same family (sagotra), and the kinsmen allied by common libations of water (sumanodoca), the *maternal uncle and the rest. and the three kinds of cognates. The term bundhoo in the text of Juggesur (Jognobulkya) must comprehend also the maternal uncle and the rest,* otherwise maternal uncles and the rest would be entitled to succeed, and not they themselves though nearer in affinity—a doctrine highly objectionable."—Vira Mitradoy, page 209.

The Vivida Chintamonee, which is a work of paramount authority in the sister school which goes by the name of the Mithila School, is also of the same opinion, "the maternal uncle, and the rest" being expressly recognized in the category of heirs laid down in page 299 of Baboo Prosunno Coomar Tagore's translation of the work.

In the face of all these concurrent authorities it seems impossible to contend that an exhaustive enumeration of bundhoos was made in Verse 1, Section 6, Chapter 2 of the Mitakshara. It has been said that the sister's son is not entitled to inherit, because he has been nowhere mentioned as an heir specifically by name; but this objection can be scarcely maintained if the doctrine of exhaustive enumeration falls to the ground. Apart from this last consideration, however, we do not see any reason why a specific enumeration by name should be insisted upon in every case. An enumeration by a general name, accompanied by a suitable definition sufficiently illustrated, is as good as any other kind of enumeration, particularly when the general name in question is applicable to a large number of persons whose individual names it would be very inconvenient to specify in detail; and we do not see any reason why in this prrticular case we should insist upon any thing more than what we have already got before us. The great grandson, for instance, is nowhere mentioned as an heir distinctly by name and yet it would be simply absurd to contend that the estate of a deceased Hindoo is to go to the fellow pupil, or to the king even, if his own great grandson is living. Similarly, when we come to the gotrajas, we find that no one below the descendants of the paternal great grand-father is expressly recognized by name in any part of the Mitakshara, and yet it is a fact admitted on all sides that the descendants of the remotest ancestors in the agnatic lines, at least of those who stand within the fourteenth degree, are entitled to inherit in the Benares School. Why then are we to

introduce this novel principle of interpretation when we come to deal with the bundhoos? There might have been some foundation for such an argument if the claimant had been a female relative, females as a class being generally supposed as having no right to inherit in consequence of their inability to perform religious rites; but in the case of male relatives, no restriction of any kind whatsoever can be cited to defeat their rights, if they are in a position to establish their status as sapindas. We have shown that "the maternal uncle and others" are entitled to inherit in addition to those who are admitted as bundhoos; and those who would take in the maternal uncle only, are bound to show who were the persons included in the words "and others." As far as the purposes of the present case are concerned, it is almost self-evident that if the maternal uncle is entitled to succeed as a bundhoo, the right of the sister's son would follow as a matter of course. We have seen that there is but one definition of the word *bundhoo*, and the very nature of that definition conclusively proves that if the maternal uncle is a kinsman from a different family and allied by funeral oblations, the sister's son must necessarily be a kinsman of the same description.

It remains for us to meet the last objection. No doubt if there were a uniform course of decisions establishing the doctrine that the sister's son is not entitled to succeed, we would have been scarcely justified in holding otherwise, however much we might have been disposed to do so for the reasons set forth above. The fact, however, is that there is no such uniform course of rulings as has been erroneously contended for before us. The following are all the cases that might be referred to on the point.

(1.) Rajendro Narain *versus* Gocool Chand, 1st Select Reports, page 43.

(2.) Ilias Koomaree *versus* Agund Roy, 2nd Select Reports, page 37.

(3.) Sheo Suhaye Singh *versus* Omed Koonwar, 6th Select Reports, page 301.

(4.) Case No. XI., Macnaghten's Hindu Law, Volume II., page 91.

(5.) A decision of the Madras Sudder Court reported in page 247 of the printed cases for 1860.

(6.) Stokes's Reports, Vol. I., page 1, page 85.

(7.) Chootee Lall *versus* Gooroodyal, Agra Select Reports, Volume V., page 198.

(8.) Mohun Lall *versus* Thacooranee Sahaba, Agra Law Journal, 1864, page 17.

(9.) Johari Raoot *versus* Mussamut Kylaso, Volume I, page 75, Weekly Reporter.

(10.) Sola Dey, 4 Legal Remembrancer, page 168.

(11.) Gridharee Lall *versus* The Secretary of State, 4 Weekly Reporter, page 13.

The *first* case has nothing to do with the particular point before us, and we would not have alluded to it at all if Sir Thomas Strange had not stated upon the authority of that case that the sister's son is not entitled to inherit in the Benares School. The contest in that case, however, was between the sister's son on the one side, and a gotraja sapinda on the other. The Pundits who were consulted in it very properly declared that if the Bengal Law were applicable to the case, the sister's son would be entitled to preference, but that the reverse would be the case according to the Mithila Law. The case was ultimately disposed of in favor of the sister's son the Bengal Law being held to be applicable; but there is not a single word either in the decision itself or in the byabusta referred to, from which it can be gathered that the sister's son would not have succeeded as a bundhoo if the Mithila Law had been adopted, if there were no gotraja relatives in his way.

The *second* case has been already referred to in an earlier part of this judgment. It related to the daughter's son of the brother, and, as we have already seen, the only ground that was put forward for excluding from the inheritance was the erroneous one of his not being a *sagotra* sapinda.

The *third* case is directly in favor of our interpretation. The question was whether a daughter's son's son is entitled to inherit, and this question was determined in the affirmative upon the unanimous byabusta of the Pundits consulted on the occasion, including those of the Benares Patshala.

The *fourth* case clearly shows that the sister's son is entitled to succeed as a bundhoo, both according to the Benares Law and according to the Mithila. This case is of particular importance, in as much as it appears to have met with the approbation of Sir W. Macnaghten himself, who has evidently cited it as a leading authority on the point. We might also add that Sir W. Macnaghten had expressly stated in his note to case No. 5, reported in page 87 of the same Volume, that the byabusta given by the Pundit of the zillah Behar in which the sister's son is ranked as a bundhoo is conformable to the Law as current in Benares, Mithila and other provinces.

The *fifth* is a mere dictum; but it is to be observed that the Pundit who was consulted on the occasion distinctly stated that the sister's son was entitled to inherit as a bundhoo, and no authority of any kind was cited or referred to to contradict this opinion.

The *sixth* case is also a dictum, and the same remarks that have been made with reference to the preceding case apply to this case also.

The *seventh* case has nothing to do with the point before us. The dispute was between a brother's daughter's son and a gotraja, and it was very properly held that the latter is entitled to succeed in preference to the former.

The *eighth* case is a mere dictum, but in this instance the dictum is in favor of the sister's son.

The *ninth* case arose from a dispute between the sister's son and an agnatic relation, and it was correctly held in that case that the latter is entitled to succeed. The learned Judges, however, who decided the case went on to say that the sister's son is not entitled to inherit either according to Benares Law or according to the Mithila Law. In the absence, however, of any further explanation on the point, we are rather disposed to think that all was intended to be said is that he is not entitled to inherit in preference to the gotraja; but at any rate it is clear that this opinion can not be treated as any thing more than a mere dictum.

The next case, however is directly to the point, and with all deference to the learned Judges who decided it, we are of opinion that it is based upon erroneous grounds. These grounds have been too fully examined by us in the preceding part of our judgment to require any further notice.

We wish, however, to make one remark in this place, and that is that the learned Judges appear to have been mainly influenced by the idea that the sister's son has never been recognized as an heir. With all reference to the learned Judges, we are bound to state that this was by no means the actual state of things at the time when their decision was pronounced, whatever it might be in this day. It is perfectly true that there is a paucity of decisions on the other side, but this fact appears to have mainly arisen from the peculiar doctrine of the Benares School by which the remotest relative in the agnatic line has been placed above the highest of the cognates. It might be added that the very few cases indeed, if any, can be pointed out in which the daughter's son of the paternal grandfather has been expressly recognized as an heir.

The last case relates to the maternal uncle of the father, and the grounds of the decision in this case being nearly the same as those in the one next above, no special remarks with reference to it are necessary.

Upon the whole, then, it must be admitted that the majority of the earlier ceses atleast are in support of our view; and of the more recent, there are two cases at most that are directly opposed to it. The last objection, therefore, must also be over-ruled.

For the reasons set forth above, I am of opinion that the question put to us by the Division Bench must be answered in the affirmative, or in other words, that the sister's son is entitled to inherit under the Hindoo Law administered in the Benares School.

II.

MAHOMEDAN PRE-EMPTION CASE.

Mahomedan Law—Pre-emption—Hindoo puachaser.

Furman Khan (Plaintiff) *Versus* Bhurut Chander Shah Chowdhry and others (Defendants).

The decision of the Full Bench is (Held by Justices Peacock, Kemp and Mitter,) that where no local custom exists with regard to pre-emption amongst Hindoos, the Mahomedan Law of pre-emption on the ground of co-partnership or of vicinage does not apply when the person claiming the right of pre emption and the vendor are Mahomedans and the purchaser is a Hindoo.

The following judgment delivered by Mr. Justice Mitter :—

"The question to be determined in these cases is, whether in a district, the Hindoo inhabitants of which have not adopted the Mahomedan custom of pre-emption, a Mahomedan is entitled, either upon the ground of vicinage or co-parcenary, to enforce a right of pre-emption against a Hindoo purchaser from a Mahomedan vendor. I am of opinion that this question ought to be answered in the negative.

For the purpose of arriving at a correct solution of this question, it is necessary first of all to ascertain the law upon which that solution ought to be based. That the Mahomedan Law is not the law of the land is, I believe, a proposition beyond all dispute; and it follows, therefore, that the mere fact that the subject-matter of this suit is immoveable property is no ground whatever for holding that it is necessarily governed by the provisions of the Mahomedan Law, as the law of that place in which that property is situated. If, therefore, we are at all bound to apply the Mahomedan Law of pre emption to a case of this description, it must be either because the application of that law has been made obligatory upon us by some positive legislative enactment, or because the principles upon which it is founded are so eminently consistent with those of justice, equity, and good conscience, that the Courts of this country are by their very constitution bound to follow them in the absence of any express legislative declaration to the contrary.

Section 9, Regulation VII of 1832, however, appears to me to be conclusive on this point. That section runs as follows :—

"It is hereby declared that the above rules are intended and shall be held to apply to such persons only as shall be *bonafide*

professors of those religions at the time of the application of the law to the case, *and were designed for the protection of the rights of such persons, not for the deprivation of the rights of others.* Whenever, therefore, *in any civil suit,* the parties to such *suit may be different* persuations, when one party shall be of the Hindoo and the other of the Mahomedan persuation, or where one or more of the parties to the suit shall not be either of the Hindoo or Mahomedan persuation, *the laws of those religions shall not be permitted to operate to deprive such party or parties of any property to which but for the operation of such laws they could have been entitled.* In all such cases, the decision shall be governed by the *principles of justice, equity, and good conscience.*"

Now, the present suit is admittedly a suit of a civil nature, and it is also a suit the parties to which are of different religious persuations. Under such circumstances, it is perfectly clear that the decision of such a suit must be governed by the Section above referred to, and that Section not only requires that we should follow the rule of justice, equity, and good conscience as our only guide in cases of this description, but it absolutely forbids us to apply the Hindoo or the Mahomedan Law to those cases, if we find that the result of such application would be to deprive any one of the parties of a property to which he would have been otherwise entitled.

This, then, being the law upon which our decision ought to be based, let us see first of all whether the effect of our allowing the Mahomedan Law of pre-emption to operate in this case would be to deprive the Hindoo purchaser of a property to which he would have been entitled but for the operation of that law; and in the next place, whether the provisions of that law are so consistent with the principles of justice, equity, and good conscience, that we are bound to administer them, with any reference whatever to the religious persuations of either of contending parties.

If the first of these two questions are answered in the affirmative, it would be useless to proceed with the second; for it is clear that however just and reasonable the Mahomedan Law of pre-emption might be in itself, it would be not only contrary to the rule of justice, equity and good consciece which we are bound to follow in all such cases, but also to the positive injunctions of the Legislature, if we allow that Law to defeat the vested rights of an individual who is under no legal or moral obligation to obey it. If, on the other hand, the first question is answered in the negative, we shall have still to proceed with the solution of the second; for unless we find that the Mahomedan Law of pre-emption is in strict conformity with the principles of justice, equity and good conscionce, we have no right whatever to enforce it against a Hindoo, who is, as I have already observed, under no legal or moral obligation to abide by it. Both these questions, however, are inseparably connected with each other, and the

answer to both of them entirely depends upon the nature of the right of pre-emption under the Mahomedan Law. If that right is founded on an antecedent defect in the title of the vendor, that is to say, on a legal disability on his part to sell his property to a stranger without giving an opportunity to his co-parceners and neighbours to purchase it in the first instance, those co-parceners and neighbours are fully entitled to ask the Hindoo purchaser to surrender the property; for although as a Hindoo he is not necessarily bound by the Mohomedan Law, he was at any rate bound by the rule of justice, equity; and good conscience to enquire into the title of his vendor, and that very rule also requires that we should not permit him to retain a property which his vendor had no power to sell. If, on the contrary, it can be shown that there was no such defect in the title of the vendor, or in other words, that he was under no such disability even under the Mahomedan Law itself, it would follow, as a matter of course, that there was no defect in the title of the purchaser at the time of its creation, and it would be therefore, contrary to the express provisions of section 9, Regulation VII of 1832 to deprive him of a property which has already become his, by the application of a law which *per se* has no obligatory force upon him.

Now, so far as I can judge of the Mahomedan Law of pre emption from the materials within my reach, it appears to me to be perfectly clear that right of pre-emption is nothing more than a mere right of re-purchase, not from the vendor, but from the vendee, who is treated for all intents and purposes as the full legal owner of the property which is the subject-matter of that right. There is nothing whatever in the Mahomedan Law, so far as I am aware of, which imposes upon any one the obligation of making the first offer to his neighbour, or co-parcener, before he can sell his property to a stranger; nor is there any thing to show that the right of pre emption is based upon any such obligation, the non-fulfilment of which would present the stranger from acquiring a complete and valid title in the property by virtue of his purchase. On the contrary, I find it clearly laid down by the Mahomedan lawyers themselves that it is an extremely feeble right, which comes into existence for the first time after the full legal title has already passed to the purchaser by the sale, and that it is based upon considerations arising not from any defect of title in the purchaser or in the vendor, but from the inconvenience to which the pre-emptor would be subjected, if a stranger were allowed to retain a property which is situated in his neighbourhood, or in which he is interested as a co parcener. These remarks appear to me to be fully borne out by the following passages in the Hedaya :—

"And certainly a greater regard is due to the partner than to the stranger, since the vexation that would ensue to the partner from forcing him to abandon a place which from

long residence may have acquired his affections, would doubtless be greater than that to which the stranger is subjected; for although *he may be thus dispossessed contrary to his inclination of a property over which he has acquired a right by purchase, yet still the grievance is but inconsiderable* since he is not dispossessed *without receiving a due consideration.*"—Volume III page 563.

"The privilege of shuffa is established after the sale."—*Ibid* page 5 8.

"The right of shuffa is not established until the demand be regularly made in the presence of witnesses, and it is requisite that it should be made as soon as possible after the sale is known; for the *right of shuffa is but a feeble right, as it is the disseizing another of his property merely in order to prevent apprehended inconveniences.*"—Ibid.

"When the demand has been regularly made in the presence of witnesses, still the shuffee does not become proprietor of the house untit the purchase surrenders to him, or until the Magistrate passes a decree; *because the purchaser's property was complete and cannot be transferred* to the snffee but by his own consent or by a decree of the Magistrate."—*Ibid.*

"But if possession has been delivered to the purchaser, the taking of evidence against the vendor is not sufficient, he *being no longer an opponent*, for having neither the possession nor *the property*, he is a stranger."—*Ibid.* page 572.

"Where the seller, however, is in possession of the premises, the presence of both is necessary; for first the *purchaser* is the *proprietor*, and the seller the *possessor*, and as the decree of the Kazee must be against both, both must be present."—*Ibsd*, p. 576.

These passages conclusively prove that the right of pre-emption is nothing more than a mere right of re-purchase from the purchaser, who is recognized for all intents and purposes as the full legal owner of the property; that it is a right which arises not from any antecedent defect of title in the vendor, but comes into existence after the right to the property has completly passed to the purchaser; and lastly, that it is a right of an extremely feeble nature solely and exclusively based upon considerations of "apprehended inconveniences" to the pre-emptor, if the purchaser is not compelled to part with it on receiving back the full amount of the purchase money which he had paid to his vendor. Such, then, being the nature of the right under the Mahomedan Law itself, and the simple question in all such cases being, as the Mahomedan lawyers have themselves put it, whether the inconvenience to which the purhaser would be subjected by being obliged to surrender a property over which he has acquired a "*complete title*" by purchase is greater or less than the inconvenience to which the pre-emptor would be subjected if his claim to re-pur-

chase were not recognized, are we not at once met by that portion of Section 9, Regulation VII of 1832, which peremptorily lays down that we should not in any civil suit, the parties to which are of different religious persuasions, permit the law of the Mahomedan religion to operate to deprive any one of the parties to such a suit of a property to which he would have been entitled but for the operation of that law? And is it not perfectly clear that if we allow the Mahomedan Law of pre-emption to operate in this case, the inevitable result of such operation would be to deprive the Hindoo purchaser of a property of which he has already become the full legal owner, even according to the Mahomedan Law itself? I do not mean for one moment to say that we are absolutely prevented applying the provisions of the Hindoo or Mahomedan Law to any civil suit the parties to which are of different religious persuasions. On the contrary, those provisions have been frequently applied to such cases; but they have been properly applied to these cases only in which it was distinctly borne in mind what the Legislature has so clearly stated in the first sentence of Section 9, Regulation VII of 1832, namely, that the rules relating to the application of those provisions, "were designed for the protection of the rights of such persons" (*i. e.*, of the *bona fide* professors of those religions) "and not for the deprivation of the rights of others."

It has been said that if a Mohomedan sells a property to a Hindoo alleging that property to be his under the Mahomedan Law of Inheritence, and if the real heir to that property brings a suit against the purchaser upon the allegation that his vendor had no right to it, the Mahomedan Law of Inheritance is the only law upon which the decision of such a suit ought to be based, although the parties to be are of different religious persuasions. But this case is altogether distinct from the one now before us. It is perfectly true, that in the former case we are bound to look to the Mahomedan Law of Inheritance as our only guide, but we are to do so, not because the Mahomedan Law has by itself any obligatory force upon the Hindoo purchaser, but because the ends of justice dictate that it is the only law by which the rights of the parties can be determined. The plaintiff gets the benefit of that law because we are bound to protect his rights, and the defendant has go right to complain when we apply that law against him, because by doing so, we do not deprive him of any property to which he would have been otherwise entitled, but we simply declare that he did not acquire any property by virtue of his purchase as his vendor had none to sell, a declaration which is beyond all question perfectly consistent with that rule of justice, equity, and good conscience which the Legistature has laid down for our guidance in such cases. Indeed, the right of the purchaser in such a case, if any, is entirely based upon the Mahomedan Law, and it is by appealing to the provisions of that law that he can

pretend to make out that right, for there is no other law upon which he can fall back.

The present case, however, stands on quite a different footing. It is true that the party from whom the respondent made his purchase, was bound by the Mahomedan Law, which was the law of his religion; but that law did not prevent the respondent from acquiring a complete and valid title by virtue of his purchase. If, therefore, after he has already acquired such a title, we are to apply the Mahamedan Law against him, we deprive him of a property to which he would have been entitled but for the application of that law, and this we are strictly forbidden to do by the express provisions of the Section to which reference has been so often made.

In order to point out clearly the nature of the right of pre-emption under the Mahomedan Law, we have only to contrast it with the right which the member of a joint undivided Hindoo family possesses against the other members of if they are about to dispose of their undivided shares in the joint property either by sale, gift, or otherwise; and every such deposition is absolutely null and void if made without his consent. The Mahomedan Law, on the other hand, allows the right of pre-emption to come into operation only in the case of a sale, and it nowhere recognizes any right of veto in the pre-emptor. In the former case there is a positive legal disability on the part of the member of a joint undivided Hindoo family, which prevents him from conveying a valid title to the purchaser without obtaining the consent, of his co-parceners, and if the purchaser chooses to purchase without such consent, he does so at his own risk and peril. Suppose that the purchaser happens to be a Mahomedan, and a suit is brought against him by the co parceners of his Hindoo vendor, for the purpose of setting aside the purchase, the ends of justice and equity would certainly require that we should look to the Hindoo Law for purpose of determining the respective rights of the parties; and when we apply the provisions of that law to such a case, we do not consult the more conveniences of the parties, but we simply protect the rights of the Hindoo co-parceners without depriving the Mahomedan purchaser of any property to which he would have been otherwise entitled; for me has no property to be deprived of as there was none which his vendor could sell, and none therefore which could pass him by virtue of his purchase. The Mahomedan Law, on the contrary, far from imposing any such disability upon the vendor, expressly sanctions various tricks and artifices by which the right of pre-emption can be absolutely defeated. I shall have occasion hereafter to refer to these tricks and artifices in dealing with the second question which I proposed at the commencement of this discussion; but I wish to refer to them in this place merely for the purpose of showing that if the founders

of the Mahomedan Law had the least intention of establishing the right of pre-emption upon a positive obligation on the part of the vendor not to sell his property to a stranger without making the first offer to his neighbours and co-parceners, they could not have at the same time allowed that obligation to be evaded by tricks and artifices, which, to say the least of them, would be on such a hypothesis nothing but fraudulent. This argument becomes almost insurmountable when we reflect that the Mahomedan Law itself is essentially based upon the Mahomedan religion, and it is almost incredible that the professors of that law, who are notorious for the tenacity with which they adhere to the tenets of their creed, should have, after having imposed a legal obligation upon the vendor and thereby made it almost equal to a religious obligation, allowed him to get rid of that obligation by fraudulent devices, which upon such a supposition they could not but have regarded as positively sacrilegious.

Now as to the second question, namely, whether the provisions of the Mahomedan Law of pre-emption are so consistent with justice, equity, and good conscience, that we are bound to administer them irrespective of any considerations arising from the difference in the religious persuations of the parties to this litigation, I have already observed that the determination of this question would be perfectly unnecessary if the first question is answered in the affirmative; and as I believe that I have already shown that the first question does not admit of any other answer, I will dismiss the second with very few remarks. A Full Bench of this Court has already decided that a Hindoo cannot enforce a right of pre-emption against a Mahomedan purchaser from a Mahomedan vendor in a district the Hindoo inhabitants of which have not adopted the Mahomedan custom of pre-emption. I am far from saying that this decision has in any manner settled the point which has been referred to us in the present case; nor do I mean to say for a moment that the converse of every true proposition is necessarily true. But what I mean to say is that it is at least a conclusive authority to show that there is nothing in the Mahomedan Law of pre-emption to recommend it to us upon the bare abstract ground of justice, equity, and good conscience. Whether the Hindoo inhabitants of the district in which the case in which that decision was passed arose, had adopted the Mahomedan custom of pre-emption or not would have been perfectly immaterial, if the Court had found that the Mahomedan Law of pre-emption was strictly consistent with the principles of Justice, equity, and good conscience; for in that case the Court would have been bound to follow that law, not because it was the law of the Mahomedans, but because it was identical with that rule of justice, equity, and good conscience which it is bound to administer in all cases in the absence of any positive legislative provision to the contrary. But it is needless to dwell

any further upon this point. The Mahomedan Law itself, as I have already shown, puts the right of pre-emption entirely upon considerations of "apprehended inconveniences" to the pre-emptor; but the value of such considerations is absolutely null before a Court of Equity, when it finds that the necessary consequence of acting upon them would be to deprive a person of a complete and valid title which has been already vested in him by the laws of his country. The artifices sanctioned by the Mahomedan Law for the purpose of defeating the right of pre-emption conclusively show that the right itself, as recognised by that law, is so extremely feeble and imperfect that no Court of Equity ought to enforce it against a person who is under no legal or moral obligation to obey that law. It may be said that if the feeble and imperfect nature of the right is a sufficient ground for its rejection by a Court of Justice, such a right ought not to be enforced in any case, even though the parties to it are both of them Mahomedans, or both of them Hindoos who have adopted the Mahomedan custom of pre-emption. But the answer to this objection is very plain. In the first place, an uninterrupted series of decisions have laid down that this right should be enforced as between Mahomedans, and also as between Hindoos who have adopted the Mahomedan custom of pre-emption. The law on these points has been settled by a uniform course of decisions, and it is no longer open to us to question it at such a late period of time. Then, again, imperfect as the right may be, those who have voluntarily accepted the law by which that right is recognized have no reason to complain if it is enforced as between themselves, and what the purchaser loses in one case he may gain in other cases on the strength of a similar right, if the parties to those cases happen to be of the same persuasion with himself, or have adopted the same custom as he has done.

In the present case, however, even this ground is wanting; for if we decide this case against the Hindoo purchaser and thereby deprive him of a property which has already become his by the laws of his country, we must bear in mind that we have already decided that, so far as he is concerned, he will never be able to enforce any right of pre-emption even though a Mahomedan should choose to purchase a part of his family house from one of his co-parceners. So long as this country was under the Mahomedan government, the right of pre-emption was extended to all classes of persons without any distinction of creed, colour, or birth, inasmuch as no such distinction was recognized in that respect by the Mahomedan Law which was in fact the law of the land. But now that the Mahomedan Law has ceased to be the law of the country, it seems to me to be manifestly unjust and inequitable that we should enforce the Mahomedan Law of pre-emption against a Hindoo, without giving him the benefit of that law in other cases in which he would like to stand in the

position of a pre-emptor. No doubt,, if the ends of justice and equity require that this should be done, let it be done by all manner of means; but I believe that I have already shown that we are positively forbidden by the Legislature itself to introduce the Mahomedan Law of pre-emption in a case of this description.

It has been argued that if two persons jointly purchase a piece of land, and covenant between themselves that neither of them would sell his share in the land to a stranger without giving an opportunity to the other to purchase it in the first instance, and if a stranger purchases such a share with notice of the covenant, he would be certainly bound by it before a Court of Equity. But there is no real analogy between this case and the present. In the first place, where is the privity between the vendor and the pre-emptor in the present case? It is true that they are both Mahomedans, and as such bound by the Mahomedan Law; but they might have acquired their respective interests without any reference to each other, and neither of them would have any right in that case to charge the other with any breach of faith, if the latter were to use his own property without interfering with the rights of the former. Suppose that the vendor in this case had changed his religion before or at the time of the sale, could it have been still contended that he was bound by the Mahomedan Law of pre-emption, and that the effect of that law was to create a permanent covenant between him and his neighbours and co-parceners, which would at all times prevent him from selling his property to any one he liked, without their consent and sanction? But the argument is conclusively refuted by the fact that the Mahomedan Law itself imposes no such obligation on the vendor, but, on the contrary, it authorizes him to defeat any claim of pre-emption which his neighbours and co-parceners might choose to advance, by tricks and artifices which could not but have been regarded as fraudulent and sacrilegious if any such obligation had been in actual existence. Suppose that two persons were to enter into a covenant like the one assumed in the argument in question, and suppose also that there was a clause in that covenant to the effect that the obligations created thereby could be evaded by tricks and artifices similar to those recognized by the Mahomedan Law of pre-emption, would not every Court of Equity treat such a covenant as an absolute nullity? And would any body contend for one moment that a purchaser for valuable consideration would lose his rights by such purchase, merely because it was made with notice of such a covenant? I think that there can be but one answer to both these questions.

In conclusion, I have only to add that so far as decided cases are concerned, they are all in favour of the view which I have taken in this case. The first case cited in the course of the argument which is reported in Volume I, Select Report page 350,

is too obscurely reported to be relied upon as an authority on either side. It appears that the first regular suit which was brought solely upon the ground of the Mahomedan Law was dismissed by the Provincial, Court, and we further find that there was a direction in the second suit to enquire whether the Hindoos of the place had adopted the Mahomedan custom of pre-emption. Nothing further appears from the printed report on the point of custom, and it is impossible to say whether the Mahomedan Law which was ultimately applied to the case was so applied on the ground of custom or otherwise. The cases reported in 5 Weekly Reporter, page 270, in 6 Weekly Reporter, pages 250, and in 8 Weekly Reporter, pages 240 and 45, are directly in favor of my view. The other cases that were cited in the course of the argument have no bearing upon the point now before us, inasmuch as they arose in districts in which the Hindoos have adopted the Mahomedan custom of pre-emption.

PRINTED BY P. C. RAY, AT THE RELIANCE PRESS, NO. 4, HEM CHUNDRA KERR'S LANE, CALCUTTA.